বাঁধন

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৬

এক

হ্যাটানস পয়েন্টে পৌঁছল রক ব্যানন।

বাইশ বছরের অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় তরুণ। ছেলেবেলা থেকে ঘোরার উপরেই বড় হয়েছে। মাঝারি গড়ন, শক্ত পেশী আর চালু হাত। কঠিন দেশে কঠিন মানুষের মাঝে সংগ্রাম করে বাঁচতে গিয়ে তাকেও কঠিন হ'তে হয়েছে। রক্তে রয়েছে তার নবীন উদ্যম।

হ্যাটানস পয়েন্ট নতুন শহর। রকের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ। কেউ যদি তার শক্তি পরীক্ষা করে দেখতে চায়–আসুক। বাকস্কিন ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল সে।

এই শহরে তৈরি হুইস্কি আর পাঁচটা শহরের মতই। তবু ব্যাটউইঙ দরজা ঠেলে বারে ঢুকে এক গ্লাস রাই হুইস্কি খেলো। তারপর গ্লাস নামিয়ে রেখে সেলুনে বসা লোকগুলোর দিকে চেয়ে ওদের যাচাই করে দেখল।

এদের কাউকেই চেনে না, কিন্তু ঠিক এদের মত লোক চলার পথে বিভিন্ন শহরে সে অনেক দেখেছে।

বড়সড় আকারের কঠিন মাঝ বয়সী লোকটার একটু হামবড়া ভাব রয়েছে, আর তার পাশের পাতলা চোখা চেহারার লোকটা একজন পিস্তলবাজ, সন্দেহ নেই। দরকারের সময়ে সাপের ছোবলের মতই দ্রুত কাজ সারতে পারবে সে।

অন্যান্য লোক যারা রয়েছে তারা প্রত্যেকেই পশ্চিমের কঠিন লোক–সবাই সোনার খোঁজে ঘুরছে। ওদের কেউ নিজেকে কোনদিক দিয়ে কারও চেয়ে খাটো বলে স্বীকার করবে না। এদিক থেকে অবশ্য রকও ওদের দলে।

রকের মনে আছে ছোটকালে বাবার মুখে প্রায়ই শুনত: মানুষের জীবন একটাই, রক, সময় থাকতে সব দেখে নাও। কারও ক্ষতি না করে পরিপূর্ণভাবে নিজের জীবনটাকে উপভোগ করো। সুযোগ সব সময় আসে না।

বিরাট লোকটার আধপাকা চুলে ভরা মাথাটা রকের দিকে ফিরল। তাকাবার ভঙ্গিটাই এমন যেন একটা বিশাল ভালুক তুচ্ছ কাঠবেড়ালীর দিকে চাইছে।

'তোমাকে কে খবর দিয়েছে?' লোকটার গলার স্বরে একটা রুক্ষ চ্যালেঞ্জের সুর।

কথা শুনে রকের পিত্তি জ্বলে উঠল। 'কেউ ডেকে পাঠায়নি,' ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেল ওর গলায়। 'নিজের ইচ্ছায় চলি–যেখানে খুশি যাই–কারও খবরের ধার ধারি না।'

লোকটা সবার থেকে সম্মান পেয়ে অভ্যস্ত। ওর মুখের ভাব কিছুটা গম্ভীর হলো।

'তা হলে এই শহর ছেড়ে সরে পড়ো। এখানে তোমার জায়গা নেই,' বলল সে।

'দুঃখিত, শহরটা আমার পছন্দ হয়েছে। কিছুদিন এখানে থেকে তোমরা যে

খেলা খেলছ তাতে যোগও দিতে পারি।'

লোকটার মুখ লাল হয়ে উঠল। কিন্তু সে কোন জবাব দিয়ে উঠার আগেই একজন লম্বা সোনালী চুলওয়ালা যুবক মুখ খুলল। 'ওর কথার মানে হচ্ছে এখানে কিছু গোলমাল চলছে। মানুষ পক্ষ নিচ্ছে। কেউ পক্ষ না নিলে সে সবারই শত্রু।'

'তা হলে হয়তো আমিও একটা পক্ষ বেছে নেব,' জবাব দিল রক। 'মারপিট আমার খুব পছন্দ।'

চোখা চেহারার লোকটা রকের দিকে চেয়ে আছে। ওকে সতর্ক তীক্ষ্ণ চোখে যাচাই করে দেখছে। 'পক্ষ নেয়ার আগে আমার কাছে পুরো ব্যাপারটা একটু জেনে নিও,' বলল সে।

'তোমার কাছে বা অন্য কারও কাছে জেনে নেব,' বলল রক।

সেলুন থেকে বেরিয়ে এল সে। বাইরে চমৎকার রোদ। গত রাতে পাহাড়ের খাঁজে সারা রাত ঠাণ্ডার মধ্যে কাটিয়েছে। শীতের জড়তাটা এখনও পুরো কাটেনি। রোদটা গায়ে মিষ্টি ঠেকছে।

লোকগুলো সেলুনের ভিতরে ওকে নিয়ে নানান জল্পনা কল্পনা করবে। কেবল একটু মজা করার জন্যই ওদের চ্যালেঞ্জ দিয়ে এসেছে রক। কোন বিশেষ জায়গা বা ব্যক্তির জন্য তার বিন্দুমাত্র টান নেই।...কিন্তু হঠাৎ অবস্থার পরিবর্তন ঘটল।

মেয়েটা সামনেই ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে। ছিমছাম গড়ন, কোমল চেহারা, অদ্ভুত সুন্দর দুটো চোখ। দেহের বাঁকগুলো আকর্ষণ করে। গায়ের রঙটা সামান্য রোদে পোড়া, কালো চুল আর রসে ভরা লোভনীয় একজোড়া ঠোঁট।

রকের জামা-কাপড় নোংরা। ছাই রঙের শার্টটায় ধুলো আর ঘামের দাগ পড়ে আছে। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি—এই অবস্থায় অমন একটা মেয়ের সাথে দেখা করতে যাওয়া চলে না। কিন্তু বুঝতে পারছে ওই মেয়েই তার কল্পনার প্রেয়সী। ওকে যে করে হোক তার পেতেই হবে।

প্রথম দর্শনে প্রেম বড় একটা হয় না। কিন্তু রকের বেলায় ঠিক তাই ঘটল। চলার পথে অনেক মেয়ের সাথেই তার পরিচয় হয়েছে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায়নি। আবার পথের টানে এগিয়ে গেছে। ওই মেয়ের চোখে চোখ রেখে বুঝল তার অস্থির পথ চলা শেষ। আগামীকাল, আগামী বছর কিংবা দশ বছরেও সে এখান থেকে আর নড়বে না। যদি যেতে হয়, ওই মেয়েকেও তার সাথে যেতে হবে।

দুই কদমে ওর পাশে গিয়ে হাজির হলো রক। ওর বুটের শব্দে ঘুরে মুখ তুলে চাইল মেয়েটা।

'সম্পত্তি বলতে কিছুই নেই; জানি, আমার জামা-কাপড় আর চেহারার হালও খারাপ, তবু তুমি যাকে বিয়ে করবে তার সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ থেকে তোমাকে বঞ্চিত করলাম না—আমি রক ব্যানন।' হড়বড় করে কথাগুলো বলে গেল সে।

এমন অপ্রত্যাশিত কথাবার্তায় হকচকিয়ে গিয়ে কয়েক সেকেন্ড কোন কথাই মেয়েটার মুখে জোগাল না।

'আস্পর্ধা!' শেষ পর্যন্ত রাগের সাথে বলল সে।

'চমৎকার! বেশির ভাগ খাঁটি প্রেমের ওই দিয়েই শুরু। আবার দেখা হবে,'

হ্যাট ছুঁয়ে সম্মান জানিয়ে হালকাভাবে লাফিয়ে হিচরেইল টপকে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল সে।

স্থির দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে মেয়েটা। এখন চোখে রাগের ভাব অতটা নেই—কিছুটা কৌতূহল এসে ভিড় জমিয়েছে ওখানে।

সময় মতই বিদায় নিয়েছে রক। মেয়েটার মনে কিছুটা কৌতূহল জাগাতে পেরেছে—এটাই যথেষ্ট। আপাতত বেশি ঘাঁটাতে যাওয়া ঠিক হত না।

হ্যাটানস পয়েন্ট-এর আস্তাবলটা বিরাট। ঘোড়াটাকে কিছু ছোলা খেতে দিয়ে নিজের হাতে ওর গা ডলে দিচ্ছে রক।

স্পারের শব্দে টের পেল কেউ এসেছে। আড়চোখে দেখল তার পিছনে একটা খুঁটির সাথে হেলান দিয়ে একজন দাঁড়িয়ে আছে। আরও এক মিনিট নিজের কাজ করে স্বাভাবিক ভাবেই ঘুরে দাঁড়াল রক।

পরনে নোংরা জামা, কিন্তু কোমরে দুটো পিস্তল ঝুলছে। এই শহরে সেলুনের চোখা চেহারার লোকটা ছাড়া আর কাউকে দুটো পিস্তল ঝোলাতে দেখেনি। লোকটা পাতলা আর লম্বা। ওর মুখের ভাব রকের ভাল ঠেকল না।

'শুনলাম কেভিন সেলবির সাথে তোমার ঝগড়া হয়েছে।'

'ঝগড়া না, কথা হয়েছে।'

'অ্যাল হলোওয়ে নাকি তোমাকে কাজে নিতে চেয়েছিল?'

অ্যাল হলোওয়ে? চোখা চেহারার লোকটাই হবে। যার দুটো পিস্তল। আর কেভিন সেলবি হবে র‍্যাঞ্চের মালিক। যে তাকে শহর ছেড়ে চলে যেতে বলেছিল। মনে মনে মিলিয়ে নিয়ে কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল সে।

'আমার নাম ডেজ গ্রিফিথ। এল জেড আউটফিটের লোক। চড়া বেতন দিই আমরা, মাসে সত্তর ডলার। থাকা-খাওয়া আর গোলা-বারুদ ফ্রি।'

লোকটার পিছন দিকে আস্তাবলের ভিতরেই আরও দুজন লোক ঘাপটি মেরে লুকিয়ে রয়েছে—ওদের ধারণা কেউ দেখেনি। ডেজ কথা বলার ফাঁকে রকের চোখ আর একবার ওদের উপর থেকে ঘুরে এল। ওরা ডেজের সাথেই এসেছে সন্দেহ নেই।

ব্যাপারটা রকের কাছে ভাল ঠেকছে না। ওর প্রস্তাবে রাজি না হলে কী ঘটবে? দুজন লোককে সাথে এনে ওখানে লুকিয়ে রাখার কী মানে? লোকটার মতলব ভাল মনে হচ্ছে না।

গ্রিফিথকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে মাঝের খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল রক। ওর হাত দুটো পিস্তলের বাঁটের কাছে। 'বেরিয়ে এসো তোমরা! বেরোও, নইলে গুলি করো—আমি তৈরি!'

রকের আঙুলগুলো ছড়ানো। ফাইট থেকে কখনও পিছিয়ে আসেনি সে। ছোটকাল থেকেই ওর মধ্যে মারপিট করার প্রবণতাটা বেশি।

একবার ওর মনে হলো লোক দুটো আর বেরোবে না। সে-ও তাই চাইছে। ডেজ গ্রিফিথ হাতে-নাতে ধরা পড়ে অস্বস্তির মধ্যে রয়েছে। সে বুঝতে পারছে কিছু ঘটলেই মুহূর্তে তার পেটে একটা গুলি ঢুকবে।

এবার তারা ধীর গতিতে বেরিয়ে এল। হাত পিস্তল থেকে অনেক দূরে

রেখেছে ওরা। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেরিয়ে এসেছে। যুদ্ধের জন্য মনে .মনে
তৈরি–কিন্তু কী করবে ঠিক বুঝতে পারছে না।
তৈরি–কিন্তু কী করবে ঠিক বুঝতে পারছে না।

একজন ভারি গঠনের লোক, অন্যজনের অ্যাপাচিদের মত নিষ্ঠুর চেহারা।

'ধরো আমরা যদি গুলি করতাম?' কালো চুলওয়ালা ভারি লোকটা মুখ খুলল।

'তা হলে সন্ধ্যার আগেই তোমাদের জন্যে কবর খুঁড়তে হত,' হেসে জবাব দিল রক। 'বিশ্বাস না হলে এখনও চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

রককে চেনে না ওরা। কিন্তু তার তৈরি ভাবটা দেখে বুঝতে পারছে কঠিন লোকজনের মোকাবিলা করে সে অভ্যস্ত।

'খুব তো বড়াই করছ,' বলল গ্রিফিথ, 'আমিও এতে যোগ দিলে কি করতে?'

'সেটাই আশা করছিলাম।' রকের হাসিতে ওর রাগ আরও বাড়ছে। 'তুমিই প্রথম গুলি খেতে, তারপর কালো চুল। এরপরে'–অ্যাপাচির দিকে দেখাল সে–'ও। ওকে মারাই সবচেয়ে কঠিন হত।'

জবাবটা ডেজের পছন্দ হলো না। রককেও ভাল লাগেনি তার। কিন্তু একটা কাজ নিয়ে এখানে এসেছে সে।

'একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম আমি।'

'তোমার প্রস্তাবে আমি রাজি না।'

জবাব শুনে ডেজের ঠোঁট দুটো সরু হলো। আক্রোশে জ্বলছে ওর চোখ। ভাড়া করা লোকের সামনে ওকে ছোট করা হয়েছে।

'তা হলে শহর ছেড়ে চলে যাও। কেভিনের সাথে যোগ দিলে মারা পড়বে।'

তরুণ মানেই রক্ত গরম। রকের আরও বেশি। সে জানে নিজেকে একটু সংযত করা তার উচিত। কিন্তু এখন সে মারপিটের মুডে রয়েছে।

'তা হলে দেরি কেন?' মুখের উপর জবাব দিল রক। 'কেভিন সেলবির দলে যোগ দেয়ার ইচ্ছা আমার নেই। কিন্তু তুমি যদি আমার সাথে লাগতে চাও যে কোন সময়ে আসতে পারো।'

'তোমার আর বেশিদিন নেই।'

'আমার মনে হচ্ছে তোমাকে কবর দেয়ার পরও অনেকদিন বাঁচব।' কথা শেষ করে সরে দাঁড়াল রক। 'তোমরা আগে বেরোও, বন্ধু।'

কোন কথা না বলে এগিয়ে গেল ডেজ গ্রিফিথ। সঙ্গী দুজন ওর পিছু নিল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রক ব্যানন। তিনজনের বিরুদ্ধে একা, লড়াইটা ঠিক সমান সমান হত না। তবে গ্রিফিথ হুঁশিয়ার লোক, সে টের পেয়েছে রক মরলেও একা মরবে না–দু'একজনকে সাথে নিয়ে যাবে। ঝুঁকি নিতে চায়নি সে।

আস্তাবলের দরজা থেকেই দেখা যাচ্ছে অল্প কিছুটা দূরেই সাইন ঝুলছে।

ম্যাগি স্মিথের সুস্বাদু খাবার।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল রক। ভিতরে কয়েকজন লোক রয়েছে। এখনও সাপার খাওয়ার সময় হয়নি–কিন্তু বারের সেই সোনালী চুলওয়ালা লোকটা খাচ্ছে, আর রকের প্রেয়সী বসে আছে ওরই পাশে।

সরু লম্বা ঘর। ছাদটা নিচু। দেয়ালে চুনকাম করা। শহরে তিনটে খাওয়ার জায়গা রয়েছে, কিন্তু কেবল এটাতেই কাঠের মেঝে।. টেবিলগুলো পরিচ্ছন্ন,

প্লেটগুলো পরিষ্কার, খাবারও দেখতে ভালই। মেয়েটা চোখ তুলে তাকাল–জ্বলে উঠল ওর চোখ। একটু হেসে নড করল রক।

সোনালী চুলের লোকটা রককে দেখে অবাক হয়ে মেয়েটার দিকে ফিরে দেখল ওর গাল দুটো একটু লালচে হয়ে উঠেছে।

রান্নাঘর থেকে মিসেস ম্যাগি স্মিথ কী কাজে যেন এদিকে আসছিল। থমকে দাঁড়িয়ে একবার ওদের দুজনের দিকে চেয়ে একটু মুচকি হাসল। মেয়েটা কোন কথা না বলে আবার খাওয়ায় মন দিল।

লোকটা মুখ খুলল। 'মিস লুসি সেলবির সাথে পরিচয় হয়েছে তোমার?'

তা হলে মেয়েটার নাম লুসি।

'আনুষ্ঠানিক ভাবে পরিচয় হয়নি, তবে অনেক আগে থেকেই সে আমার মন জুড়ে আছে।' ম্যাগি স্মিথকে একটু তোয়াজ করে সে আবার বলল, 'আমার মনে হয় এখানকার চমৎকার খাবার খায় বলেই লুসি এত সুন্দর।'

'খাবার খেতে চাইলে বসো, আমাকে পোম্ দিতে হবে না!' কৃত্রিম রাগের সুরে বলল ম্যাগি।

ওদের উল্টো দিকের বেঞ্চটা খালি দেখে ওখানেই বসে পড়ল রক। মেয়েটা মুখ তুলল না, কিন্তু তার পাশের লোকটা হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমি মন্টি বারলো, আর এ হচ্ছে কেভিন সেলবির মেয়ে লুসি। আনুষ্ঠানিক ভাবে পরিচয় করিয়ে দিলাম!'

'আমি রক ব্যানন,' বাড়ানো হাতটা গ্রহণ করে বলল সে।

ওদিক থেকে ধুলো পড়া নোঙরা কাপড় গায়ে একজন বলে উঠল, 'তুমি কি মবীটির রক ব্যানন–মোগোলোন গানফাইটার?'

সবাই রকের দিকে ফিরে চাইল। মোগোলোন গানফাইটারের কথা ওরাও শুনেছে। পিস্তলবাজ হিসাবে নিজের সুনামে গর্ব বোধ করে না রক। কিন্তু সেই যে ওই লোক এটা অস্বীকার করারও উপায় নেই।

'ওই ভদ্রলোক আমাকে ঠিকই চিনেছে।'

'তবু তুমি কেভিন সেলবির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছ?'

'ডেজ গ্রিফিথকেও ফিরিয়ে দিয়েছি।'

অবাক বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে কতক্ষণ চেয়ে থেকে মন্টি বলল, 'আমি আশা করেছিলাম যে কোন একটা তুমি গ্রহণ করবে।'

'আমি নিজের মত চলতেই পছন্দ করি,' বলল রক। 'পিস্তল ভাড়া খাটাই না।'

দুই

ম্যাগি স্মিথ রকের খাবার নিয়ে এল। নীরবে খাওয়া আরম্ভ করল সে। উপস্থিত সবাই ওর সম্পর্কে কী ভাবছে তা সে জানে। এতে অতীতে তার কিছু আসে যায়নি। এক শহরে বেশিদিন থাকেনি সে।

কিন্তু এখন হঠাৎ পরিস্থিতি বদলে গেছে। নিজের মনের মানসীকে সে খুঁজে পেয়েছে। ওকে যা দিতে মন চায় তা পিস্তলবাজের রোজগারে কেনা সম্ভব নয়।

খাবারটা সত্যিই ভাল। তৃপ্তির সাথে খাচ্ছে সে। অন্য দুজন খাওয়া শেষ করে কফিতে চুমুক দিচ্ছে। খাওয়া শেষ করে একটা সিগারেট তৈরি করছে রক।

এরপরে কী করবে সে? সারা জীবন যে পথে পথে ঘুরেছে সে কী করে শিকড় গেড়ে স্থির হবে? তা ছাড়া অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে লুসি, আরাম আয়েশে অভ্যস্ত। তাকে সে কী দিয়ে সুখী করবে?

'বিরোধটা কী নিয়ে লেগেছে?' বাস্তবে ফিরে এল রক।

'বেশির ভাগ যা হয়-ভেড়া, গরু বা ঘাস। তবে এক্ষেত্রে পানি নিয়ে লেগেছে। এখান থেকে পুবে একটা লম্বা উপত্যকা আছে, 'কটনউড ওয়াশ।' টু-বার ক্যানিয়ন ওর সাথে এসে মিশেছে। ওখানে একটা ঝরনা আছে, সারা বছরই তাতে পানি থাকে। এত পানি যে ওতে সেচও করা যায় কিংবা হাজার হাজার গরুর প্রয়োজন মেটে। সেলবির ওটা দরকার, এল জেডও ওটা চায়।'

'কার দখলে আছে ওটা?'

'লোকটার নাম গিডো। মারপিট করার সামর্থ্য ওর নেই-লোক ভাড়া করে আনবে তারও পয়সা নেই। গ্রিফিথদের সে দেখতে পারে না, আর সেলবির সাথে কোন চুক্তিতে আসতেও সে রাজি নয়।'

'গিডো দেখছি বগা চিপিতে পড়েছে।'

কফির কাপটা নামিয়ে রেখে পাইপ বের করল মন্টি। 'শহরের জুয়াড়ীরা বাজি ধরছে গিডো এক মাসের মধ্যে মারা পড়বে। সে দশদিনও টিকবে না বলে মনে করছে কিছু লোক।'

দুটো শক্তিশালী র‍্যাঞ্চ নিজেদের গণ্ডী আরও বাড়াতে চাইছে। কিন্তু ছোটটা ওদের দুটো দলকেই ঠেকিয়ে রেখেছে। ওই রকম দু'দুটো তোপের মুখে বসে থাকা চাট্টিখানি কথা নয়-শক্ত স্নায়ুর প্রয়োজন।

এবার লুসির দিকে চাইল রক। 'তুমি বিয়ের পোশাক তৈরি করার কাজে লেগে যাও, পরে আর প্ল্যানিঙ করার সময় থাকবে না।'

ঠাণ্ডা চোখে রকের দিকে চাইল লুসি। 'ও নিয়ে আমাকে ভাবতে হবে না। পাহাড়ের গোড়ায় গোরস্থানে বিয়ে পড়ানো হয় না।'

সবাই ওর কথায় হেসে উঠল বটে, কিন্তু সবাই জানে যখন কেউ কোমরে পিস্তল ঝুলানো শুরু করে তখন তাকে মরণের কথাটাও ভাবতে হয়।

'হতে পারে তোমার কথাই ঠিক,' বলল রক। 'হয়তো বুট হিলেই আমার সমাধি হবে, কিন্তু জেনে রেখো সেটা আমাদের ছেলেমেয়েরা বড় হলে তবেই-তার আগে নয়।'

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এল রক। পাতলা সুইঙ দরজা ভেদ করে ম্যাগি স্মিথের কথা ওর কানে গেল। লুসিকে ম্যাগি বলছে, 'তোমার কিন্তু বিয়ের পোশাকের ব্যাপারটা একটু সিরিয়াসলি ভেবে চিন্তে দেখা উচিত। ছেলেটা ভাল।'

'ওগুলো সব কথার কথা,' জবাব দিল লুসি। 'নিছক বেসামাল কথাবার্তা।'

জীবনে অনেক পথ পিছনে ফেলে এসেছে রক। বিভিন্ন ধরনের কাজ করে

অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে তার, কোমাঞ্চি আর গরু ছিনতাইকারীর সাথে যুদ্ধ করেছে। মুখে দাড়িগোঁফ গজাবার আগেই পিস্তলবাজিতে হাফেজ হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু করেনি-সঞ্চয় করেনি সে।

সুন্দরী মেয়েদের সামনে গর্ব করে কথা বলা সোজা। বিয়ে করবে বলেছে বটে, কিন্তু ওর যে চাল-চুলো কিছুই নেই। চৌকাঠ পার করে ঘরে তুলবে এমন একটা ঘরও তার নেই। গোটা পৃথিবীতে এক চিলতে জমিও নেই যা সে নিজস্ব বলে দাবি করতে পারে। এসব কথা আগে কখনও ভাবেনি, কিন্তু যখন কেউ একটা মেয়ে আর ঘরকে নিজস্ব বলে ভাবতে শেখে, তখনই সে টের পায় পরিপূর্ণ পরিণত পুরুষ হওয়াটা কী জিনিস।

পাহাড়ের দিক থেকে রাতের বাতাস বইছে। একটু একটু করে অন্ধকার নেমে আসছে। হঠাৎ সমস্যার একটা সমাধান মিলে গেল। এখন সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে কীভাবে তার হাতে টাকা-পয়সা, বাড়ি আর লুসি সেলবিকে বিয়ে করার জন্য যা যা দরকার, সব হবে। ব্যাপারটার ভিতর কঠিন একটা চ্যালেঞ্জ রয়েছে বলেই ওর কাছে পরিকল্পনাটা আরও বেশি আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে।

ঘুরে আস্তাবলের দিকে রওনা হলো রক। দরজায় একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে দেখে থামল সে।

বিশাল দেহ লোকটার, ছয় ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা। চওড়াতেও রকের দ্বিগুণ হবে। মোটামোটা হাড়-দেখলেই বোঝা যায় অসুরের শক্তি। পা ফাঁক করে কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় ঘন কোঁকড়া চুল।

'তোমার নাম রক ব্যানন?'

'হ্যাঁ, কেন?' প্রশ্ন করার সাথে সাথে লোকটা ঘুসি চালাল।

অতর্কিতে গোল্লা পাকানো হাতের বিশাল মুঠি মুগুরের বাড়ির মত এসে পড়ল রকের চোয়ালে। হাঁটুর পিছনে কীসের যেন বাড়ি লাগল। পড়ে যাচ্ছে রক-আর একটা ঘুসির উপরই পড়ল। প্রচণ্ড আঘাতে ওর দেহটা আধ পাক ঘুরে গেল।

সমস্ত ওজন নিয়ে লোকটা রকের বুকে চেপে বসল। হাঁটু দিয়ে হাত দুটো মাটির সাথে ঠেসে ধরে রেখে নির্দয় ভাবে একের পর এক ঘুসি চালিয়ে গেল রকের মাথায় আর মুখে। শেষ পর্যন্ত উঠে একটু পিছিয়ে রকের পাঁজরে একটা লাথি মারল।

'তোমার এখনও জ্ঞান থাকলে শুনে রাখো আমি রাসেল ট্র্যাভার্স। লুসি সেলবিকে আমি বিয়ে করব।'

রকের ঠোঁট দুটো রক্তাক্ত-থেঁতলে ফুলে উঠেছে। মারের চোটে মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। 'ভুল কথা!' প্রতিবাদ করল সে। ওর পাঁজরে আর একটা লাথি মেরে শিস দিতে দিতে চলে গেল লোকটা।

গড়িয়ে হাতের উপর ভর রেখে কোনমতে হাঁটুর উপর উঠে বসল রক। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তা ছেড়ে স্টেজ স্টেশনের দেয়ালটার কাছে সরে গেল। মাথার ভিতরটা দপ দপ করছে। ঠোঁট ফেটে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে।

নির্মম ভাবে ওকে পিটিয়েছে রাস্কেলটা। বড় হয়ে এমন মার আর খায়নি। শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে। সম্ভবত পাঁজরের একটা হাড় ভেঙেছে। তবু ওখানে

পড়ে থাকা তার সাজে না। হ্যাটানস পয়েন্টে অনেক বড় বড় কথা বলেছে সে। লুসি তাকে পিটুনি খাওয়া কুকুরের মত রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখুক এটা সে চায় না।

দেয়াল ধরে কোনমতে কুঁজো হয়ে দাঁড়াল রক। দেয়ালে ভর দিয়েই আস্তাবলের দিকে এগোল।

আস্তাবলে পৌঁছে ঘোড়ার পিঠে নিজেকে টেনে তুলে ঘোড়া চালিয়ে দরজার কাছে এল।

রাস্তাটা খালি...ওকে মার খেতে কেউ দেখেনি। রাসেল ট্র্যাভার্সকেও কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

আস্তাবল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়ল রক। ঠিক এই সময়ে ম্যাগি স্মিথের দরজাটা খুলে গেল। দরজায় লুসি সেলবি দাঁড়িয়ে। খোলা দরজা দিয়ে কিছুটা আলো এসে পড়েছে রকের উপর।

সিঁড়ির ধাপ থেকে নেমে রকের দিকে এগিয়ে এল লুসি। মুখ তুলে অবাক চোখে রকের রক্তাক্ত ফোলা মুখের দিকে চাইল সে।

'তা হলে ও তোমার নাগাল পেয়েছে। কেউ আমার কাছে ঘেঁসেছে শুনলে এই একই ব্যাপার ঘটে। এখন বুঝলে তো, লুসি সেলবিকে বিয়ে করা খুব সহজ ব্যাপার নয়।' কথাটা বলার সময়ে লুসির গলায় যেন কেমন একটা আপসোসের সুর বাজল।

'এবার তুমি চলে যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল সে।

'তোমাকে নিতে আবার ফিরে আসব...রাসেল ট্র্যাভার্সকে পিটানোর জন্যেও আসব।'

এবার লুসির স্বরটা ঠাণ্ডা শোনাল। একটু ক্ষোভও রয়েছে ওর গলায়। 'তুমি মিছে বড়াই করো–এখন পর্যন্ত কেবল বড় বড় কথাই শোনালে। তারপর পিটুনি খেয়ে এলে!'

হাসল রক। মুখে টান পড়ায় ব্যথা পেল। 'শুরুটা খুব খারাপ হলো, তাই না?'

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তা ধরে রকের চলে যাওয়া দেখল লুসি।

সারারাত ঘোড়া চালিয়ে আরও বিজন এলাকায় ঢুকল রক। মাথা গুঁজবার মত একটা ঠাঁই খুঁজছে ও। বুনো জন্তু যেমন মরার জন্য একটা ঠাঁই খোঁজে, তেমনি। কিন্তু মরার কথা ভাবছে না সে। তাকে বেঁচে থেকে আবার রাসেল ট্র্যাভার্সের মুখোমুখি হতে হবে।

মাথার ভিতরটা দপদপ করছে, ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে দেহ। মুখটা ফুলে বিকৃত হয়ে গেছে–আরও এগিয়ে চলল সে। ক্যানিয়নের দেয়ালগুলো খাড়া হয়ে উঠে গেছে উপর দিকে। একটা মালভূমির মত জায়গায় পৌঁছল রক। ধীর গতিতে বাতাস বইছে। টাটকা বাতাস সেজ আর সেগো লিলির গন্ধ বয়ে আনছে।

এই এলাকা চেনে না সে। শুনেছে এদিকে অল্প দু'একজন যারা থাকে তারা অতিথির আগমন পছন্দ করে না।

ভোর বেলায় একটা লম্বা ক্যানিয়নে পৌঁছল। লম্বা লম্বা পাইন গাছ জন্মেছে

ওখানে। গাছের আড়ালে ঝরনার পানির শব্দ। হাঁটু সমান ঘাসের ভিতর দিয়ে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে গাছের ভিতর দিয়ে এগোল সে।

ঝরনার ধারে ঘোড়াটাকে ঘাস খাওয়ার জন্য বেঁধে রেখে একটা গাছের তলায় কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল রক। শান্তি...এমন বিজন এলাকার আবহাওয়াই সব শক্তির উৎস। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

বিকেলের দিকে ওর ঘুম ভাঙল। কোথাও কোন শব্দ নেই। কেবল ঝরনা বয়ে যাওয়ার একটানা আওয়াজ আর পাইন গাছের পাতায় বাতাসের মৃদু শিরশির শব্দ। পানিতে একটা বীভার লেজ ঝাপটা দিল। গাছে একটা বাচাল ম্যাগপাই কাঠবেড়ালী দেখে উত্তেজিত কণ্ঠে কিচির-মিচির করছে।

ছোট ছোট কাঠি জড়ো করে আগুন জ্বেলে পানি গরম করল। তারপর গরম পানি দিয়ে ভাল করে মুখটা ধুয়ে ফেলল। প্রতিবার মুখে গরম পানির ছোঁয়া তাকে রাসেল ট্র্যাভার্সের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

অসতর্ক অবস্থায় লোকটা তাকে মেরে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল। তারপর বুকের উপর চেপে বসে নিজের ওজনের পুরো সুবিধা নিয়েছে। কিন্তু এটা স্বীকার করতেই হবে সে তার কাজে কোন রকম ফাঁক রাখেনি–আচ্ছামত হাতের সুখ মিটিয়ে ধোলাই দিয়েছে। রককে ফিরে যেতেই হবে–পিস্তল ব্যবহার করবে না, খালি হাতে লোকটাকে পিটিয়ে লাশ করতে না পারা পর্যন্ত তার শান্তি নেই।

কিন্তু এখন তার সব ব্যাপারেই বিবেচনা করে দেখে চলতে হবে। যতটুকু জেনেছে তাতে বুঝতে পারছে গিডোর র‍্যাঞ্চেই রয়েছে সবকিছুর চাবিকাঠি। গিডোর সাথেই সে যোগ দেবে বলে মনে মনে ঠিক করে রেখেছে। দু'দুটো শক্তিশালী র‍্যাঞ্চের বিরুদ্ধে লোকটা একা রুখে দাঁড়াতে ভয় পায়নি। রাজি হলে ওর সাথে হাত মেলাবে রক।

পশ্চিমে একটা উঁচু পাহাড়। সবুজ ঘাসে ভরা মাঠের থেকে ওটা খাড়া হয়ে উপর দিকে উঠে গেছে। মাঠের চারপাশে গাছ। একপাশ দিয়ে বড় একটা ঝরনা বয়ে গেছে। ঝরনার পাশে পাইনের সাথে সিকামোর আর কিছু পিন ওক জন্মেছে।

দুবার গাছের ভিতর দিয়ে হরিণ দেখেছে রক। ঝরনার ধারে অপেক্ষায় থেকে শেষ পর্যন্ত একটা হরিণ শিকার করল সে।

দুটো দিন কেবল মাত্র খেয়ে আর ঘুমিয়ে বিশ্রাম নিয়ে কাটাল। পাঁজরের ব্যথাটা কমে গেছে, কিন্তু হঠাৎ নড়াচড়া করতে গিয়ে টান পড়লে কিংবা ছুঁলে লাগে। জায়গাটা একটু শক্ত হয়ে রয়েছে। চোখের পাশে কালো দাগ আর মুখের ফোলাটাও অনেক কমে গেছে। আর চুপচাপ বসে থাকতে পারল না সে। দুদিন পরে বাকস্কিনে চড়ে গিডোর ডাবল ডায়মন্ড র‍্যাঞ্চের দিকে রওনা হলো।

দুপুরের দিকে কটনউড ওয়াশে পৌঁছল রক। রোদে আর পরিশ্রমে ঘোড়ার রঙটা এখন ঘামে ভিজে আরও গাঢ় হয়েছে।

এদিকে সবখানেই সুন্দর সবুজ ঘাস। গাছ আর পানিও রয়েছে প্রচুর। ওয়াশ-এর দেয়ালগুলো উঁচু, কিন্তু গাছগুলোও পাল্লা দিয়ে মাথা উঁচিয়ে একই সমান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুএকটা গরু যা চোখে পড়ছে সবই অতিরিক্ত মোটা আর অলস।

পুরো একঘন্টা ধীর গতিতে ঘোড়া চালিয়ে চারপাশের দৃশ্য উপভোগ করতে করতে এগোচ্ছিল—হঠাৎ একটা গেটের সামনে বাধা পেল। গেটের উপর একটা সাইন বোর্ডে লেখা রয়েছে: ডাবল ডায়মন্ড। অনধিকার প্রবেশকারীকে গুলি করা হবে—সাবধান!

এর পরেও যদি কেউ গেটের ভিতরে পা দেয় সেটা বিরাট ঝুঁকি নেওয়া হবে। কেউ বলতে পারবে না তাকে আগে সাবধান করা হয়নি।

বেশ কিছুটা দূরে একটা টিবির উপর বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। পাদানির উপর দাঁড়িয়ে মাথা থেকে হ্যাট খুলে ওটা এপাশ-ওপাশ নাড়ল রক। সাথে সাথে বাতাস কেটে ওর পাশ দিয়ে একটা বুলেট বেরিয়ে গেল। পর মুহূর্তেই রাইফেলের গুলির আওয়াজটা ওর কানে পৌঁছল।

নিঃসন্দেহে তাকে সাবধান করার জন্যই গুলি করেছে গিডো। আবার হ্যাট নাড়ল সে।

এবার বুলেটটা খুব কাছে দিয়ে গেল। দুহাতে বুক চেপে ধরে জিন থেকে ঢলে পড়ল সে। মাটিতে পড়ার আগে পাদানি ধরে নিজেকে সামলে নিয়ে ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল। তারপর গড়িয়ে একটা পাথরের আড়ালে সরে গেল। হ্যাটটা ঘোড়ার পাশেই পড়ে আছে। পা থেকে একটা বুট খুলে পাথরের পাশে ঘাসের উপর এমন ভাবে রাখল যেন গেটের কাছ থেকে ওটার একটা অংশ দেখা যায়। অত দূর থেকে বুটটা পায়ে পরা আছে কিনা ঠিক বোঝা যাবে না।

বুকে হেঁটে ঝোপের ভিতর ঢুকল রক। বুটটা দেখে আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যেন একটা লোক পাথরটার আড়ালে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে।

সব স্তব্ধ হয়ে আছে। রকের গাল বেয়ে এক ফোঁটা ঘাম নেমে এল। ঘোড়া থেকে পড়ার সময়ে হেঁচকা টান লেগে পাঁজরের কাছে আবার দপদপ করে ব্যথা করছে। ঘামে ভেজা হাত দুটো প্যান্টের পিছনে মুছে অপেক্ষা করছে সে।

এতক্ষণে গিডোকে দেখা গেল। পাতলা লম্বা একজন লোক। ঠোঁটের পাশ দিয়ে একজোড়া সাদা গোঁফ নীচের দিকে ঝুলছে। ধূর্ত তীক্ষ্ণ দুটো চোখ। দূর থেকে সতর্কতার সাথে বুটটার দিকে চাইল সে। ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না তার। মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন ভয় দেখাতে গিয়ে ভুল জায়গায় গুলি লাগিয়ে ফেলেছে।

বাকস্কিনের অপরিচিত মার্কা আর ক্যালিফোর্নিয়ায় তৈরি মাথার সাজের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে শেষে গেট খুলে বাইরে এল সে। রকের দিকে ওর পিঠ।

'দাঁড়াও, গিডো! আমার পিস্তলের মুখে আছ তুমি!'

একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়াল গিডো। কোনরকম ঝুঁকির মধ্যে গেল না।

'কে তুমি? আমার কাছে কী চাও?'

'ঝামেলা করতে আসিনি···তোমার কাছে একটা ব্যবসার প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।'

'আমি কারও সাথে ব্যবসা করি না।'

'কিন্তু আমার সাথে করবে। আমার নাম রক ব্যানন। গ্রিফিথ আর সেলবির সাথে আমার মতের মিল হয়নি, আর রাস্কেল ট্র্যাভার্সটা আমাকে পিটিয়েছে।'

শব্দ করে হেসে উঠল গিডো। 'মনে হচ্ছে রাজ্যের সব ঝামেলা তোমার কাঁধেই চেপেছে। এবার ঘুরতে পারি?'

রকের অনুমতি পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল গিডো। ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রক। মোজা পরা পায়ের দিকে চেয়ে দাঁত বের করে হাসল গিডো। 'বুদ্ধিটা ভালই বের করেছিলে।'

পাথরটার পাশে বসে বুট পরে নিল রক।

তিন

বুট পরে ঘোড়ার কাছে এগিয়ে গিয়ে মাটি থেকে হ্যাটটা তুলে উরুর উপর বাড়ি দিয়ে ঝেড়ে নিল রক। এক মুহূর্তের জন্যও ওর উপর থেকে চোখ সরায়নি গিডো।

'শক্ত বিপদের মুখে আছ তুমি,' বলল রক। 'শহরের জুয়াড়ীরা অনেক টাকা বাজি ধরেছে তুমি একমাসও টিকবে না।'

'জানি।'

কঠিন লোক এই বুড়ো। তবু ওর চোখের কোণে কালচে দাগ দেখে বোঝা যাচ্ছে লোকটা চিন্তিত—ঘুমও ভাল হচ্ছে না। কিন্তু গিডো ভয় পাবার পাত্র নয়।

'জীবনে অনেক ঘুরে বেড়িয়েছি—এবার কোথাও শিকড় গেড়ে বসতে চাই। এদিকে একটা র‍্যাঞ্চই আমার পছন্দ।'

'এইটা?'

'হ্যাঁ।'

কোমরে হাত রেখে রককে খুঁটিয়ে লক্ষ করছে গিডো। উল্টোপাল্টা কিছু করতে গেলেই গুলি চালাবে সে।

'আমার ব্যাপারে কী করতে চাও?'

'চলো, তোমার বাসায় বসে কথা হবে।'

'না, যা বলার এখানেই বলো।'

'ঠিক আছে···এটা দুভাবে হতে পারে। আমাকে তুমি মারপিট আর র‍্যাঞ্চের কাজ করার জন্যে পার্টনার নিতে পারো, অথবা পুরোটাই তুমি আমার কাছে বিক্রি করে দিতে পারো—যখন পারি টাকা দেব, তবে ফাইটিঙের পুরো দায়িত্ব আমি একাই নেব।'

রকের দিকে ভাল করে চেয়ে ওকে জরিপ করে দেখল গিডো। কালতু প্রশ্ন করে কথা বাড়ানোর মানুষ সে নয়। রকের চেহারা দেখেই বুঝতে পারছে প্রচণ্ড মার হজম করেছে, তা ছাড়া ওর মুখ থেকেই শুনেছে সেলবি বা গ্রিফিথ কারও সাথেই ওর বনেনি—এর মানে সে ভালই বুঝতে পারছে।

'চলো, বাসায় বসেই কথা বলা যাবে।'

ঘোড়া নিয়ে রককে আগে আগে যেতে বলল সে। হুঁশিয়ার বুড়ো! ওকে

রকের ভাল লেগেছে।

রক জানে লোকটার রাজি না হয়ে উপায় নেই। প্রত্যেক রাতেই সারারাত জেগে থাকা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। বাড়ি পাহারা দেওয়া আর র‍্যাঞ্চের কাজ করা–দুটো একসাথে কেউ করতে পারে না। তা ছাড়া খাবার জিনিসপত্র আনতে শহরে যেতে হলেও র‍্যাঞ্চ খালি রেখে যেতে হবে। কিন্তু দুজন হলে ওগুলো সবই করা যাবে।

দুঘণ্টা আলাপ আলোচনার পর ওরা একটা সমঝতায় পৌঁছল। ঠিক হলো রক র‍্যাঞ্চের আধাআধি পার্টনার হিসাবে কাজ করবে–দরকার হলে লড়বে। একজনের পক্ষে ব্যাপারটা অসম্ভব। মাত্র দুজনের জন্যও কঠিন–অনেক ঝুঁকি রয়েছে, তবু দুজন থাকলে কিছুটা সুবিধা হবে।

'ওরা যখন জানবে, ওদের মাথা খারাপ হয়ে যাবে।'

'এখনই জানানোর কোন দরকার নেই। খাবার আর প্রচুর গুলি নিয়ে আসাই হবে আমার প্রথম কাজ।'

কটনউড ওয়াশের বেশির ভাগই ডি ডি (ডাবল ডায়মন্ড) র‍্যাঞ্চের আওতায় পড়েছে। পুব দিকে ওটা মরু-এলাকার সাথে গিয়ে মিশেছে। ওদিকে কেবল মাঝেমধ্যে কিছু ঘাস দেখা যায়। সেলবি আর গ্রিফিথের র‍্যাঞ্চ ডিডির পশ্চিমে। সেলবির র‍্যাঞ্চ পশ্চিমে শুরু হয়ে উত্তর ঘেঁসে পুবের মরুভূমিতে গিয়ে মিশেছে।

পশ্চিমের দুটো র‍্যাঞ্চই গিডোর গরুগুলোকে পিছনে হটিয়ে দিয়ে সেখানে নিজেদের গরু চরাতে শুরু করেছে। সেই ফাঁকে ডিডির বাছুরগুলো ধরে নিয়ে নিজেদের মার্কা লাগিয়ে নিয়েছে।

'বেশির ভাগই এল জেড র‍্যাঞ্চে গেছে,' বলল গিডো। 'গ্রিফিথের লোকজন সবাই খুব নীচ প্রকৃতির। কোয়ানট্রিল ডাকাত দলের সাথে কিছুদিন ছিল ওরা। ডেভ গ্রিফিথ ভাল পিস্তলবাজ, কিন্তু তার ছোটভাই টিম পাকা ওস্তাদ।'

ভোরবেলা তিনটে মার্কা ছাড়া খচ্চর নিয়ে শহর থেকে সাপ্লাই আনতে রওনা হলো রক। চক্রাকারে ঘুরে ডাবল ডায়মন্ডের উল্টো দিক থেকে এসে ট্রেইলে উঠল।

রকের ধারণা ছিল হয়তো ডি ডির উপর নজর রাখা হচ্ছে। কিন্তু ওয়াশের পাড় ঘেঁসে অনেকখানি জায়গা ঘুরে দেখে বুঝল নজর রাখার দরকার মনে করছে না ওরা। ভাবছে গিডো এমনিতেই আটকা পড়ে রয়েছে–কারও কাছ থেকে ওর সাহায্য পাওয়ার আশা নেই। হয়তো কবে সে শহরে যাবে এই অপেক্ষাতেই আছে...গিডো ফিরে দেখবে সে ভিটে-ছাড়া হয়েছে।

পিছনের রাস্তা দিয়ে শহরে ঢুকে দোকানের পিছনের দরজার কাছেই খচ্চরগুলোকে বেঁধে রাখল সে। শহরটা শান্ত। রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল রক। সে যে শহরে এসেছে এটা কারও নজরে পড়ল না। সেলবি, অ্যাল হ্যালোওয়ে বা লুসি কাউকেই আশেপাশে দেখা যাচ্ছে না।

মালপত্র খচ্চরের পিঠে ওঠাতে গিয়ে ঘেমে উঠল রক। দিনটা বেশ গরম আর গুমোট। বুকের পাশে ব্যথাটা আছে। মুখটা এখনও কিছুটা ফুলে রয়েছে। চোখ দুটো খুলেছে: কালো দাগ বদলে নীল আর হলুদ হয়েছে। কাজ শেষ করে

খচ্চরগুলোকে শহরের প্রান্তে কটনউড গাছগুলোর ভিতর বেঁধে রাখল। দরকার হলে তাড়াতাড়ি সরে পড়া যাবে। এবার ম্যাগি স্মিথের রেস্টুরেন্টে ঢুকল সে। ভাল খাবার আর খবর, দুটোই একসাথে পাওয়া যাবে।

মন্টি আর অ্যাল দুজনেই ওখানে রয়েছে। রককে ঢুকতে দেখে ওরা মুখ তুলে চাইল। রকের চেহারা দেখে মন্টির চোখে একটা সহানুভূতির ভাব ফুটে উঠল।

অ্যালও খেয়াল করেছে, কিন্তু চেহারা দেখে ওর মনের ভাব কিছু বোঝা গেল না। 'ওই কাজটা এখনও রয়েছে,' বলল সে। 'তোমাকে পেলে আমরা খুব খুশি হব।'

'ধন্যবাদ।' রকের গলায় একটু বেপরোয়া ভাব প্রকাশ পেল। খচ্চরের পিঠে যা রেখে এসেছে তাতে তিনমাস ওদের অনায়াসে চলবে। 'আমি নিজেই র‍্যাঞ্চ করছি।'

ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলে ফেলল রক। হয়তো বোকামি হলো–যতদিন সম্ভব ব্যাপারটা গোপন রাখাই উচিত ছিল। কিন্তু কথাটা বলার ঠিক আগের মুহূর্তে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দের সাথে একটা হালকা পারফিউমের গন্ধ ওর নাকে যেতেই সব ওলটপালট হয়ে গেল। মনে মনে ওকে দেখার আশা নিয়েই সে ওখানে ঢুকেছিল। নিজেদের জন্য সুন্দর একটা ভবিষ্যৎ গড়ার কাজ যে এর মধ্যেই সে আরম্ভ করেছে, কথাটা লুসিকে না জানিয়ে থাকতে পারল না। প্রমাণ করতে চায় ওকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি সে দেয়নি।

'তোমার নিজস্ব র‍্যাঞ্চ?' অবাক হলো মন্টি। 'তুমি কি এখানেই সেটল্ করছ নাকি?'

অ্যাল কিছু বলল না। চোখ তুলে রকের দিকে চাইল সে। ওর চোখে পুরো ব্যাপারটা আঁচ করে নেওয়ার চিহ্ন দেখতে পেল রক। সেইসাথে যেন একটু শ্রদ্ধার ভাবও ফুটে উঠল।

'হ্যাঁ।' উঠে দাঁড়িয়ে লুসির দিকে ফিরল রক। ওর চোখে চোখ রেখে ইশারায় পাশের আসনটা দেখিয়ে বলল, 'মিস সেলবি–বসো?'

একটু ইতস্তত করে সামান্য একটু মাথা নেড়ে ঘুরে ওপাশে অ্যালের পাশে গিয়ে বসল। অ্যাল তার বাবার ফোরম্যান এবং ডানহাত।

'তুমি র‍্যাঞ্চ করছ? কিন্তু এদিকে র‍্যাঞ্চ করার মত কোন জায়গা খালি আছে বলে তো শুনিনি?' প্রশ্ন করল অ্যাল।

'জায়গাটা এখান থেকে পুবে...ডাবল ডায়মন্ড র‍্যাঞ্চ।'

'ডাবল ডায়মন্ডের কী হয়েছে?' কেভিন সেলবি মেয়ের পিছন পিছন রেস্টুরেন্টে এসে ঢুকেছে। টেবিল ঘুরে ওপাশে গিয়ে ঠাণ্ডা চোখে রকের দিকে চাইল সে।

ট্রে থেকে একটা কাপ তুলে নিয়ে তাতে কফি ঢালল রক।

'মিস্টার ব্যানন আমাদের বলছিল ডাবল ডায়মন্ডে র‍্যাঞ্চ করছে সে,' বাপের প্রশ্নের জবাব দিল লুসি।

'কী?' সেলবির গালে যেন কেউ চড় মেরেছে।

'গিডোর সাহায্যের দরকার ছিল–আর আমার দরকার একটা র‍্যাঞ্চ–তাই ওর

পার্টনার হিসাবে ডাবল ডায়মন্ডেই র‍্যাঞ্চ করছি আমি। আমাদের মধ্যে পাকা চুক্তি হয়ে গেছে।' একটু থেমে সে আবার বলল, 'তা ছাড়া আমি যাকে বিয়ে করব তার থেকে বেশি দূরে থাকার কোন মানে হয় না।'

'তার মানে?' বিভ্রান্ত বোধ করছে কেভিন।

'তুমি শোনোনি, বাবা!' লুসির চোখ দুটো একটু বিস্ফারিত হলো, দুষ্টু হাসি খেলছে ওর চোখে। 'মিস্টার ব্যানন বলে বেড়াচ্ছে সে নাকি আমাকে বিয়ে করবে।'

'ওকে জাহান্নামে পাঠাব আমি!' কঠিন চোখে রকের দিকে চাইল সে। 'ফের এমন কথা বললে তোমাকে আমার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে!'

'আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাই না আমি। নিজেদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বিরোধ থাকা ঠিক না।' কাপ তুলে কফিতে চুমুক দিল রক। 'আপনার মেয়ের নামের প্রতি আমার চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা কারও নেই। হাজার হোক সে ভবিষ্যতে আমার স্ত্রী হতে যাচ্ছে।'

সেলবির মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। অ্যাল নিঃশব্দে দাঁত বের করে হাসল। লুসিও ব্যাপারটা উপভোগ করছে।

সেলবি কিছু বলার আগেই বিপদ এড়াতে 'মন্টি তাড়াতাড়ি পরিস্থিতি সামলাবার চেষ্টা করল।

'কেভিন, একটা ব্যাপার হয়তো তোমার চোখ এড়িয়ে গেছে। রক যদি গিডোর পার্টনার হয়ে থাকে তবে ওকে এখানে থাকতে দেয়াই ভাল হবে। পরে না হয় তুমি র‍্যাঞ্চটা ওর থেকেই কিনে নিও?'

প্রস্তাবের সম্ভাবনার দিকটা ভেবে মনে মনে খুশি হলো কেভিন। ওর চোখ দেখেই সেটা স্পষ্ট টের পাওয়া গেল। এবার নতুন দৃষ্টিতে আগ্রহ নিয়ে সে রকের দিকে চাইল।

'তুমি ঠিকই বলেছ, মন্টি। হয়তো শেষ পর্যন্ত আমাদের মতের মিল হতে পারে।'

'হতে পারে···বিবাদ চাই না আমি, শান্তি চাই। তবে সত্যি কথা বলতে বাধা নেই, গিডোর সাথে আমার পার্টনারশিপের প্রধান শর্ত হচ্ছে, আমি কোনদিন ওটা বিক্রি করতে পারব না। আগামীকাল বাড়ি তৈরি করার জন্যে আমার একটা জায়গা দেখার কথা আছে।'

'আলাদা বাড়িও বানাচ্ছ তুমি?' মন্টি প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ। আর একটা কথা–বক্স এস-এর কিছু গরু আমাদের র‍্যাঞ্চে চরছে। অবশ্য ওগুলো সরিয়ে নিতে আপনাদের সাত দিনের বেশি লাগার কথা নয়। এল জেড র‍্যাঞ্চকেও আমি সাত দিন সময় দেব।'

সেলবির চেহারাটা দেখার মত হলো। কথা শুরু করতে গিয়ে ইতস্তত করে চুপ থাকল। কফি শেষ করে টেবিলের উপর পয়সা রেখে বেরিয়ে এল রক। নিজেকে সামলে নিয়ে এতক্ষণে কথা শুরু করল কেভিন।

সব কিছুরই একটা উপযুক্ত সময় থাকে। অবস্থা ভাল থাকতেই কেটে পড়ল রক।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে কোনা ঘুরেই থমকে দাঁড়াল সে। গ্রিফিথের সঙ্গী সেই কালো চুলওয়ালা লোকটা ওর ঘোড়ার সামনে দাঁড়িয়ে আছে–হাতে খোলা পিস্তল। চোখের ভাবে বিপদের আভাস।

'নিজেকে বাহাদুর মনে করো–শুনলাম গিডোর সাথেও নাকি যোগ দিয়েছ।'

'ঠিকই শুনেছ।'

'ভাল। তোমার কল্লার জন্যে ডেজের কাছে মোটা বকশিশ পাওয়া যাবে।'

তাক করে ধরা পিস্তলের উপর আঙুলের চাপ বাড়ছে। বাম দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল রক। ওর দেহটা শূন্যে থাকতেই অভ্যস্ত পিস্তলবাজের দক্ষতায় তড়িৎ গতিতে পিস্তলটা উঠে এল হাতের মুঠোয়। পরপর দুবার গর্জে উঠল ওটা। নিজের গুলি দুটোর মাঝে ওদিক থেকেও একটা গুলির আওয়াজ রকের কানে এল। কাঁধের উপর গরম একটা ছোঁয়া জ্বালা ধরিয়ে গেল।

ফিরে যাওয়ার ভঙ্গিতে ঘুরে লোকটা কাটা গাছের মত মাটিতে আছড়ে পড়ল। ওর আঙুলগুলো খামছে মাটি খুবলে নিতে চাইছে।

রেস্টুরেন্ট থেকে লোকজন ছুটে বেরিয়ে এল। 'আমি দেখেছি!' বক্তা বেঁটেখাটো একটা লোক। পাশের গলিতে খড় দিয়ে ঘোড়ার গা ডলে দিচ্ছিল সে। 'ব্ল্যাকি পিস্তল হাতে ওত পেতে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল।'

বিচারকের মত শান্ত ঠাণ্ডা চোখে চেয়ে আছে অ্যাল হলোওয়ে। 'খোলা পিস্তল? দারুণ ফাস্ট তো!'

সেলবি মনোযোগ দিয়ে রককে লক্ষ করছে। ওকে সে রক্ত গরম বাচাল যুবক বলেই ধরে নিয়েছিল। কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে লোকটা ফেলনা নয়। পরিস্থিতি এবার একটা নতুন মোড় নিয়েছে। ডাবল ডায়মন্ডে কেবল একটা বুড়োর বদলে এখন দুজন লোক হয়েছে। বাড়তি লোকটা আবার অত্যন্ত দ্রুত গুলি চালিয়ে লক্ষ্য ভেদ করতে পারে।

অনেক কষ্টে লোকের ভিড় থেকে রেহাই পেয়ে কোনা ঘুরে নিজের ঘোড়াটাকে বের করে আনল রক। ঘোড়ার পিঠে উঠে দেখল লুসি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তার দিকেই চেয়ে আছে। হ্যাট তুলে বিদায় জানিয়ে কটনউডে রাখা খচ্চরগুলোর দিকে এগোল সে।

গেটের সামনেই গিডো অপেক্ষা করছিল। রককে দেখে ওর চেহারায় একটা স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল।

'ঝামেলা?' প্রশ্ন করল সে।

কম কথায় ঘটনার বিবরণ দিল রক। মানুষ হত্যা করে আনন্দ পায় না সে।

'আর একজন মরল,' গম্ভীর মুখে বলল গিডো। 'সেই সাথে শত্রু একজন কমল।'

কিন্তু রক ভাবছে সিঁড়ির উপর দাঁড়ানো মেয়েটার কথা। এখন সে জানে রক মানুষ মেরেছে। ওর প্রতি তার মনোভাব কেমন হবে এখন?

চার

পরের দুটো দিন রকের একরকম জিনের উপরই কাটল। ডাবল ডায়মন্ড র‍্যাঞ্চের পুরো এলাকাটা ঘুরে ফিরে দেখল সে। যতটা আশা করেছিল তারচেয়ে অনেক বেশি সম্ভাবনা রয়েছে এখানে উন্নতি করার। বক্স এস আর এল জেড র‍্যাঞ্চের লোকের কেন এর উপর লোভ তা ওর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

কটনউড ওয়াশের চমৎকার সবুজ ঘাস ছাড়াও সেখানে রয়েছে প্রচুর পানি। মাইলের পর মাইল জুড়ে সুন্দর ঘাসের পরে শুরু হয়েছে মরুভূমি। কিন্তু মরু এলাকাতেও রয়েছে প্রচুর অ্যান্টিলোপ ঝোপ আর উল ফ্যাট।

বড় ঝরনাটা ছাড়াও কয়েকটা ওয়াটার হোল রয়েছে ওখানে। সবদিক থেকেই র‍্যাঞ্চটা চমৎকার। শুধু পশ্চিমের র‍্যাঞ্চ থেকে গরুগুলো ভাল ঘাস খাবার লোভে এদিকে চলে আসে।

নিজেদের গরু ফিরিয়ে নেওয়ার সময় বড় র‍্যাঞ্চের লোকেরা গিডোর বাছুরগুলোকেও তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। ডাবল ডায়মন্ডের গরুগুলোকে বিক্রি করার সময় এসেছে। ওগুলো আর মোটা হবে না-যতই দিন যাবে বয়স বাড়বে, আর শক্ত হবে ওদের মাংস। কিন্তু এই মুহূর্তে বিক্রি করতে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তাড়িয়ে নিতে বেশকিছু লোক দরকার।

'ওরা আমাদের কোণঠাসা করে ফেলেছে, রক,' হতাশ ভাবে বলল গিডো। 'তুমি আসার আগে আমি সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে যাবার জন্যে মনে মনে তৈরি হচ্ছিলাম।'

'অরগ্যান রক পাহাড়ের ওপাশে কার র‍্যাঞ্চ?'

চট করে মুখ তুলে চাইল গিডো। 'তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, ওদের থেকে সাবধান। ওটা বেভিস বাওয়ারের ডাবল বি র‍্যাঞ্চ। ওরা কারও সাতেও নেই পাঁচেও নেই-কিন্তু ওই পরিবারের ছয়টা ছেলেই ক্র্যাক শট। মিস নেই।'

নীরবে সিগারেট ফুঁকছে গিডো। রক কীভাবে এই নিরুপায় অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ভাবছে। এভাবে হাত-পা বাঁধা হয়ে পড়ে থাকার কোন মানে হয় না-এখনই গড়ার সময়।

মনে মনে একটা বিকল্প উপায় ঠিক করে নিয়ে ভোর বেলা দক্ষিণে রওনা হলো রক।

অরগ্যান রকের দিকটা বুনো আর জনশূন্য। মনে হয় যেন কোন দৈত্য এই এলাকায় এসে সবকিছু ভেঙেচুরে তছনছ করেছে। হাজার হাজার বছর রোদ বৃষ্টি আর বাতাসে ক্ষয়েছে পাথর। মাইলের পর মাইল পাথুরে এলাকায় কেবল মাঝে মাঝে দু'এক জায়গায় কিছুটা ঘাস জন্মেছে। এইসব মরূদ্যানের মত জায়গাগুলোতে দেখা যাচ্ছে কয়েকটা গরু অলস ভাবে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছে।

একটা সরু পথ উঠে গেছে মেসার মাথায়। ওই পথেই এগোল রক। বাকস্কিন ঘোড়াটা নিজেই দেখেশুনে উঠছে। ঘোড়ার পায়ের ছাপ কমই রয়েছে-বোঝা যাচ্ছে বেভিস বাওয়ার র‍্যাঞ্চের ছেলেরা এতদূর পর্যন্ত খুব কমই আসে।

মেসার মাথায় জুনিপারের ঝোপগুলো বাতাসে দুলছে। একটা গাছের তলায় রাশ টেনে ঘোড়া থামাল রক। সামনের দিকে চেয়ে দেখল কেউ কোথাও নেই। হঠাৎ তার মনে হলো যেন কেউ তার উপর নজর রেখেছে। অনেকক্ষণ কান পেতে থেকেও কোন অস্বাভাবিক শব্দ ওর কানে এল না।

বাকস্কিনটা নিজের ইচ্ছাতেই আবার চলতে শুরু করল। চলাচল বেশি এমন আর একটা ট্রেইলে পড়ল রক। বি বি র‍্যাঞ্চের দিকে গিয়েছে ওটা।

বাকস্কিনের খুরের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। দূরে একটা ঈগল পাখি ডেকে উঠল। হঠাৎ একটা খরগোশ ঘোড়ার পায়ের কাছ থেকে রাবার বলের মত লাফাতে লাফাতে অদৃশ্য হলো।

মেসাটা শেষ হলো। সামনে কটনউড ওয়াশের মতই সুন্দর সবুজ একটা উপত্যকা। উঁচু উঁচু খাড়া পাহাড় উপত্যকা ঘিরে রেখেছে। মেসার মাথা থেকে ট্রেইলটা ঘুরে ফিরে নীচে নেমেছে। সাবধানে নামতে শুরু করল সে।

দুবার দূরে হরিণ দেখতে পেল। গরুর পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে বটে কিন্তু আশেপাশে ওদের কমই দেখা যাচ্ছে।

বামে পুব দিকের দৃশ্যটা সত্যিই আকর্ষণীয় আর চ্যালেঞ্জিং। ক্যানিয়নের একটা গোলকধাঁধা। তার সাথে রয়েছে উঁচু উঁচু পাহাড়। ওদিককার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে ওদিকে পা বাড়ায়নি মানুষ। অজানাকে জানায় একটা অদ্ভুত আনন্দ পায় রক।

পিস্তল কক করার 'ক্লিক' শব্দে থেমে দাঁড়াল রক। ঘোড়াটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে-কান দুটো খাড়া। নিজের হাত দুটো জিনের মাথায় রেখেছে রক।

'এদিকে কোথায় যাচ্ছ, বন্ধু?' পাথরের আড়াল থেকে একটা স্বর শোনা গেল। কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

'বি বি র‍্যাঞ্চের মালিককে খুঁজছি আমি।'

'তার সাথে তোমার কী দরকার?'

'ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু আলাপ আছে। আমার উদ্দেশ্য খারাপ নয়।'

শুকনো হাসি শোনা গেল। 'দু'দুটো স্পেন্সার রাইফেলের মুখে সবাই বন্ধু হতে চায়!'

এবার মেয়েলী গলায় প্রশ্ন এল, 'কোন আউটফিটের লোক তুমি?'

'আমি রক ব্যানন। ডাবল ডায়মন্ড র‍্যাঞ্চে আমার অর্ধেক শেয়ার আছে।'

'ডাবল ডায়মন্ডের মালিক গিডো। ওকে আমরা চিনি। ওর কোন পার্টনার আছে বলে শুনিনি।'

'মালিকের সাথে আমার দেখা হবে-নাকি ফিরে যাব?'

'দেখা করায় কোন ক্ষতি নেই।' পাথরের আড়াল থেকে একটা আঠারো বছরের ছেলে বেরিয়ে এল। চিকন গড়ন, কিন্তু ছেলেটা বয়সের তুলনায় অনেক

বেশি অভিজ্ঞ বলে মনে হয়। রাইফেলটা এমন ভাবে ধরেছে মনে হয় ওটা ওর দেহেরই একটা অঙ্গ। ছেলেটা একটা ট্রেইল দেখিয়ে ইশারায় ওকে এগোতে বলল।

পিছন দিক থেকে হালকা পায়ে আর একজন আসছে। কিন্তু দেখার জন্য ঘুরল না রক। হাত দুটো ওদের নজরের মধ্যেই রেখেছে।

দুর্গের মত করে তৈরি একটা পাথরের বাড়ির সামনে মালিকের দেখা মিলল। লোকটাও তার ছেলেদের মতই লম্বা। বয়স হলেও বুড়ো মোটেও কুঁজো হয়নি।

ডাইনে এবং বাঁয়ে পাহাড়ের গা ঘেঁষে রয়েছে আস্তাবল আর অন্যান্য ঘর। উঠানটা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে। সবকিছুই পরিচ্ছন্ন। বোঝা যায় এই পরিবারের কেউ অলস নয়।

নির্বিকার ভাবে রককে কিছুক্ষণ দেখে মুখ থেকে পাইপটা নামাল সে।

'ঘরে এসে আরাম করে বসো।'

ঘরের ভিতরটা বাইরের মতই পরিষ্কার। টেবিল আর মেঝে ভেজা নেকড়া দিয়ে মোছা হয়েছে। ঘরের আসবাবপত্র বিবেচনা করে ঠিক জায়গা মত বসানো হয়েছে। সব কিছুই যত্নের সাথে করা হয়েছে।

শক্ত চেহারার স্বাস্থ্যবতী মায়ের মত চেহারার মহিলা কফি ঢেলে দিল। সুতির পোশাক পরা একটা মেয়ে ঘরে তৈরি মাখন আর এক পট মধু নিয়ে এল।

'আমাদের নিজস্ব মৌমাছি,' বলল বেভিস। ঘন ভুরুর আড়াল থেকে রকের দিকে চেয়ে আছে সে। ঠিক যেন পবিত্র বাইবেলের একটা চরিত্র।

কথা বলার সময়ে রককে খেয়াল করে দেখছে বেভিস। এক টুকরো রুটি খেলো সে—মাখন বা মধু নিল না। মেয়েটা এক গ্লাস টাটকা দুধ দিয়ে গেল।

'আমাদের বেশ কিছু মোটা-তাজা গরু আছে,' বলল রক। 'কিন্তু বিক্রি করতে নিয়ে যাওয়ার লোকজন নেই। আপনার সাথে আমি গরুর বদলে বাছুর নেয়ার একটা চুক্তি করতে চাই।' এক চুমুকে আধ গ্লাস দুধ খেয়ে গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখল রক। দুধটা ঠাণ্ডা—সন্দেহ নেই দোয়ানোর পরেই ঠাণ্ডা জায়গায় রাখা হয়েছিল। 'আপনি যখন খুশি বিক্রি করতে পারবেন—মাঝ থেকে আপনার প্রতিবেশির কিছুটা উপকার হবে।'

চট করে মুখ তুলে চাইল বেভিস। রক বুঝল কথায় কাজ হয়েছে। বিশেষ করে 'প্রতিবেশির উপকার', কথাটা বেভিসের পছন্দ হয়েছে।

'ঠিক আছে। আমার ছেলেরা গরু একত্র করতে তোমাকে সাহায্য করবে।' পাইপ ঠুকে পোড়া তামাক পরিষ্কার করল সে।

'দরকার নেই—ডাবল ডায়মন্ডের ঝগড়ার মধ্যে আপনাদের না জড়ানোই ভাল।'

শান্ত নীল চোখ দুটো যথাসম্ভব কঠিন করে রকের দিকে চাইল বেভিস। 'আমি গরু কিনছি, কেউ বাধা দিতে এলে বাপের নাম ভুলিয়ে দেব!'

'খেপে যাচ্ছ কেন!' হেসে বাধা দিল বাওয়ার গিন্নী। 'সব কিছুতেই তোমার বাড়াবাড়ি।'

মাথা নেড়ে এক টুকরো রুটিতে মাখন লাগাল বেভিস। 'কারও সাথে গায়ে

পড়ে লাগতে যাই না আমি—কিন্তু তাই বলে কেউ লাগতে এলে ছেড়ে কথা বলব না! জ্যান, যাও কনার্ডকে ডাকো। তোমরা এই লোকের সাথে যাবে, ওর নির্দেশ মতই চলবে। নিজে থেকে কোন গোলমাল বাধিও না—বুঝলে?'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল জ্যান। আবার স্ত্রীর দিকে ফিরল বেভিস।

'ঘরে মেহমান এসেছে, খাবার জোগাড় করো।' রকের দিকে খুঁটিয়ে দেখল সে। 'ডেক্স গ্রিফিথের সাথে তোমার ঠোকাঠুকি লাগেনি?'

রক জানাল আস্তাবলে কীভাবে আলাপ শুরু—তারপরে ব্ল্যাকির সাথে আবার দেখা। বেশি কথায় গেল না, কেবল বলল, 'ব্ল্যাকি পিস্তল হাতে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল।'

শুধু এটুকুই বলল রক—ছেলেরা নিজেদের মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল। বুড়ো লোকটা তার পাইপে তামাক ভরতে শুরু করেছে।

'ব্ল্যাকির দিন ঘনিয়ে এসেছিল, আমাদের হ্যারির সাথেও ওর ঝগড়া বেধেছিল—না মরলে আমাদের কারও হাতেই মারা পড়ত।'

বেশি ব্যাখ্যা ওদের দরকার পড়ে না। কেউ যদি কারও জন্য পিস্তল হাতে অপেক্ষা করে…সে বেঁচে থাকলে বুঝতে হবে অন্যজন আর বেঁচে নেই। সেই সাথে এটাও পরিষ্কার হয় দারুণ ক্ষিপ্র গতিতে কাজটা সারা হয়েছে।

খাবারটা চমৎকার ছিল। প্রচুর আলু, চাক-চাক গরুর মাংস, আর সেই সাথে বেশ কয়েক পদের সব্জি। ছেলেদের প্রত্যেকে লম্বা, পাতলা, মেদহীন গড়ন—দেখতেও একই রকম, কেবল বয়সের তফাৎ। সবাই বাপের শক্ত সমর্থ চেহারা পেয়েছে।

খাওয়া শেষ হলে উঠল ব্যানন। বুড়ো বেভিস ওর সাথে ঘোড়া পর্যন্ত এল। ঘোড়ার পিঠে একটা হাত রেখে মাথা ঝাঁকাল সে।

'ঘোড়া বা পিস্তল দেখেই মালিককে চেনা যায়,' বলল বুড়ো। 'ভাল পছন্দ আর যত্ন নেয়া দেখলে মানুষ চিনতে ভুল হয় না। তুমি যখন তোমার খুশি চলে এসো, বাছা—আমরা লোকজনের সাথে বিশেষ মিশি না—কিন্তু তোমার কথা আলাদা।'

রওনা হতে অন্ধকার হয়ে গেল। দেখেশুনে সাবধানে এগোচ্ছে ওরা। ডাবল ডায়মন্ডে ফেরার আগেও হামলা আসতে পারে। রক র‍্যাঞ্চে নেই—কথাটা জানাজানি হয়ে থাকলেই বিপদ। গিডোর জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছে—কিন্তু লোকটা রক আসার আগেও টিকে ছিল। নিজের ভাল সে নিজেই দেখতে জানে।

আকাশে তারা উঠেছে। কিছুক্ষণ পরে চাঁদও উঠল। দিনের প্রচণ্ড তাপ আর এখন নেই। মরু এলাকায় এমনই হয়—গাছপালা নেই বলে তাপ আটকে থাকতে পারে না। মেসার মাথায় বাতাসটা পাতলা। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার জন্য দ্রুত এগিয়ে চলেছে রক।

একবার বহুদূরে কীসের যেন একটা শব্দ শুনল বলে মনে হলো। কিন্তু কান খাড়া করেও আর কিছু শোনা গেল না।

গেটের সামনে এসে গেট খুলল রক। গিডোর চ্যালেঞ্জের প্রতীক্ষা করছে।

হঠাৎ জ্যান বাওয়ার ফিসফিস করে বলল, 'সাবধান

সবাই স্থির হয়ে জমে গেল। ওয়াশের রীমের উপর ঘোড়ার খুরের শব্দ হলো। মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে দুজন আরোহীকে দেখা যাচ্ছে। রাইফেল হাতে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে ওরা। কিন্তু লোকদুটো অন্ধকারে অল্পক্ষণ কান পেতে নিশ্চিন্ত হয়ে শহরের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

ভিতরে ঢুকে গেট বন্ধ করল ওরা। কেউ বাধা দিল না।

কনার্ড হঠাৎ ঘোড়া থামিয়ে দাঁড়াল। 'জ্যান!'

সবাই থামল। অপেক্ষা করছে। কান খাড়া।

'কী হয়েছে কনার্ড?'

'ধোঁয়া…ধোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছি।'

পাঁচ

অমঙ্গল আশঙ্কায় রকের বুক ধড়াস করে উঠল। ক্লান্ত বাকস্কিনটাকে স্পারের গুঁতো দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটাল। জ্যান আর কনার্ড ওর পিছু নিল।

এবার আগুনের শিখা দেখতে পেল রক। লাগাম টেনে তাড়াতাড়ি ঘোড়া থামাল।

বাড়িটা পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। একটা ছোট শিখা এখনও মাঝে মাঝে লাফিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে। গুদাম ঘরটাও গেছে। খোঁয়াড়ের বেড়া ভেঙে ফেলা হয়েছে।

'গিডো!' চেঁচিয়ে ডাকল রক। 'গিডো!'

দুর্বল স্বরে একটা সাড়া শুনতে পেল সে।

ঝরনার পাশে কতগুলো পাথরের আড়ালে পড়ে আছে গিডো। ও যে এতক্ষণ বেঁচে আছে সেটাই আশ্চর্যের বিষয়। বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে দেহ, কাপড় পোড়া, একটা পা খুব বেশি রকম পুড়েছে। এক নজরেই বোঝা যায় গিডো মারা যাচ্ছে…বাঁচার কোন আশা নেই, বিন্দুমাত্র না।

জ্যান পিছন থেকে আঁৎকে শ্বাস টানার শব্দ করল। তিক্ত স্বরে অদৃশ্য দুষ্কৃতকারীর উদ্দেশে একটা গাল দিল কনার্ড।

গিডোর কঠিন চোখ দুটো অসহায় ভাবে মিনতি জানাল। 'র‍্যাঞ্চটা ওদের নিতে দিও না…কোনদিন না!'

রকের পিছনে জ্যান আর কনার্ডের দিকে ওর চোখ গেল। 'তোমরা সাক্ষী। এখন ব্যানন মালিক…সবই ওকে দিয়ে গেলাম। কিন্তু বেচবে না! কোনদিন না!'

'এটা কে করেছে?' হাঁটু গেড়ে গিডোর পাশে বসে পড়ল রক। এই কয়দিনেই কখন যে লোকটাকে ভালবেসে ফেলেছিল টের পায়নি। মাত্র কটা দিন। কিন্তু এরই মধ্যে ওদের ভিতর সুন্দর একটা দুর্লভ সমঝোতা আর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এখন মারা যাচ্ছে লোকটা। গুলি করে দেহটা পুড়ে ছাই হবার জন্য ফেলে রেখে গিয়েছে ওরা। রকের রক্তে খুনের নেশা ধরছে। উত্তেজনায় ওর

হাত কাঁপছে, গলা বুজে আসছে। রাগে আর ক্ষোভে চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এসেছে।

'গ্রিফিফ!' মৃদু স্বরে ফ্যাস ফ্যাস করে কথা বলছে গিডো। 'টিম গ্রিফিথ…তোমার মত…পোশাক…তুমি মনে করে ওকে ঢুকতে দিলাম, তারপর…আশ্চর্য ব্যাপার…মনে হলো ট্র্যাভার্সকে দেখলাম।'

'রাসেল ট্র্যাভার্স?' কথাটা রকের বিশ্বাস হচ্ছে না।

গিডোর ঠোঁট নড়ল, কী যেন বলতে চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। রকের দিকে চেয়ে একটু হাসতে চেষ্টা করল…ওই অবস্থাতেই মারা গেল সে। আগুনের শিখা থেকে ওর মুখে একটু আলো পড়েছে–আলোটা কাঁপছে। পাহাড়ের দিক থেকে একটা ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে আসছে।

'আমি কী ভুল শুনলাম? ট্র্যাভার্স এখানে উপস্থিত ছিল বলল না?'

'কথাটার কোন অর্থ হয় না। কেভিন সেলবির সাথে ওর ঘনিষ্ঠতা।'

আলো খুব কম ছিল। অন্ধকারে নিশ্চয় গিডো ভুল দেখেছে। কিন্তু তবু ওই সময়ে ট্র্যাভার্স কোথায় ছিল সেটা চেক করে দেখা দরকার, ভাবল রক।

আগুনটা নিভে আসছে। রাত বাড়ার সাথে সাথে আকাশে মেঘও বাড়ছে। তারা আর চাঁদ ঢেকে গিয়ে ক্যানিয়নগুলো এখন আরও কালো দেখাচ্ছে। আগুন থেকে দু'একটা ফুলকি উঠছে–বাতাসে কাঠ পোড়া গন্ধ।

একটা র‍্যাঞ্চ পেয়েছে রক, কিন্তু একজন খাঁটি বন্ধু হারাল। এবার একাই তাকে লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে। সেই সাথে পিস্তল হাতে তৈরি থাকতে হবে।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল রক। এর প্রতিশোধ সে নেবে। জানা কথা আইনে টিম গ্রিফিথের কোন শাস্তি হবে না–কেউ এর প্রতিবাদও করবে না। আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে তাকেই এর প্রতিকার করতে হবে। টিম মরবে আর তার সাথে যারা ছিল তারাও প্রত্যেকে এর মূল্য দেবে।

জ্যান আর কনার্ডকে কথাটা জানাল রক। ওর ভিতরকার অনুভূতি বুঝেই ছেলে দুটো নীরবে মাথা ঝাঁকাল। বন্ধুত্বের মর্ম ওরা বোঝে।

'লোকটা ভাল ছিল,' বলল কনার্ড। 'বাবাও পছন্দ করত।'

দুদিন ধরে পাহাড়ের খাঁজ, আর ক্যানিয়নগুলো চষে গরু একত্র করল ওরা। দ্বিতীয় দিনের শেষে গরুর সংখ্যা দাঁড়াল মাত্র তিনশো। বড় র‍্যাঞ্চগুলো গরু চুরি করে ডাবল ডায়মন্ডের এই দশা করেছে।

কটনউড ওয়াশের তলায় জড়ো করা হলো সব। ভাল ঘাস আর পানি রয়েছে ওখানে। একবার ওখানে নিতে পারলে চিন্তা নেই–সহজে নড়বে না ওরা।

'সকালেই আমরা গরু নিয়ে রওনা হব,' বলল রক।

জ্যান রকের দিকে মুখ তুলে তাকাল। 'র‍্যাঞ্চ খালি রেখে যাবে?'

'দখল করলে আবার হটতে হবে, নইলে এখানেই মারা পড়বে।'

ক্যানিয়ন ধরে গরুগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সহজই হলো। মেসার পাশ দিয়ে পাহাড়টাকে ঘুরে যেতে হলো বলে পুরো দিন লেগে গেল। রকের বুকের পাশে ব্যথাটা প্রায় চলে গেছে। এখন কেবল গিডোকে হারাবার ব্যথা ওকে পেয়ে

করছে। গিডোর হত্যাকারীদের উপর প্রচণ্ড রাগটা ওর ভিতরে ধিকিধিকি জ্বলছে।

সব ঘটনা শুনে বাওয়ারের মুখটা রাগে কঠিন হলো।

খেতে বসে অনেক কথা হলো, কিন্তু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রক কী করবে তা একবারও উল্লেখ করল না। মুখে বাহাদুরি দেখানো পছন্দ করে না সে।

হ্যাটানস পয়েন্টে পৌঁছার পর এই গত কয়েক দিনেই সে অনেক বদলে গেছে টের পাচ্ছে রক। গর্বিত আর বেপরোয়া হওয়াই তরুণের ধর্ম। তরুণ ষাঁড় আর সবার সাথে গুঁতোগুঁতি করে নিজের শক্তি পুরীক্ষা করবেই। তরুণের কাছে শক্তি আর যৌবনের পরীক্ষাই সব থেকে বড়। কিন্তু সে যখন তার জীবন-সঙ্গিনীর দেখা পায় তখন ঘটনা অন্য দিকে মোড় নেয়। রক তার সাথীকে খুঁজে পেয়েছে, আর একটা বুড়ো মানুষকে মরতে দেখেছে···এসব ঘটনা মানুষের বয়স বাড়িয়ে তাকে পরিণত করে তোলে।

হ্যারি শহরে ছিল, সে খবর নিয়ে ফিরল যে রেইডের সময়ে ফিল, মর্ট আর সেই অ্যাপাচি লোকটা ছিল। ওদের সাথে আরও তিনজন ছিল, কিন্তু ওদের নাম জানা গেল না।

'রাসেল ট্র্যাভার্স সম্পর্কে কিছু শুনলে?'

'না, তবে ভ্যাল ছিল। সে রাসেলের লোক।'

হয়তো গিডো তাই বলতে চেয়েছিল। সেটারই সম্ভাবনা বেশি।

রকের বাছুরগুলো নিয়ে ফেরার পথ পরিষ্কার আছে কিনা ঘুরে দেখতে গিয়েছিল ন্যাট। 'তোমার এলাকায় লোক দেখে এলাম···দুজন বা তিনজন হবে,' বলল সে।

রকের ভিতরকার চাপা রাগটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। 'তোমরা বাছুর তাড়িয়ে নিয়ে এগোও, আমি আগে আগে যাচ্ছি।'

ন্যাটের উঁচু কণ্ঠটা নেচে উঠল। 'হ্যারি আর আমি অনেকদিন কোন আমোদ ফুর্তি করিনি–আমরা তোমার সাথে মজা দেখতে যাব।'

রকের মাথায় হঠাৎ একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলল। 'ওদের ক্যাম্পটা কোথায়?'

'পাহাড়ের গোড়াতেই, বাড়িটা যেখানে ছিল, তার নীচে। ওদের সাথে একটা তাঁবুও রয়েছে।'

'আমরা বাছুরের দলটাকে ওদের তাঁবুর ওপর দিয়েই তাড়িয়ে নিয়ে যাব।'

চকচক করে উঠল ন্যাটের চোখ। 'র‍্যাঞ্চের সবাই মজা মিস করছে বলে দুঃখ করবে।'

গরুগুলোর বয়স কম–উদ্যমে ভরা। ছুট দেওয়ার জন্য সব সময়েই তৈরি। ক্যাম্পের দুশো গজ আগেই ক্যানিয়ন ছেড়ে উঠে পড়ল ওরা। এবার দলটার ভিতর সাড়া জাগিয়ে দেওয়া হলো।

বিকট চিৎকার দিয়ে আকাশের দিকে পিস্তল তুলে দুটো ফাঁকা আওয়াজ করল রক। অনেক দিনের লম্বা ড্রাইভের পর পানি দেখতে পেয়ে যেভাবে ছোটে তেমনি ছুটল ওরা। লম্বা ঘাসের মাথায় পেট ছুঁইয়ে হরিণের মত চলেছে।

দেখা গেল সামনের লোকগুলো লাফিয়ে উঠে পড়েছে। একজন চিৎকার করে উঠল, আর একজন থাবলা দিয়ে রাইফেল তুলে নিল। এরই মধ্যে গরুর দলটা

ওদের উপর গিয়ে পড়ল।

ঘোড়া লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল একজন। জিন ধরতে না পেরে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ল। পরক্ষণেই উঠে প্রাণের দায়ে মরিয়া হয়ে ছুটল। অল্পের জন্য বেঁচে গেল লোকটা। পাথরের উপর কোনমতে চড়ে বসার সাথে সাথে গরুর দল পাথরটার চারপাশে ভেঙে পড়ল।

তাঁবুটা মাটির সাথে মিশে গেছে। ক্যাম্পের খাবার আর অন্যান্য জিনিস লণ্ডভণ্ড হয়ে ছিটিয়ে পড়ল।

মাত্র একজনই সময় মত ঘোড়ায় চড়তে পেরেছিল। এতক্ষণে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সে ফিরে এল। লোকটার মাথায় লাল চুল। কঠিন বলিষ্ঠ চেহারা। ভীষণ খেপেছে লোকটা।

'এসবের মানে কী? কী হচ্ছে এখানে?'

বক্স এস ব্র্যান্ডের ঘোড়া চালাচ্ছে লোকটা। এল জেড র‍্যাঞ্চের লোক পৌঁছানোর আগেই কেভিন সেলবির লোক পৌঁছে গেছে।

নিজের ঘোড়াটাকে হাঁটু দিয়ে সরিয়ে লোকটার পাশে নিয়ে দাঁড় করাল রক। 'আমি রক ব্যানন,' বলল সে, 'ডাবল ডায়মন্ডের মালিক। প্রমাণ করার মত সাক্ষীও আছে। তোমরা গায়ের জোরে ঢুকেছ, এবার পাততাড়ি গুটিয়ে সরে পড়ো।'

'তোমার কথা মত?' রাগে ওর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। 'আমার বসের হুকুমে চলি আমি। তুমি–'

কথা বলে আর সময় নষ্ট করল না রক। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মারল লোকটার মুখে। ঠোঁট থেঁতলে সে উল্টে নীচে পড়ল। ঘোড়াটা ঘুরিয়ে নিয়ে লাফিয়ে নীচে নামল রক। ততক্ষণে লোকটা সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। চোয়ালের উপর একটা বিরাশি সিক্কা ঘুসি খেয়ে মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠে জোরে আছড়ে পড়ল। এবার উঠতে শুরু করেই হঠাৎ রকের পা লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল। রক লাফিয়ে একপাশে সরে গেল–হাত পা ছড়িয়ে লোকটা আবার পড়ল। চুল ধরে ওকে টেনে তুলে ওর কণ্ঠনালীর উপর একটা ঘুসি মারল রক। তারপর ওকে ছেড়ে দিয়ে দুহাতে মুখের উপর দুটো ঘুসি চালাল। আবার পড়ল সে, কিন্তু এবার ওর মধ্যে ওঠার আর কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

ন্যাট আর হ্যারি বাকি দুজনকে ধরে এনে রকের সামনে হাজির করল।

একজন হ্যাংলা কঠিন চেহারার যুবক। দেখেই বোঝা যায় লোকটা সাক্ষাৎ শয়তানের চ্যালা। ওরকম লোক আগে আরও দেখেছে রক। অন্যজন একটু স্বাস্থ্যবান–চোয়ালে একটা ক্ষত চিহ্ন।

'আমার সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছ তুমি,' বলল সে। 'এ কেমন ধারা ব্যবহার?'

'তুমি কি আশা করেছিলে, জামাই আদর করব? কেভিনকে গিয়ে বলো সে যেন বড়দের কাজে ছেলেপেলেদের আর না পাঠায়। এরপর এই এলাকায় কাউকে দেখলেই আমি গুলি করব।'

রাগে কম-বয়সী লোকটার দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। 'সে যদি আমাকে পাঠায়

তখন কী করবে?' কোমরের উপর হাত রাখল সে। 'ছুটাছুটিতে আমার পিস্তলটা কোথায় পড়ে গেছে–নইলে তোমার ফটফটানি থামিয়ে দিতাম।'

'হ্যারি! তোমার পিস্তলটা দাও!'

নীরবে পিস্তলটা বের করে রকের হাতে তুলে দিল হ্যারি বাওয়ার।

এবার লোকটার চোখে একটু দুশ্চিন্তার ছায়া দেখা দিল। সতর্ক চোখে রকের দিকে চেয়ে আছে। সে আন্দাজ করছে এর ভিতর একটা চালাকি রয়েছে, কিন্তু সেটা যে কী বুঝে উঠতে পারছে না।

পিস্তল হাতে লোকটার দিকে এগিয়ে গেল রক। 'নাও, তোমাকে একটা সুযোগ দেয়া হলো,' ব্যারেল ধরা পিস্তলটা বাড়িয়ে দিল সে। ' "বর্ডার রোল" করো বা যেখানে আছে ওখান থেকেই গুলি করতে পারো–কিন্তু তোমাকে শেষ করব আমি।'

ঘটনা যেভাবে মোড় নিচ্ছে, লোকটার পছন্দ হচ্ছে না। রকের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে পিস্তলের দিকে চোখ ফেরাল। জিভ বের করে একবার ঠোঁট চাটল। রকের পিস্তল খাপের ভিতরে রয়েছে–হাত বাড়িয়ে পিস্তলটা নিতে খুব ইচ্ছে করছে ওর।

নিষ্ঠুর খুনী হতে যেসব খারাপ গুণ থাকা দরকার, সবই ওর আছে। কিন্তু খুন করা বা নিজে মারা যাওয়ার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হঠাৎ সাহস হারিয়ে ইতস্তত করছে সে। নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হলে কী করে মানুষ এত বড় একটা ঝুঁকি নেয়? এই চিন্তাটাই ওকে বেশি বিব্রত করছে।

'নিশ্চয় এর মধ্যে কোন ফাঁকি রয়েছে,' বলল সে। 'তোমাকে এত বোকা মনে হয় না।'

'বোকা?' রকের রক্ত গরম হয়ে উঠল। 'তোমার মত ছোকরা আমি অনেক দেখছি। যে কোনদিন পরীক্ষা করে দেখতে পারো–দুটো পিস্তল ধরিয়ে দিয়েও গুলি করে তোমার কান আমি উড়িয়ে দিতে পারি! সাহস থাকলে এখনই চেষ্টা করো। মরতে চাইলে তোমার পিস্তল আমার পেটে ঠেসে ধরো–তুমিও রেহাই পাবে না। এসো, এখনই হয়ে যাক!'

নিছক পাগলামি। সন্দেহ নেই। কিন্তু কেয়ার করে না রক। লোকটার মুখ আরও সাদা হয়ে গেছে, চোখ দুটো কুৎসিত আর কদাকার হয়ে উঠেছে। পিস্তলটা হাতে পাওয়ার আশায় আর উত্তেজনায় কাঁপছে সে। কিন্তু 'এভাবে মুখোমুখি? দুজনের পেটেই পিস্তল ঠুসে ধরে? দুজনেই মারা পড়বে। কারও মিস করার চান্স নেই। কেউ বাঁচবে না। মাথা নাড়ল সে। ঠোঁট শুকনো–চোখ দুটো একটু বিস্ফারিত।

'না...না...'

পিস্তলের বাঁট দিয়ে ওর মাথায় আঘাত করল রক। জ্ঞান হারিয়ে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল ওর দেহ।

ওর সঙ্গী লাল চুলওয়ালা লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে। দুজনেই রকের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করছে।

'ওকে তুলে নিয়ে আমার এলাকা ছেড়ে চলে যাও।'

'কিন্তু আমাদের ওপর কড়া হুকুম আছে।'

'হুকুম তামিল করতে না পারলে চাকরি ছেড়ে দাও।'

স্বাস্থ্যবান লোকটা রকের দিকে চেয়ে আছে। 'ও যে কী চিজ তুমি জানো?' অজ্ঞান লোকটার দিকে দেখাল সে। 'ওর নাম লাকি থমসন। সাংঘাতিক লোক। আর বেশিদিন নেই, তোমাকে শেষ করবে ও!'

নামটা পরিচিত। দুজন মানুষ মেরেছে লাকি। এখনও পুরো পাকেনি বটে, কিন্তু পাজি লোক বলে এরই মধ্যে নাম কিনেছে।

লোকটাকে তুলে নিয়ে জিনের উপর উপুড় করে ফেলে ঘোড়াগুলোকে হাঁটিয়ে রওনা হলো ওরা। ওয়াশ পার হয়ে বাড়ির পথ ধরল।

বাছুরগুলোকে নিয়ে চিন্তা নেই। ওরা এমন সুন্দর ঘাস ছেড়ে কোথাও নড়বে না।

একটা সিগারেট ঠোঁটে লাগিয়ে ম্যাচ ধরাল ন্যাট। 'কেউ আর বাকি থাকল না–প্রায় সবার সাথেই তোমার ঠোকাঠুকি লেগে গেল।'

ওর চলে যাবার পরে বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করল রক। আসলেই এখনকার পরিস্থিতি খুব খারাপ। সেলবি আবার লোক পাঠাবে–গ্রিফিথরাও আসবে–এখন সবকিছুর মোকাবিলা তাকে একাই করতে হবে।

ছয়

ডাবল ডায়মন্ড একা রক্ষা করা রকের পক্ষে সম্ভব নয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে অন্তত আপাতত তাকে পালিয়ে যাবার মত একটা জায়গা ঠিক করতে হবে। র‍্যাঞ্চেই থাকবে সে–কিন্তু মুহূর্তের নোটিশে আশ্রয় নিতে পারে এমন জায়গা তার থাকা দরকার।

গিডোর মৃত্যুর আগে শেষবার ওরা কোথায় বাধা দেবে ঠিক করে রেখেছিল রক। ডাবল ডায়মন্ড ক্যানিয়নের একটা পুরোনো কেবিন আছে। গিডো আর সে কিছু খাবারও ওখানে রেখে এসেছিল। আরও কিছু টিনের খাবার নিয়ে ওখানে লুকিয়ে রেখে আসার জন্য রওনা হলো রক।

ওখানে যাওয়ার পথে এই 'চিপির' থেকে উদ্ধার পাওয়ার পথ নিয়ে অনেক ভাবল রক। বর্তমানে ওর একমাত্র বন্ধু হচ্ছে বাওয়ার পরিবার। কিন্তু এটা ওদের ফাইট নয়–ওরা নাক গলাবে না। আর সেটা সে চায়ও না।

পুবের ভাঙাচোরা ক্যানিয়ন আর মরুভূমির ভিতর পানি ছাড়া ওটা একটা নরক। ফোস্কা পড়া তাপে ওয়াটার হোলগুলো না চিনলে যে কোন মানুষের গলা শুকিয়ে মৃত্যু অনিবার্য।

পশ্চিমে এল জেড আর বক্স এস র‍্যাঞ্চ। কিছুদিন আগে হলেও গিডোকে মারার দায়ে ওদের খুঁজে বের করে হত্যা করত রক। কিন্তু এখন ওর চিন্তাধারা কিছুটা বদলেছে। ওদের পরাজিত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে গিডোর শেষ ইচ্ছা

অনুযায়ী র‍্যাঞ্চের দখল বজায় রাখা। ওরা খুন করে যা পেতে চেয়েছিল রককে বেঁচে থেকে সেটা ঠেকাতে হবে। একা এটা করতে হলে তাকে অত্যন্ত বিবেচনা করে পথ চলতে হবে।

ডাবল ডায়মন্ডের মাঠে এখন অনেক বাছুর চরছে। ওরা বড় হয়ে মোটা তাজা হবে। কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। এবার একটা নতুন বাড়ি আর নতুন খোঁয়াড় তৈরি করা দরকার। তাকে এমনভাবে শিকড় গাড়তে হবে যেন কেউ সহজে তাকে উপড়ে ফেলতে না পারে। কিন্তু এই বাঁধনে জড়িয়ে পড়াটা তার জন্য নতুন।

কেভিন সেলবি তার কাজের জন্য আইনসম্মত আড়াল খুঁজে নিতে চেষ্টা করবে–কিন্তু গ্রিফিথের জন্য সেসব কোন বালাই নেই। অথচ ওদের দুজনই রকের জন্য সমান বিপজ্জনক।

যদিও রকের বন্ধু বলতে একমাত্র বাওয়ার পরিবারই আছে, তবু শহরের মানুষ তার স্বপক্ষে না হলেও সবাই বিপক্ষে নয়। মন্টি বারলো নিরপেক্ষ। ওকে দলে টানা যেতে পারে। ম্যাগি স্মিথও ভাল মানুষ।

র‍্যাঞ্চের কোন বিবাদে শেরিফ পিয়ারসন নাক গলাবে না। গিডোর কাছ থেকে জেনেছে–লোকটা কেবল আউট ল, খুনী আর গরু চোর ধরবে। র‍্যাঞ্চ নিয়ে বিরোধ মালিকদের নিজেদেরই মেটাতে হবে। সেটা আপোষেই হোক বা বন্দুকের জোরে হোক, শেরিফ দেখতে যাবে না।

পরের দিনটা আগুনে পোড়া ভিত সাফ করে আর খোঁয়াড়টা ঠিক করেই কেটে গেল। কিন্তু কাজের মধ্যেও চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল রক। খোঁয়াড় খোলা পেয়ে ঘোড়াগুলো বেরিয়ে গিয়েছিল–পাহাড়ের আনাচে কানাচে খুঁজে সেগুলোকে ফিরিয়ে এনে আবার খোঁয়াড়ে ভরল।

আক্রমণ ঠেকানোর জন্য কয়েকটা রাইফেল 'পিট' খুঁড়ল। ওখানে লুকিয়ে নিজেকে আড়ালে রেখে রাইফেল চালানো যাবে। একবার ঘোড়ায় চড়ে একটু ঘুরে দেখেও এল সে–কিন্তু কোন আরোহী ওর চোখে পড়ল না। সব চুপচাপ। হাঁটু সমান ঘাসের উপর আনন্দের সাথে বাছুরগুলো চরে বেড়াচ্ছে।

রাতে ঝরনার পাশে একটা আশ্রয় বেছে নিয়ে বিছানা পেতে ঘুমাল রক। সকালে উঠেই আবার ঘোড়ার পিঠে জিন চাপাল।

পরিষ্কার আকাশ। সুন্দর ঠাণ্ডা একটা সকাল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই রোদে পাহাড় গরম হতে শুরু করবে। আগুনটা নিভিয়ে বাকস্কিনের পিঠে চড়ল সে। ঘোড়াটা উদগ্রীব হয়ে লাগামে টান দিচ্ছে–ছুটতে চাইছে।

বাঁক ঘুরেই দেখল দশ-বারোজন লোক ধীর গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে রকের দিকেই এগোচ্ছে। ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে তীব্র বেগে ওয়াশ ধরে ছুটল সে। শাঁই করে কানের পাশ দিয়ে একটা বুলেট বেরিয়ে গেল। মোড় নিয়ে ক্যানিয়নে ঢুকে তাড়াতাড়ি মালভূমির মত একটা জায়গায় উঠতে শুরু করল রক।

পিছনের লোকগুলো ক্যানিয়নের মুখ ছাড়িয়ে ছুটে আরও খানিকটা এগিয়ে গেল। হঠাৎ ওদের একজন রককে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠল। আবার ফিরে ক্যানিয়নের ভিতর ঢোকার আগেই মেসার মাথায় পৌঁছে গেল রক।

গ্রিফিথের লোক ওরা–রক্ত চায়।

ঘোড়া থেকে নেমে ছুটের উপরই ঝাঁপিয়ে একটা পাথরের আড়ালে গিয়ে পড়ল রক। রাইফেল উঁচিয়ে তাক করে লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে ট্রিগার টিপে দিল।

একটা ঘোড়া হোঁচট খেল–লোকটা ঘোড়ার মাথার উপর দিয়ে ছিটকে মাটিতে পড়ল। লোকটা মাটি ছেড়ে ওঠার আগেই রকের দ্বিতীয় গুলি ওর গায়ে গিয়ে বিঁধল। দ্রুত একটার পর একটা গুলি করে চলেছে রক। নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছার জন্য ছুটোছুটি পড়ে গেল। ঘোড়া আর মানুষ যে যেদিকে পারে ছুটছে।

গুলি খাওয়া লোকটা বুকে হেঁটে সরে যাবার চেষ্টা করছে। একটা পা ভেঙে গেছে। এই লড়াই-এ আর সে অংশ নিতে পারবে না। ওকে যেতে দিল রক।

কয়েকটা ঘোড়া ছুটে পালিয়ে গেছে। দুটো ঘোড়া বাঁধা রয়েছে বলে দাঁড়িয়ে আছে। একটার পিঠে বড় একটা পানির পাত্র রয়েছে। গুলি করে রক ওটা ফুটো করে দিল। পাথরের আড়ালে একটা বুট দেখা যাচ্ছে। ট্রিগার টিপল রক। বুট থেকে কিছুটা চামড়া উড়ে গেল। পা-টা অদৃশ্য হয়েছে।

রকের আশেপাশে পাথরে বুলেট লেগে ছিটকে অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। ও যেখানে রয়েছে সেখানে ওর ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নেই। যতক্ষণ সে ওখানে আছে ততক্ষণ ওরা এগোতেও পারবে না। পিছাতেও পারবে না।

সূর্য বেশ খানিকটা উপরে উঠেছে। দিনটা বেশ গরম হবে বোঝা যাচ্ছে। মাথার উপর পাহাড় থেকে একটা পাথর বেরিয়ে আছে বলে কিছুটা ছায়া পাচ্ছে রক। ওর ঘোড়ার পিঠে পানিও রয়েছে। কিন্তু নীচের লোকগুলোর কোনটাই নেই। বালুর ভিতর একটা গর্ত খুঁড়ে নিয়ে আরাম করে বসল সে।

কয়েকটা গুলি হলো, কিন্তু কেউ নিজের অবস্থান জানাতে রাজি নয়, তাই গুলিগুলো লক্ষ্যের থেকে অনেক দূরে লাগছে।

পাঁচ...দশ মিনিট কেটে গেল। এতক্ষণে রক দেখতে পেল একজন বুকে হেঁটে ক্যানিয়নের মুখের দিকে যাবার চেষ্টা করছে।

চুপচাপ বসে রইল রক। লোকটা তার আশ্রয় ছেড়ে বিশ গজ যাবার পর রাইফেল তুলে ওর সামনে বালির ভিতর গুলি করল। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে একটা পাথরের আড়ালে মাথা লুকাল সে। আর একটা গুলিতে পাথর ছিটে ওর মুখে লাগল। ছুটে ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটা তার আগের আশ্রয়ে ফিরল।

'দিনটা খুব গরম হবে মনে হচ্ছে,' চিৎকার করে বলল রক।

পাথুরে ক্যানিয়নে ওর গলাটা অনেক দূর পর্যন্ত শোনা গেল। কে যেন তিক্ত স্বরে গাল দিয়ে উঠল। হেলান দিয়ে বসে একটা সিগারেট বানাল রক। নীচে আর কেউ নড়ছে না।

ক্যানিয়নের মুখটা ধীরে ধীরে চুল্লির মত গরম হয়ে উঠছে। রোদে তাপের ঢেউগুলো নাচছে। পাথরগুলো তেতে উঠেছে। ছুঁলে ফোস্কা পড়বে। এক এক করে ঘণ্টা পেরিয়ে যাচ্ছে। মাঝেমাঝে কেউ অস্থির হয়ে পালাবার মতলবে নড়াচড়া করলেও পরক্ষণেই গুলির মুখে পড়ে মত পাল্টাচ্ছে।

'আমাদের এখানে কতক্ষণ আটকে রাখতে পারবে?' চিৎকার করল একজন।

'প্রচুর পানি আর দুশো রাউন্ড গুলি আছে আমার কাছে!'

ওদের কেউ আবার গাল দিয়ে উঠল। চিৎকার করে শাসাল আর একজন।

আবার নীরবতা নেমে এল ক্যানিয়নে। পানি নেই জেনেই ওদের পিপাসা আরও বেড়ে যাবার কথা। তামা-রঙের তাপ-সমুদ্রে সাঁতার কাটছে সূর্য। দিগন্তটা অস্পষ্ট হতে হতে হারিয়ে গেছে তাপের ঢেউগুলোর আড়ালে। ঘেমে উঠেছে রকের মুখ। বগল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম নীচে নামছে। উঁচুতে একটু হাওয়া বইছে বটে, ছায়াও রয়েছে, কিন্তু ক্যানিয়নের দেয়াল থেকে ভাপ বেরোচ্ছে।

আর একটা গুলি ছুঁড়ে পিছিয়ে ওদের চোখের আড়ালে গিয়ে উঠে দাঁড়াল রক। ছায়ায় দাঁড়িয়ে ওর ঘোড়াটা ঘাস খাচ্ছে। রাইফেলটা বাম হাতে নিয়ে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে ডান হাতে মুখের ঘাম মুছল। তারপর নামতে গিয়ে বেল্টের কাছে এসে হাতটা স্থির হয়ে জমে গেল।

ঘোড়ার ওপাশে একজন ওত পেতে বসে আছে। আগে কোনদিন দেখেনি তবু চিনতে দেরি হলো না। লোকটা টিম গ্রিফিথ।

'নীচের লোকগুলোর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছ তুমি।'

'ওরাই লাগতে এসেছিল।'

রকের কথার মাঝেই একটু হেসে ঝট করে পিস্তল বের করার জন্য হাত নামাল টিম। হাসি আর ফালতু কথাবার্তায় ওকে অন্যমনস্ক করে সুবিধা নিতে চেয়েছিল লোকটা। বাম হাতে ট্রিগার গার্ডের কয়েক ইঞ্চি উপরে রাইফেলটা ধরে ছিল রক।

হেঁচকা টানে রাইফেলের মাথা উপরে ওঠাতেই বাঁটটা কোমরে বাড়ি খেলো—হাতটা পিছনে চলে এল ট্রিগার গার্ডের উপর।

অত্যন্ত দ্রুত পিস্তল বের করেছে টিম। ওর পিস্তলের মুখে ধোঁয়া দেখা গেল। গুলিটা রকের গায়ে লাগার অল্প আগেই ট্রিগার টিপে দিয়েছে সে। গুলির ধাক্কায় টলে উঠে একপা পিছিয়ে গেল রক। বুটের চাপে একটা পাথর গড়িয়ে চলতে শুরু করায় দ্বিতীয় গুলিটা ওর পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আবার গুলি করল রক। নিজের অজান্তেই কখন লিভার টেনেছে সে। গুলিটা জায়গা মত লাগল।

পিছনে পাথরটার উপর পড়ল টিম। হাসিটা এখনও ওর ঠোঁটে লেগে আছে। কিন্তু মনে হচ্ছে হাসিটা যেন জমে মুখের সাথে সেঁটে গেছে। আবার পিস্তল তুলছে লোকটা। কিন্তু তার আগেই পরপর তিনটে গুলি করল রক।

টলতে টলতে এগিয়ে টিমের মৃতদেহটার দিকে চাইল সে। .৪৪ বুলেট বড় বড় গর্ত সৃষ্টি করেছে।

হামাগুড়ি দিয়ে আবার আগের জায়গায় ফিরে দেখল নীচের লোকগুলো উপরে গোলাগুলির শব্দে সচেতন হয়ে এই সুযোগে পালাতে শুরু করেছে। রকের মাথা ঘুরছে—চোখেও ঝাপসা দেখছে। এই সময়ে আবার যদি ওরা আক্রমণ করে তা হলেই ওর কাজ শেষ।

নীচের জমিটা যেন চোখের সামনে আরও ঢালু হয়ে যাচ্ছে। রাইফেল তুলে গুলি করল রক—তারপর আর একটা। একজন লোক পড়ে গেল, বাকি সবাই তাড়াহুড়া করে লুকিয়ে পড়ল।

নিজের ভার আর রাখতে না পেরে ধপ করে বসে পড়ল রক। শ্বাস ছোট হয়ে

এসেছে। শার্ট ছিঁড়ে ক্ষতের ফুটোটা বন্ধ করল সে। এবার পালাতে হবে। ক্লিফের উপর গোপন আশ্রয়ে পৌঁছবার পথ পরিষ্কার থাকলেও এখন তার পক্ষে ওখানে বেয়ে ওঠা অসম্ভব।

রাইফেলটাকে মাটির উপর দিয়ে হেঁচড়ে নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঘোড়ার কাছে ফিরে এল রক। দুর্বল শরীরে জ্ঞান হারাবার অবস্থা হয়েছিল দুবার। অনেক কষ্টে ঘোড়ার পিঠে উঠল। গোপন জায়গায় বেকায়দা মত চাপ লেগে ব্যথায় কুঁকড়ে গেল। কোনমতে জিনের মাথা ধরে ঠিক হয়ে বসল। রাইফেলটা খাপে ভরে রেখে দড়ি বের করে নিজেকে জিনের সাথে বাঁধল।

বাকস্কিনটা এরই মধ্যে হাঁটতে শুরু করেছে। হয়তো ওখান থেকে সরে পড়ার দরকারটা আঁচ করতে পেরেছে। ক্যানিয়নের ভিতর দিয়ে বিজন মরু এলাকার দিকে মুখ ঘুরিয়ে ঘোড়াকে বলল, 'যাও...যেতে থাকো।'

এরপরে একসময়ে জ্ঞান হারাল সে। লম্বা পথ চলায় দুবার জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখেছে ঘোড়াটা ধীর পায়ে এগিয়েই চলেছে। দুবারই বিড়বিড় করে ওকে আরও এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছে...রাতের অন্ধকারে এগিয়ে চলল বাকস্কিন।

ওরা পিছু নেবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এত ব্যথার মাঝেও তা টের পাচ্ছে রক। ওকে যতটা সম্ভব দূরে সরে যেতে হবে।

সকাল হয়ে আসছে। রক মাথা তুলে চাইল। এইটুকুতেই মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল। তবু চেয়ে দেখল—আশেপাশে পরিচিত কিছু চোখে পড়ল না।

ক্যানিয়নের একটা ছোট ঝরনার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ওর ঘোড়া। প্রচুর ঘাস আর কিছু গাছ রয়েছে ওখানে। অল্পদূরে পাথরের তৈরি একটা ঘরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছে। ঝরনার ধারে বালুর উপর পাহাড়ী সিংহের পায়ের ছাপ। হরিণের ছাপও রয়েছে—কিন্তু মানুষ বা গরুর পায়ের কোন চিহ্ন ওখানে নেই। ক্যানিয়নটা এখানে পঞ্চাশ গজ চওড়া। দুপাশের দেয়াল মাথা উঁচিয়ে উঠে গেছে আকাশের দিকে।

ফুলে ওঠা আঙুল দিয়ে আনাড়ির মত হাতড়ে হাতের বাঁধন খুলে ঘোড়ার পিঠ থেকে পিছলে নেমে পড়ে গেল রক। ঘোড়াটা নাক দিয়ে শব্দ করে বাতাস ছেড়ে একটু পিছিয়ে গেল। তারপর এগিয়ে এসে কৌতূহলী ভাবে রককে শুঁকে দেখে শুকনো রক্ত আর গুমোট গন্ধে আবার পিছিয়ে গেল। প্রচণ্ড ব্যথা আর দুর্বলতা নিয়ে পড়ে আছে রক। সচেতন থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে, তবু সে ফিসফিস করে বলল, 'ভয় নেই, বাক, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

স্থির হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে পড়ে আছে রক। রঙ পরিবর্তন দেখছে। চুপচাপ পড়ে থাকতে চায় সে...মরবে।

মরবে? না...

লুসিকে কথা দিয়েছে, মরণাপন্ন এক বুড়োকেও কথা দিয়েছে। কিন্তু বাঁচতে হলে ওকে নড়তে হবে...শিগগিরই ওরা এসে হাজির হবে। ডেভ গ্রিফিথ কিছুতেই তার ভাইয়ের হন্তাকে ছাড়বে না। তা ছাড়া বক্স এস-এর লাকি থমসনও রয়েছে।

এখন...ওকে এখনই সচেষ্ট হতে হবে...পানি খেতে হবে, ক্ষত জায়গাটার যত্ন নিতে হবে, আর, একটা ভাল আশ্রয় খুঁজে লুকিয়ে থাকতে হবে। বেশি দূরে

যাবার ক্ষমতা ওর নেই—তাই কাছেই কোথাও লুকাতে হবে।

দুর্বল দেহ নিয়ে কিছুই করতে ইচ্ছা করছে না···কিন্তু যে করেই হোক চেষ্টা তাকে করতেই হবে।

গড়িয়ে উপুড় হলো। তারপর হাতের উপর ভর দিয়ে একটু একটু করে ক্রল করা শুরু করল···

সাত

পানির কিনারে পৌঁছে মুখ ডুবিয়ে প্রাণ জুড়িয়ে পরিষ্কার ঠাণ্ডা পানি খেলো রক। দেহের প্রতিটি কোষে যেন ঠাণ্ডা পানির ছোঁয়া লাগল।

একটা ভোঁতা ব্যথা ওর সারা দেহ আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ক্ষতটা ভাল করে ধোয়া দরকার। তার জন্য গরম পানি, আর গরম পানি করতে আগুন জ্বালাতে হবে। অথচ দেহ এত দুর্বল হয়ে রয়েছে যে হাত মুঠো করাও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। একে খাওয়া হয়নি, তার উপর প্রচুর রক্ত হারিয়ে এতদূর চলতে সব শক্তি খরচ হয়ে গেছে।

নিরাশভাবে নিজের হাতের দিকে চাইল রক। আঙুলগুলোর অসহায় অবস্থা দেখে ভীষণ রাগ হচ্ছে। সমস্ত মনের জোর একত্র করে বাম হাত বাড়িয়ে একটা কাঠি নিজের দিকে টেনে আনল—তারপর আর একটা।

ম্যানজানিটার কিছু শুকনো ডাল-পাতা জড়ো হয়ে গেলেই আগুন জ্বালাতে পারবে। বাঁচার জন্য যুঝছে রক। দুর্বলতা আর বারবার ডিলিরিয়ামের মাঝেও একটু একটু করে বুকে হেঁটে অ্যাসপেন গাছের গোড়ায় পৌঁছে খানিকটা ছাল ছাড়িয়ে নিল। ওটা থেকেই পানি গরম করার পাত্র তৈরি হবে।

চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে। আচ্ছন্ন অবস্থায় আঙুলের চাপে গাছের বাকলটাকে একটা পাত্রের আকার দিয়ে তাতে পানি ভরল। তারপর দুর্বল হাতে আগুন জ্বেলে পানিসুদ্ধ বাকলটা আগুনে চাপিয়ে দিল। আগুনের তাপ পুরোটাই পানি শুষে নেবে, বাকল পুড়বে না। আগুনে আরও কাঠ চাপানোর চেষ্টা করে আবার জ্ঞান হারাল রক।

এরপরে আবার যখন চোখ খুলল তখন পানি ফুটছে। উঠে বসে গান-বেল্ট খুলল। পিস্তল সহ বেল্টটা ওর পাশেই মাটিতে পড়ল। শার্ট খুলে এক টুকরো কাপড় ভিজিয়ে সাবধানে ক্ষতটা পরিষ্কার করতে শুরু করল।

গরম পানির ছোঁয়ায় কিছুটা আরাম বোধ করছে রক। একটু একটু করে টেনে জখমের মুখে আটকানো কাপড়ের ছিপিটা খুলে ফেলল। ক্ষতটা ভয়ানক দেখাচ্ছে, লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। কিন্তু যতদূর বোঝা যাচ্ছে বুলেটটা ওকে ফুটো করে বেরিয়ে গেছে—দেহের জরুরী কলকব্জার কোন ক্ষতি করেনি।

দ্বিতীয় গুলি ওর উরুর মাংসের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গেছে—হাড়ে লাগেনি। ওটাও গরম পানি দিয়ে পরিষ্কার করে স্থির হয়ে অনেকক্ষণ পড়ে থাকল সে।

কাছেই একটা প্রিকলি পেয়ার গাছের ঝোপ হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে কয়েকটা বড় পাতা ছিঁড়ে আগুনে গরম করে কাঁটাগুলো পুড়িয়ে ক্ষতের উপর চাপা দিয়ে বাঁধল। ইন্ডিয়ানরা জখমের জন্য এটা ব্যবহার করে।

দুর্বল হাতে বাঁধার কাজ শেষ করতেই অনেক সময় লেগে গেল। রক টের পাচ্ছে ওর হাতে আর বেশি সময় নেই। অন্ধকারে তার ঘোড়াটা কতদূর এসেছে জানে না সে। ঘোড়াটা কেমন জায়গা দিয়ে চলেছে তাও জানে না—হয়তো দিনের মতই পরিষ্কার ট্রেইল রেখে এসেছে।

একটা অ্যামোলিলো ঝোপের শিকড় খুঁড়ে উঠিয়ে ছুরি দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে গরম পানিতে ছেড়ে দিল রক। নাড়া দিতেই ফেনা উঠল। পানিটা খেয়ে নিল রক। ইন্ডিয়ানদের মতে অ্যামোলিলোর পানি খেলে নাকি গুলির ক্ষত তাড়াতাড়ি ভাল হয়।

স্কুও ক্যাবেজ আর ব্রেডরুট দিয়ে খাওয়া সারল রক। জিনের সাথে ঝোলানো ব্যাগ পর্যন্ত পৌঁছানোরও শক্তি ওর নেই—অত্যন্ত দুর্বল আর ক্লান্ত সে। এবার একটা ঝোপের তলায় ঢুকে ঘুমিয়ে পড়ল। জেগে উঠে ঠাণ্ডা পানি খেলো—আবার ঘুমাল।

ঘুমের লাল অন্ধকারের ভিতর দেখল ঘোড়া ছুটিয়ে অনেক মানুষ আসছে—প্রচণ্ড যুদ্ধ আর গোলাগুলি চলেছে।

রাসেল ট্র্যাভার্স···গ্রিফিথ···কেভিন সেলবি, আর সেই চোখা, হ্যাংলা চেহারার লাকি থমসনের মুখ।

বাকস্কিনের নাকের ঠেলায় জাগল রক। আবার সকাল হচ্ছে।

'ভয় নেই, বাক,' মৃদুস্বরে বলল রক। 'জেগেছি···বেঁচেই আছি।'

বেঁচে আছে সত্যি···কিন্তু প্রায় মরার দশা।

এই সময়ে এসে হাজির হলে ওরা রককে মারতে দ্বিধা করবে না। এখন লড়ে ওদের ঠেকাতে পারবে না সে।

চিৎ হয়ে শুয়ে ভারি শ্বাস টানছে রক। একটা উপায় বের করার চেষ্টা করছে।

ওরা হয়তো ট্রেইল নিয়ে কিছুটা দ্বিধায় পড়বে। কিন্তু সে জখম হয়েছে টের পেলেই দ্রুত ছুটে আসবে। রক জানে ওরা খুব বেশি পিছিয়ে নেই।

ক্যানিয়নের দেয়ালে অনেকটা উঁচুতে সবুজের আভাস দেখা যাচ্ছে। পাথরে একটা ফাটলও রয়েছে—ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। অনেকক্ষণ ওদিকে চেয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে ব্যাপারটা রকের মাথায় ঢুকল। নতুন আশা নিয়ে কনুই-এ ভর দিয়ে ভাল করে চেয়ে দেখল। ওখানে কিছু গাছ আর একটা খাঁজ রয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

গড়িয়ে উপুড় হয়ে ক্রল করে পানির ধারে গিয়ে সময় নিয়ে প্রচুর পানি খেলো। তারপর পানির বোতলটা ভরে নিল। এবার জিনের উপর চড়ে বসতে হবে—কিন্তু তার আগে আশেপাশের চিহ্নগুলো মুছে ফেলার চেষ্টা করল। সব চিহ্ন মুছে ফেলা সম্ভব নয়···তবু হয়তো এতে অনুসরণকারীরা বিভ্রান্ত হতে পারে।

ঘোড়ার কাছে গিয়ে হাঁটুর উপর বসে পাদানি ধরে নিজেকে টেনে তুলল তারপর পাদানিতে পা রেখে কোনমতে জিনের উপর উঠে বসল।

মাথাটা ভীষণ রকম ঘুরছে-স্যাডলহর্ন আঁকড়ে ধরে থাকল রক। একটু পরে কিছুটা ধাতস্থ হয়ে সীসের মত ভারি মাথা তুলে ঘোড়া আগে বাড়াল। একটা সরু ট্রেইল রয়েছে। অত্যন্ত সরু-উপর থেকে খসে পড়া পাথর বোঝাই-তবু একটা পথ। হাঁটুর গুঁতো দিয়ে ঘোড়া এগিয়ে নিয়ে চলল রক। পাহাড়ী বাকস্কিন মাঝেমাঝে নাক দিয়ে জোরে হাওয়া ছেড়ে অনিচ্ছা জানাচ্ছে-কিন্তু প্রভুর ইচ্ছায় সাবধানে পা ফেলে এগোল সে।

কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেল। মাথা নিচু করে পমেল আঁকড়ে বসে আছে রক। দুর্বল শরীরে মাথা তুলতে পারছে না-ঘোড়ার পিঠে টিকে থাকতেই তার সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একটা পাথরের পাশ দিয়ে ঘুরে সমান জায়গায় উঠে দাঁড়াল বাকস্কিন। সামনেই একটা খোলা জায়গা।

ভূমিকম্প বা পাহাড়ের চাপে পাথর ফেটে একটা বিরাট খাঁজের সৃষ্টি হয়েছে। তিন পাশে খাড়া দেয়াল-সমান জমিতে চমৎকার সবুজ ঘাস জন্মেছে। একটা পাথরের আড়াল থেকে পানির শব্দ রকের কানে আসছে।

পুরোটা মিলে প্রায় ছয়-সাত একর জায়গা। মরু এলাকায় অপ্রত্যাশিতভাবে রক একটা মরুদ্যান আবিষ্কার করেছে। অল্পক্ষণ পরেই সে টের পেল আগেও কেউ গুপ্ত-আশ্রয় হিসাবে এটা ব্যবহার করেছে।

প্রাগৈতিহাসিক কালের ইন্ডিয়ানরা এই জায়গা ব্যবহার করেছে। ভাল আশ্রয় চিনতে ওদের ভুল হয়নি। পানি, ঘোড়ার খাবার, জ্বালানী কাঠ, কোন কিছুর অভাব নেই। তা ছাড়া বাইরের থেকে আক্রমণ ঠেকানোর জন্য সেরা জায়গা। উপর থেকে ঠেকাতে চাইলে কারও পক্ষে ওই সরু পথ দিয়ে ওঠার উপায় নেই।

বহু বছর এখানে কারও পা পড়েনি। পাথরের পিছন দিকে একটা ফাটল থেকে পানি চুইয়ে নীচে পড়ে দশ ফুট চওড়া আর পাঁচ ফুট গভীর গর্তে জমা হচ্ছে। স্বচ্ছ পানিতে গর্তের তলা পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

সাবধানে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পেটি আলগা করে জিনটাকে নীচে ফেলল রক। তারপর লাগাম খুলে রেখে নিজেও ঘাসের উপর সটান শুয়ে পড়ল।

এখনও অনেক কাজ বাকি। কিন্তু এইটুকু পরিশ্রমেই রকের দম ফুরিয়ে গেছে। শুয়ে মন শক্ত করল সে। তাকে বাঁচতেই হবে-জিততে হবে। পশুর মত তাড়িয়ে নিয়ে ওরা তাকে হত্যা করবে, এটা সে কিছুতেই হতে দেবে না।

বিশ্রাম নিয়ে সুস্থ সবল হয়ে উঠতে হবে তাকে-এবারের মত শত্রুরা জয়ী হয় হোক. শেষ পর্যন্ত তাকে জিততে হবে। নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবে সে।

স্যাডলব্যাগে কিছু খাবার রয়েছে. বুনো লতা আর শিকড় থেকেও কিছু খাবারের ব্যবস্থা হবে। হরিণ আর খরগোশের উপস্থিতির চিহ্নও দেখা যাচ্ছে আশেপাশে।

হরিণের মল চকচক করছে---অর্থাৎ বেশি পুরোনো নয়। এখনও হরিণ এখানে চরতে আসে বোঝা যাচ্ছে।

পাথরের আড়ালে একটা ভাল জায়গা বেছে নিয়ে বিছানা করল রক। তারপর কিছু পাথর জড়ো করে নিজের জন্য একটা বাঙ্কের ব্যবস্থা করল। ওখান থেকে উপরে ওঠার পথটার উপর নজর রাখতে পারবে। রাইফেল আর গুলিগুলো

পাশাপাশি সাজিয়ে রাখল।

এবার বিশ্রামের পালা।

ধীর গতিতে একটা সপ্তাহ কেটে গেল। খাওয়া, ঘুমানো, রান্না করা, আবার খাওয়া-এইভাবেই কাটল। হারানো শক্তি ফিরে আসছে। ব্যথাটাও কমেছে। কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ হতে এখনও অনেক বাকি। এর মধ্যে কয়েকটা খরগোশ আর একটা হরিণও সে শিকার করেছে। ওরা কেউ আসেনি-নীচের ঝরনাটার কাছে যদি কেউ এসেও থাকে, রক তা টের পায়নি।

কয়েক পা হাঁটার ক্ষমতা হতেই এলাকাটা ঘুরে দেখল রক। ওপাশে গাছের ভিতর হাঁটার সময়ে একটা বন-মোরগ মেরে বুনো পেঁয়াজ আর ব্রেডরুট মিশিয়ে ঘন সুপ তৈরি করে খেলো।

একটা অস্থিরতা বোধ করছে রক। ফিরতে ওর যত দেরি হচ্ছে শত্রুরা ততই গেড়ে বসার সুযোগ পাবে। তবু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করারই সিদ্ধান্ত নিল। আরও কয়েকটা খরগোশ আর একটা কোয়েইল শিকার করে, খাওয়া আর বিশ্রামের দিকে বিশেষ নজর রাখল।

ষোলো দিনের দিন আবার বাকস্কিনের পিঠে জিন চাপাল রক। এবার তার ফেরার সময় এসেছে।

আস্তানা ছেড়ে সাবধানে নীচে নেমে এল রক। আরও দুটো ঘোড়ার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। এই পর্যন্ত এসে শেষে হতাশ হয়ে ফিরে গেছে ওরা। অর্থাৎ রকের ট্রেইল ওরা হারিয়ে ফেলেছিল।

ওই ঘোড়াদুটোর পায়ের ছাপ অনুসরণ করেই এগোল রক। ডাবল ডায়মন্ডে পৌঁছবার ওটাই সবচেয়ে সহজ পথ।

ক্যানিয়নের ভিতর দিয়ে তিন মাইল পথ চলে সে টের পেল এই এলাকায় তার ছাপ অনুসরণ করে চলা ওদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। যে লোকদুটো ওই ঝরনা পর্যন্ত গিয়েছিল তারা নেহাৎ ভাগ্যের জোরে পৌঁছেছে-অনুসরণ করে নয়।

ক্যানিয়নটা সরু হয়ে এল। ঝরনার পানি পুরো ক্যানিয়ন ঢেকে ফেলেছে। ঝরনার বালুতেই কেবল পায়ের ছাপ পড়ছে। দুপাশে পাহাড় দেয়ালের মত খাড়া উপরে উঠে গেছে। এগিয়ে চলল রক। কোন কোন জায়গায় ক্যানিয়নটা চওড়ায় তিরিশ ফুটেরও কম।

গোলক ধাঁধার মত ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে এবার একটা খোলা জায়গায় এসে পড়ল রক। সামনে আধ-মাইল চওড়া একটা উপত্যকা। মাথা উঁচু করল বাকস্কিন। ওর নাক ফুলে ফুলে উঠছে। রকের গলার স্বরে কিছুটা শান্ত হয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল, সামনের দিকে নজর রেখেছে সে।

এতদূর থেকে চেনা যাচ্ছে না। ঘোড়ার পিঠে একাকী একজন আরোহী রকের দিকেই আসছে।

আট

বার্কস্কিনটাকে গাছের আড়ালে নিয়ে অপেক্ষা করছে রক। লোকটা কি ওকে দেখেছে? দেখলেও কি সে এগিয়ে আসবে?

আরোহী এগিয়ে আসছে...মাটিতে চিহ্ন দেখতে দেখতে এগোচ্ছে। পিস্তলের উপর বাঁধা চামড়ার ফিতেটা খুলে অপেক্ষা করছে রক।

দিনটা বেশ গরম–আকাশ পরিষ্কার। আরও এগিয়েছে আরোহী। এখন জামাকাপড়ের রঙ আলাদা করে চেনা যাচ্ছে। লোক নয়, ওটা লুসি সেলবি!

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রক। প্রায় সাথে সাথেই ওকে দেখতে পেল লুসি।

রকের শার্ট বুলেটে ছিন্ন হয়েছে, কিছুটা সে নিজেও ছিঁড়েছে। দু'হপ্তা দাড়ি গোঁফ কামানো হয়নি–বিকট চেহারা, তবু ওকে দেখে যেন স্বস্তির ছাপ ফুটে উঠল লুসির মুখে।

'রক?' নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না সে। 'তুমি বেঁচে আছ?'

রকের বার্কস্কিনটা পায়ে পায়ে লুসির দিকে এগিয়ে গেল। 'তুমি কি ভেবেছিলে তোমাকে বিয়ে করার আগেই আমি মরে যাব?'

'ঠাট্টা কোরো না।'

'ঠাট্টা করছি না।'

লুসির চোখদুটো রকের চোখে কী যেন খুঁজল, তারপর লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়ল।

'তোমার এখান থেকে সরে পড়া দরকার। ফিরলে ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে।'

'ফিরেই যাব–পালাতে পারব না।'

'কিন্তু সেটা উচিত হবে না। ওদের ধারণা তুমি মরে গেছ–ওদের তাই ভাবতে দাও। সময় থাকতে অন্য কোথাও চলে যাও। অনেক খুঁজেও তোমাকে পায়নি ওরা। ডেভ গ্রিফিথ প্রতিজ্ঞা করেছে তোমাকে দেখা মাত্র গুলি করে মারবে। আর লাকি থমসন তোমাকে মোটেই সহ্য করতে পারে না।'

'আমি আবার ফিরে যাচ্ছি।'

আর মিছে চেষ্টা করল না লুসি। সে জানত ওকে ঠেকানো যাবে না। কিছুতেই পালাবে না সে।

'ডেভ গ্রিফিথ ডাবল ডায়মন্ড দখল করে নিয়েছে।'

'দখল করতে যেমন সময় লাগেনি ছাড়তেও সময় লাগবে না।'

রকের পানি ভরা বোতলটা লক্ষ্য করে হাত নেড়ে মরু এলাকা দেখাল লুসি। 'কেউ বিশ্বাস করবে না ওদিকে পানি বা ঘাস আছে। হয়তো একটাই অমন জায়গা আছে–তুমি সেটাই খুঁজে বের করেছ।'

'এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই, আমার ঘোড়াই জায়গাটা বের করেছে।'

'খুব দুর্ভোগ গেছে?'

'বেশ।' আড়চোখে লুসির পাশ দিয়ে পিছনের পথটার দিকে চাইল রক। 'তোমাকে কেউ ফলো করেনি তো?'

'না, সে ব্যাপারে আমি শিওর।'

'তুমি কি আগেও আমাকে খুঁজেছ?'

মাথা ঝাঁকাল সে। 'হ্যাঁ, রক। আমার ভয় হচ্ছিল তুমি হয়তো একা এই বিজন এলাকায় ধুঁকে ধুঁকে মারা যাচ্ছ। সইতে পারিনি আমি।'

'টিমের হাত ভাল ছিল–খুব ভাল।'

'তা হলে তুমিই ওকে মেরেছ?'

'আর কে?'

'অ্যাল আর লাকি ওর লাশ পেয়েছিল। অ্যালের স্থির বিশ্বাস ছিল ওটা তোমারই কাজ, কিন্তু কেউ কেউ আবার ধারণা করছে বাওয়া ছেলেরাও হতে পারে।'

'ওরা আমার হয়ে কখনও লড়েনি।'

কিছুক্ষণ দুজনেই নীরবে বসে রইল। নিজের নিজের চিন্তায় মগ্ন। লুসির কথাই ভাবছে রক। সত্যি, একটা মেয়ে বটে। ভাল করে ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখল একটু শুকিয়েছে মেয়েটা। রকের কাছে ভাবতেই অবাক লাগছে যে একটা মেয়ে ওর কথা ভাবে–দুশ্চিন্তা করে। অনেককাল হয়ে গেছে রকের জন্য কেউ এমন করে ভাবেনি।

'মনে হয় যেন অন্য এক রাজ্যে এসে পড়েছি,' বলল রক।

রকের দিকে ফিরে তাকাল লুসি। 'আমাদের আবার ফিরে যেতে না হলেই ভাল ছিল।'

'কিন্তু ফিরতেই হবে।'

একটু ইতস্তত করে সে আবার বলল, 'রক, তুমি তো আমাকে চাও, সবাইকে তাই বলেছ–আমি বিশ্বাস করি সত্যিই চাও। তুমি ফিরো না, আমিই তোমার সাথে যাব। এখনই...তুমি যেখানে নিয়ে যাও সেখানেই যাব তোমার সাথে।'

সব কথার শেষ কথা...পুরুষ আর কী চাইবে? ওর সুন্দর মুখের দিকে যতবারই চেয়েছে, নতুন পুলক অনুভব করেছে রক। ওকে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করেছে। ওই মেয়েটাকে প্রথম দেখাতেই সে ভালবেসে ফেলেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'না,' বলল রক, 'তুমি জানো আমার ফিরতেই হবে। বুড়ো গিডোকে আমি যে কথা দিয়েছি সেটা আমাকে রাখতেই হবে। কর্তব্য থেকে পিছিয়ে যেতে পারব না আমি।'

'কিন্তু তুমি আহত–অসুস্থ। এই অবস্থায়–'

'তা হয় না, লুসি। চোট পেয়েছি, কিন্তু দ্রুত সেরে উঠছি। ষোলোদিন বিশ্রাম নিয়েছি আমি...এবার সময় হয়েছে।'

রকের সাথে সাথে চলার জন্যে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল লুসি। 'তোমার

বাবাকে তাঁর গরু সরিয়ে নিতে বলো। ওঁর সাথে কোন বিরোধ চাই না আমি।'

'আমার কথা সে শুনবে না।'

'শুনতেই হবে।'

'বাবাকে আমি চিনি। ভুলে যাচ্ছ আমি তারই মেয়ে।'

'আর আমার বউ...শিগগিরই তাই হবে।'

এবার কথাটা অস্বীকার করল না সে। কিন্তু সমর্থনও করল না।

মরু এলাকার সীমানায় পৌছে, পথে অনেক তর্ক-বিতর্কের পরে জিনের উপর ঘুরে রক বলল, 'এখান থেকে আমি একা যাব। বাকি পথ তোমার জন্যে রিস্কি হবে। তবে রাসেল ট্র্যাভার্সকে তুমি আমার তরফ থেকে শেষ কথা জানিয়ে দিতে পারো।'

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে বক্স এস-এর দিকে চলে গেল লুসি। ওখানে দাঁড়িয়েই চেয়ে চেয়ে ওর যাওয়া লক্ষ করছে রক। ভাবছে আসলেই ভাগ্যবান সে। রক চেয়ে আছে টের পেয়েই যেন ফিরে তাকাল লুসি। কিন্তু হাত নাড়ল না কেউ।

এবার ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে শহরের দিকে রওনা হলো রক।

পাহাড়ের ভিতর দিয়ে লুসির পাশাপাশি ঘোরা চালিয়ে ওই লম্বা পথ পাড়ি দেওয়ার কথা রক কোনদিন ভুলবে না। প্রথম ওকে দেখে লুসির মুখে কেমন স্বস্তির ভাব ফুটে উঠেছিল-বিদায় নেওয়ার সময়ে কীভাবে আবার ফিরে চেয়েছিল-এসব স্মৃতি যত্ন করে মনের মণিকোঠায় তুলে রাখবে রক। মানুষের জীবনে এমন সুন্দর মুহূর্ত খুব কমই আসে।

এখন রকের সামনে রয়েছে কঠিন সংগ্রাম। আর কেউ হলে হয়তো অন্য কোন পথ বেছে নিত, কিন্তু সেসব ঘোড়া পথ রকের পছন্দ নয়। সোজা পথটাই বেছে নিয়েছে সে-ষাঁড়ের সাথে যুঝতে হলে সামনাসামনি মোকাবিলা করে শিঙ ধরে তাকে আছড়ে ফেলে কাবু করতে হবে। তাই সে করবে, প্রথমে শহরে যাবে-তারপরে ডাবল ডায়মন্ডে।

সবাইকে জানতে হবে সে বেঁচে আছে। লড়াই-এ আসলে কী ঘটেছে, তাও সবার জানা দরকার।

এখানেই সে ঘর বাঁধবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে-ওই লোকগুলোর মাঝেই তাকে বাস করতে হবে। সে যে পালিয়ে গা বাঁচাবার লোক নয় তা ওদের ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

ঘোড়া ছুটিয়ে শহরে গিয়ে হাজির হবে সে। ডেক্স গ্রিফিথ যদি ওখানে থাকে, তবে একজন বা ওরা দুজনেই মারা পড়বে।

লাকি থমসন থাকলে রক তাকে হত্যা করবে কিংবা নিজেই শেষ হবে।

বক্স এস বা এল জেড র‍্যাঞ্চের যে কোন লোক তাকে মারার চেষ্টা করতে পারে-এখন সবারই শত্রু সে।

সামনে তার ভাগ্যে কী লেখা আছে জানে না, কিন্তু পিছপা হবার মানুষ নয় রক। সহজ গতিতে শহরের দিকে এগিয়ে চলেছে বাকস্কিন। মরা বা মারা কোনটাই উপভোগ্য নয়-তাই রকের কোন তাড়া নেই।

কেভিন সেলবি লোকটা আসলে খারাপ নয়। কিন্তু আর পাঁচজনের মত সেও নিজের র‍্যাঞ্চের স্বার্থটাই আগে দেখে। সে চায় তার র‍্যাঞ্চটাই এই এলাকার সেরা র‍্যাঞ্চ হোক। এই কারণেই ডাবল ডায়মন্ডের পানি তার চাই। তার ধারণা সে-ই পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ-তাকে কেন্দ্র করেই সবকিছু ঘটছে-তাকে ছাড়া সব অচল।

প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী কেভিন-আর, বেশি ক্ষমতা থাকলেই মানুষ স্বেচ্ছাচারী হয়।

ওই ক্ষমতার বিরুদ্ধেই রককে লড়তে হবে-কেভিনের সাথে নয়।

বিকেল হয়ে এসেছে। শহরের রাস্তায় কোন লোক নেই। চিমনি দিয়ে অলস গতিতে ধোঁয়া আকাশে উঠছে।

ঘুরে একটা কাঁচা বাড়ির পিছনে এসে ঘোড়া থামাল রক। পকেট থেকে তামাক বের করে একটা সিগারেট তৈরি করল। ভাবছে শেভ করা দরকার। মনে মনে নাপিতের দোকানটার কথা ভাবল। সবার অলক্ষ্যে হয়তো ওখানে পৌছতে পারবে সে।

চুল কাটিয়ে, দাড়ি কামিয়ে ম্যাগি স্মিথের ওখানে যাবে। সেলুন এড়িয়ে চলাই ভাল, কারণ ওখানে গ্রিফিথ আর সেলবির লোকজন থাকবে। খাওয়া সেরে মন্টি আর ম্যাগির সাথে আলাপ করার সুযোগ করে নেবে।

ওরা দুজনই প্রভাবশালী মানুষ। প্রত্যক্ষভাবে ওদের সাহায্য চায় না রক, কিন্তু পরোক্ষভাবে পক্ষে থাকলেও তাতে অনেক সুবিধা আছে।

পিস্তলের উপরকার ধুলো মুছে লোড পরীক্ষা করে দেখল। দুটো পিস্তলেই ছয়টা করে গুলি রয়েছে। হ্যাট ঝেড়ে শার্টটা একটু ঠিকঠাক করে নিল।

'চলো, বাক, এবারে এগোই,' মৃদু স্বরে বলল সে।

নাপিতের দোকানের পিছনে পরিত্যক্ত আস্তাবলে ঘোড়া রেখে হ্যাটটা টেনে চোখের উপর নামিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল রক।

হাত দুটো ঘেমে উঠেছে, গলাটা উত্তেজনায় শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে। রাস্তায় কেউ নেই। ধীর পায়ে হেঁটে, কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করে নাপিতের দোকানে ঢুকল।

মুখ তুলে একবার চেয়ে নির্বিকার ভাবে উঠে চেয়ারের পিছনে দাঁড়াল লোকটা।

'শেভ আর ট্রিম-দুটোই,' বলে চেয়ারে বসল রক।

'কাউহ্যান্ড?'

'হুঁ...কাজে ফিরছি।'

শব্দ করে হেসে কাঁচি চালানোয় মন দিল সে। 'এদিককার পুরো মজাটাই মিস করেছ তুমি। গরম গরম অনেক কিছু ঘটে গেছে।'

'তাই নাকি?'

'টিম গ্রিফিথ মারা পড়েছে। আমি ভাবতেই পারিনি ওর চেয়ে ওস্তাদ আর কেউ থাকতে পারে। লোকজন বলাবলি করছে এটা বাওয়ার ছেলেদের কাজ, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস রক ব্যাননই ওকে মেরেছে।'

অভিজ্ঞ হাতে কাঁচি চালিয়ে যাচ্ছে লোকটা। একটু থেমে সে আবার বলল,

'তবে এখন আর সেটা জানার উপায় নেই। সম্ভবত সেও মারা গেছে।'

'ব্যানন?'

'হ্যাঁ...টিমের গুলিতে লোকটা আহত হয়েছিল। লোকজন রক্তের দাগ দেখতে পেয়েছে।'

চেয়ারটায় বসতে খুব আরাম। আবেশে চোখ বুজল রক। অনেক দিন হয়েছে নরম বিছানায় ঘুমানোর সুযোগ হয়নি। লোকটার একটানা কথার সুর আর আরামের চেয়ার পেয়ে রকের দুচোখ ঘুমে বুজে আসছে।

'একটু সোজা হয়ে উঠে বসতে হবে, মিস্টার, নইলে চুল ঠিক মত কাটা যাবে না।'

উঠে বসল রক। কিন্তু শেভ করার জন্য চেয়ারটা কাত করে আরও আরামের ব্যবস্থা করে দেওয়ার পর আর চোখ খুলে রাখতে পারল না সে। গালের উপর গরম তোয়ালেটা অত্যন্ত সুখের অনুভূতি দিচ্ছে। চামড়ার উপর ঘষে ক্ষুর ধার করার শব্দ ওর কানে আসছে।

আধো ঘুমের মধ্যে নিজের মনেই হাসল রক। গালের চামড়া টান টান করে টেনে ধরে ক্ষুর চালাচ্ছে লোকটা। ধারাল ক্ষুরের ছোঁয়ায় গালে মাখা সাবানের সাথে দাড়ির জঙ্গল পরিষ্কার হয়ে নেমে যাচ্ছে। রক ঘুমিয়ে পড়ল...

কাঁধে শক্ত ঝাঁকুনি খেয়ে জেগে উঠল। চোখ খুলে দেখল উদ্বিগ্ন চোখে নাপিত তার দিকে চেয়ে আছে।

'দেখো, মিস্টার, তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাও। শহরেই থেকো না।'

'আমাকে তুমি চেন?' এখন আর গাল ভরা দাড়ি নেই ওর।

'একবার দেখেছি...ম্যাগি স্মিথের ওখানে। এবার আমাকে রেহাই দাও।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে আবার পিস্তল দুটো পরীক্ষা করে দেখল রক। কাউকে বিশ্বাস নেই। 'আমি এখানে খুন হলে তোমার মেঝে নষ্ট হবে-তাই?'

'তা নয়। তোমার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই। দাড়ি কামিয়ে পরিষ্কার করার আগে তোমাকে চিনতেই পারিনি। কিন্তু এবার তুমি যাও-গ্রিফিথ দলের কেউ দেখলে-'

পয়সা বের করে নাপিতের মজুরি মিটিয়ে দিয়ে দরজার কাছে এসে বাইরে উঁকি দিল রক। সাপ্লাই দোকানের সামনে দুজন লোক দেখা যাচ্ছে। হ্যাট মাথায় দিয়ে হাত তুলে নাপিতকে বিদায় জানিয়ে রাস্তায় বেরোল সে।

ম্যাগি স্মিথের দোকান মাত্র বিশ গজ-কিন্তু এখন ওটাই লম্বা পথ বলে মনে হচ্ছে।

নয়

ওই ষাট ফুট পথে বারোজন লোক রককে হত্যা করার জন্য ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকতে পারে। রকের হাঁটার ভঙ্গিতে একটু দম্ভ প্রকাশ পাচ্ছে। হাজার হোক শহরসুদ্ধ এত শত্রু তো আর সবার ভাগ্যে জোটে না?

ম্যাগি স্মিথের জানালার পাশ দিয়ে যাবার সময়ে গতি একটু কমিয়ে ভিতরে কে কে আছে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করল রক। মন্টি আর রাসেল রয়েছে-আর কে আছে দেখতে পেল না। রাস্তায় কোন মানুষ চলছে না-কেউ তাকে চিনে থাকলেও তা হাবভাবে টের পাওয়া যাচ্ছে না। নাপিতও তার দোকান ছেড়ে বেরোয়নি।

দরজার হাতল ঘুরিয়ে রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করল রক।

বাতাসে কফির গন্ধ, শান্ত পরিবেশ। মুখ তুলে রকের চোখেচোখে চেয়ে রইল রাসেল।

'পরের বার আমাকে তুমি অসাবধান অবস্থায় পাবে না, ট্র্যাভার্স।'

সে কোন জবাব দেওয়ার আগেই বেঞ্চের একটা মাথা টেবিল থেকে একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে বসল রক। পিস্তল দুটো ফ্রি রাখতে চায়। কফি পটটা টেবিলের উপরই রয়েছে-নিজের জন্য এক কাপ কফি ঢেলে নিল সে।

শহরের সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক মন্টি বারলো।

'মন্টি, তোমার কাগজের জন্যে একটা খবর আছে। খবরটা হচ্ছে: ডাবল ডায়মন্ডের মালিক রক ব্যানন শুক্রবার বিকেলে শহরে এসেছিল। টিম গ্রিফিথের বিরুদ্ধে গোলাগুলিতে সামান্য আহত হওয়ার পর সে এখন দ্রুত আরোগ্যের পথে। ডাবল ডায়মন্ডে ফিরে সে আবার শক্ত হাতে লাগাম ধরার প্রস্তুতি নিচ্ছে।'

'খবরে ডেজ গ্রিফিথ খুব অবাক হবে।'

'ওকে বলে দিও সে অচিরেই আমাকে আশা করতে পারে। যারা গিডোর মৃত্যুর জন্যে দায়ী তাদের প্রত্যেককে আমি নিজের হাতে খুন করব অথবা ফাঁসিতে ঝোলাব।'

'ওদের চেন তুমি?'

সবার চোখ এখন রকের উপর। ম্যাগি স্মিতও রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

'হ্যাঁ, সবাইকেই চিনি। কিন্তু মরার আগে গিডো আমাকে একজনের নাম বলে গেছে, ওর ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই।'

'কে?' আগ্রহ ভরে সামনে ঝুঁকল মন্টি।

'রাসেল ট্র্যাভার্স,' বলল রক।

বিশাল লোকটা লাফিয়ে উঠল। কদাকার দেখাচ্ছে ওর চেহারা।

'মিথ্যে কথা!' চিৎকার করে প্রতিবাদ করল সে।

'আমাকে নয়, একটা মরা মানুষকে তুমি মিথ্যাবাদী বলছ। হতে পারে গিডো বলতে চেয়েছিল তোমার একজন লোক ওখানে উপস্থিত ছিল। একজন ছিলও...ওর নাম ভ্যাল।'

'মিথ্যে কথা।' ফ্যাসফ্যাসে হেঁড়ে শোনাল রাসেলের গলা। স্থির হয়ে বসে আছে মন্টি। ওর দিকে চেয়ে সে আবার বলল, 'বিশ্বাস করো, এর সাথে আমি জড়িত ছিলাম না।'

এই লোকটাই রককে বিনা নোটিশে ঘুসি মেরে মাটিতে ফেলে ঠেসে ধরে নিষ্ঠুর ভাবে পিটিয়েছিল।

'কথাটা যদি সত্যি হয় তবে তোমাকে মারার আগে মনের সাধ মিটিয়ে পিটাব আমি।'

'পিটাবে? আমাকে?' ওর চোখে অবাক হওয়ার লক্ষণ সুস্পষ্ট। সত্যিই অবাক হয়েছে লোকটা। হত্যা করার হুমকিতে নয়—মারপিটে কেউ তাকে পেটাতে পারে এটা কল্পনার বাইরে।

'অধৈর্য হয়ো না। তোমার সময় আসবে। তবে তার আগে আমাকে সুস্থ হয়ে নিজের শক্তি ফিরে পেতে হবে।'

হতভম্ব হয়ে আবার নিজের আসনে বসে পড়ল রাসেল। মন্টির কৌতূহলী চোখ ওদের দুজনের উপর ঘুরছে।

'একটা কথা ভেবে দেখেছ, রাসেল?'

মুখ তুলে রকের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করছে সে।

'সব শক্তি দিয়ে আমার চোয়ালে ঘুসি মেরেছিলে তুমি, তবু আমার জ্ঞান হারায়নি। হাঁটু দিয়ে আমার হাত চেপে রেখে আমার বুকে চড়ে বসে আমাকে ইচ্ছা মত মেরেছ তুমি···তবু নক আউট করতে পারোনি।'

রকের দিকে চেয়ে রয়েছে রাসেল। কারও চোখে এত বিদ্বেষ থাকতে পারে রকের ধারণা ছিল না। এই প্রথম সেই সন্ধ্যার মারপিটের আসল ঘটনা সবাই শুনছে। অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যা ঘটেছে তা ন্যায্য ভাবেই ঘটেছে। এখন সবাই জানবে।

তা ছাড়া এটাও রাসেল বুঝছে, রক যা বলছে তা সবই সত্যি। মোক্ষম ঘুসিই মেরেছিল সে, লোকটা পড়েও গিয়েছিল, কিন্তু জ্ঞান হারায়নি। ব্যাপারটা তার ভাল ঠেকছে না।

'আগামীবার আমি তৈরি থাকব।'

ঝট করে উঠে দরজার দিকে এগোল রাসেল। 'এখান থেকে পালিয়ে যাও! নইলে আমার হাতে মারা পড়বে!' বেরিয়ে গেল সে। ভয় পাওয়ার মতই চেহারা লোকটার। তবু মনে হলো কিছুটা চিন্তায় পড়েছে সে। রকও কিছুটা অনিশ্চয়তা বোধ করছে—লোকটার কব্জি আর হাত দুটো অস্বাভাবিক রকম চওড়া। দেহে বড় হলেও বুদ্ধি মোটা নয়। কথাটা আগে ভেবে দেখেনি রক—লোকটা তাকে আগে ভেবে ভাবনা-চিন্তা করে নিখুঁত ভাবে পিটিয়েছিল।

ম্যাগি রকের খাবার নিয়ে এল। মন্টি নীরবে কফিতে চুমুক দিচ্ছে। আরও লোক রেস্টুরেন্টে ঢুকেছে। চোরা-চাহনিতে ওরা বারবার রককে দেখছে।

কেভিন সেলবি ঢুকল, সাথে অ্যাল হলোওয়ে। একটু ইতস্তত করে টেবিলের ওপাশে রকের মুখোমুখি বসল কেভিন।

খাবারটা অত্যন্ত ভাল। অনেকদিন পর এমন রান্না করা খাবার খাচ্ছে রক। ওর উপস্থিতি কেভিনের ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। রকও বিরক্ত—কিন্তু লোকটা যখন লুসির বাবা, কিছুটা সহ্য করতেই হবে।

কয়েকজন তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে গেল। ওরা নিশ্চয় বাইরে গিয়ে বলাবলি করছে···একই টেবিলে সেলবির সাথে রকের খাওয়া, রাসেলকে মুখের উপর চ্যালেঞ্জ দেওয়া আর গিডোর হত্যাকারীদের কপালে কী ঘটবে···গরম

গরম সব আলোচনা।

খাওয়া শেষ করে একটা সিগারেট রোল করতে করতে অ্যাল প্রশ্ন করল, 'টিম কীভাবে মরল?'

যা ঘটেছিল তার বর্ণনা দিয়ে গেল রক। সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে খুঁটিনাটি আর কী ঘটেছিল তা ওর পক্ষে আঁচ করে নেওয়া কঠিন হলো না।

'এবার কী করবে?'

'ডাবল ডায়মন্ডে ফিরে যাব।'

সেলবির মুখ লাল হয়ে উঠল। অল্পেই রেগে ওঠা ওর স্বভাব। 'সময় থাকতে ভেগে যাও,' বলল সে। 'ওই র‍্যাঞ্চে তোমার কোন অধিকার নেই।'

'আপনার কিছু ক্ষমতা আছে বলেই সবাইকে নিজের ইচ্ছা মত চালাতে চেষ্টা করবেন, এটা ঠিক নয়, মিস্টার সেলবি। ডাবল ডায়মন্ড আমার এবং আমি এখানেই থাকব—পালাব না।

'আরও কথা আছে—আপনার সাথে আমি বিরোধে যেতে চাই না, কারণ আপনার মেয়েকেই আমি বিয়ে করব।'

'তার আগে তোমাকে জাহান্নামে পাঠাব!' বিয়ের কথায় আগেও সে ওই কথাই বলেছে।

টেবিলের উপর টাকা রেখে উঠে পড়ল রক। শেভ করা, চুল কাটানো আর ভরপেট খাওয়ার পরে বেশ ভাল বোধ করছে বটে, কিন্তু এখনও ওর শরীর বেশ দুর্বল।

দরজার দিকে এগোনোর সময়ে রক দেখল ম্যাগি স্মিথ তার দিকেই হাসি মুখে চেয়ে আছে। বন্ধু-সুলভ হাসি দেখে রকের মন অনেকটা হালকা হয়ে গেল। মন্টি কোন কথা বলেনি। সে কেবল চুপচাপ শুনে গেছে।

বাইরে বেরিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে রাস্তাটা ভাল করে দেখে নিল রক। সে যে শহরে এসেছে এটা এতক্ষণে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। এল জেন্ড ঘোড়া একটাও দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু এর অর্থ করা ঠিক হবে না। রাস্তা ধরে নিজের ঘোড়ার দিকে এগোল সে।

নাপিতের দোকানটার পিছনে সিঁড়ির উপর বসে একটা লোক ওর জন্যই অপেক্ষা করছে। লোকটার মাথা-জোড়া চকচকে টাক। মুখ তুলে রকের দিকে চেয়ে সে বলল, 'চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তুমিই ব্যানন।'

লোকটার কাঁধ রাসেলের মতই চওড়া কিন্তু লম্বায় ইঞ্চিখানেক ছোট হবে। ওজন প্রায় দুশো পাউন্ড, তবে একটুও মেদ নেই ওর দেহে।

'ম্যাগি স্মিথ বলছিল ডাবল ডায়মন্ড র‍্যাঞ্চে কাজ করার জন্যে তোমার একজন লোক দরকার। সবদিকেই আমার কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আছে। পেশাগত ভাবে আমি বন্দুকের কারিগর, তবে কামার, ছুতোর, মাইনিং, র‍্যাঞ্চের কাজ, সবই করেছি।'

'র‍্যাঞ্চ নিয়ে লড়াই চলছে।'

'যাদের লোক কম সেই দলেই থাকতে আমি পছন্দ করি।'

'ম্যাগি স্মিথ তোমাকে পাঠিয়েছে?'

'হ্যাঁ। আর আমার চাকরি না হলে ওর কাছে আমি খেলো হয়ে যাব।'

'তুমি কি ম্যাগির মনের মানুষ?'

লোকটার চোখ দুটো হেসে উঠল। 'হতে চাই, কিন্তু বেশি পাত্তা পাই না। চাকরিটা হবে?'

'র‍্যাঞ্চ ফিরে পেলে হবে।'

'তবে চলো ওটা ফিরে পাওয়ার ব্যবস্থা করি।'

রকের ঘোড়ার সাথে আস্তাবল থেকে একটা জেবরা ডান খচ্চর বের করে আনল লোকটা। খচ্চরের পিঠে জিনে সামনে আর পিছনে দুটো ছালা বাঁধা রয়েছে। জিনের উপর চড়ে রওনা হলো ওরা।

'আমার নাম হার্ডি ট্যানার। বন্ধুরা হার্ডি বলেই ডাকে।'

ওর কোমরে বেল্টের তলায় দুটো পিস্তল গোঁজা রয়েছে। পিস্তলের বাঁটে হাত রেখে দাঁত বের করে হাসল হার্ডি। 'এগুলো নীল বুটিং পিস্তল–নিজের পছন্দ মত অলটার করে নিয়েছি। পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ক্যালিবার–চমৎকার অস্ত্র। আর এইটা–' খাপের থেকে আর একটা পিস্তল বের করল সে। দুটো চাকা লাগিয়ে নিলে ওটা ছোটখাট একটা কামান হয়ে যাবে। 'এটা ছিল মিলস পয়েন্ট সেভেন ফাইভ। দুমাস এর পিছনে লেগে থেকে একে চার শটের একটা রিভলভার বানিয়ে নিয়েছি।'

সতেরো ইঞ্চি লম্বা অস্ত্রটা দেখে মনে হয় ওটা দিয়ে কেউ গুলি ছুঁড়তে গেলে পিছু ধাক্কায় কব্জি ভেঙে যাবে। তবে ওটা ব্যবহার করার মত বলিষ্ঠ হাত আর চওড়া কব্জি হার্ডির আছে। এটা ঠিক যে ওই কামানের একটা গুলি খেলে আর ডাক্তারের প্রয়োজন হবে না।

হার্ডির মত লোক দলে থাকা ভাল। লোকটা সত্যিকার অর্থে যোদ্ধা। মাথায় ঘিলু আছে। কর্নিশ স্টাইল কুস্তিও কিছুদিন করেছে।

এমন একটা লোক পাশে থাকলে অনেক সুবিধা। র‍্যাঞ্চ ফেরত পাওয়ার পর দরকার হলে ওর উপর ভার ছেড়ে বাইরে যেতে পারবে রক। কিন্তু র‍্যাঞ্চ কীভাবে ফেরত পাওয়া যাবে তা এখনও জানে না–তবে যেভাবেই হোক এটা পেতেই হবে।

রকের উপর ক্লান্তি ভর করেছে। হ্যাটানস পয়েন্টে পৌঁছার পর ঘুমানোর সুযোগ খুব কমই পেয়েছে। গত ষোলো দিন অনেক ঘুমিয়েছে, তবে সেটা জখম সারায় সাহায্য করেছে। এখনও পুরো শক্তি ফিরে পায়নি রক। বুলেটের আঘাত ওকে বেশ কাহিল করে ফেলেছে।

ডাবল ডায়মন্ডে পৌঁছে দূর থেকে ভাল করে পরিস্থিতিটা জরিপ করে দেখল রক। খোঁয়াড়ে চারটে ঘোড়া দেখা যাচ্ছে। এত দূর থেকে মার্কা দেখা যাচ্ছে না, তবে তাতে কিছু আসে যায় না। একটা কাঠের ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছে–দেখে দুর্ভেদ্য বলেই মনে হচ্ছে। মাথা নিচু করে ওরা আড়ালে লুকিয়ে আছে। রক আর তার সঙ্গীকে দেখতে পেয়ে রাইফেল নিয়ে ওত পেতে অপেক্ষা করছে। একটা রাইফেলের নল নড়ে উঠল–ওটা থেকে প্রতিফলিত আলো ঝিলিক দিয়ে উঠতে দেখল রক।

'কাজটা খুব কঠিন হবে।'

হার্ডি তার জিনের সামনে ঝুলানো বোঁচকাটার উপর হাত রেখে বলল, 'এর ভিতর কী আছে বলে তোমার ধারণা? আমি মাইনারও ছিলাম, জানো তো?'

'বারুদ?'

'হ্যাঁ, ডাইনামাইট।'

খচ্চরটাকে কতগুলো বড় পাথরের আড়ালে নিয়ে কয়েক কাঠি ডাইনামাইট বের করল হার্ডি। 'এসো, আমাকে একটু সাহায্য করো। বারুদের গন্ধে তোমার মাথা ধরে না তো?'

দুজনে মিলে ডাইনামাইটগুলো অর্ধেক করে কেটে, প্রত্যেকটাতে ঢাকনা এঁটে, পাথরের টুকরার সাথে বাঁধল।

অন্ধকার হয়ে আসছে। পাথরের আড়ালে অপেক্ষা করছে হার্ডি আর রক। ব্যারিকেডের পিছনে বসা লোকগুলো জানে ওরা কোথায় আছে। কিন্তু ওরা যে পাথরের আড়ালে বসে কী করছে জানতে না পেরে নিশ্চয় এতক্ষণে লোকগুলো চিন্তিত হয়ে উঠেছে।

সন্তর্পণে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ওরা এগোল। ব্যারিকেড থেকে বেশ কিছুটা দূরে থাকতে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে সামনের দিকে ছুটল রক। সামনেই একটা আড়াল রয়েছে, কিন্তু ওখানে পৌঁছবার আগেই ব্যারিকেডের ওপাশ থেকে একজন তড়াক করে লাফিয়ে উঠে গুলি ছুঁড়ল। ঝাঁপিয়ে পাথরের আড়ালে চলে গেল রক।

হার্ডিও ছুটছে। আর একটা গুলির শব্দ হলো। ততক্ষণে হাঁটু গেড়ে বসে তাড়াহুড়া করে ফিউজে আগুন ধরিয়ে একটা ডাইনামাইট বোমা ছুঁড়ে মারল রক। তারাবাজির মত আগুনের ফুলকি ঝরিয়ে ব্যারিকেডের দিকে ছুটে গেল বোমা। ওদিক থেকে একজন বিকট চিৎকার দিয়ে উঠল–ঠিক সেই মুহূর্তে ঘটল বিস্ফোরণ।

হার্ডির প্রথম আর রকের দ্বিতীয় বোমাটা এক সাথে শূন্যে উঠল। আর একটা বিস্ফোরণে অন্ধকার চিরে খানখান হলো। বেড়া টপকে একজন সোজা ছুটে এল রকের দিকে। বাকি সবাই খোঁয়াড়ের দিকে ছুটল। লোকটা আবছা ভাবে রককে চিনতে পেরে ব্রেক কষে থামার মত স্কিড করে দাঁড়িয়ে পরক্ষণেই ঘুরে ঝেড়ে দৌড় দিল। মনে হচ্ছে যেন ভূত দেখেছে লোকটা।

চারজন লোক ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে অদৃশ্য হলো।

আড়াল থেকে বেরিয়ে খোঁয়াড়ের দিকে এগোল ওরা। হার্ডি শব্দ করে হাসল। 'লোকগুলো শেষ পর্যন্ত লড়ত,' বলল সে। 'কিন্তু বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে সাহস হারিয়ে ফেলেছে।'

হার্ডিকে পাহারায় রেখে নিজের ঘোড়া আর সঙ্গীর খচ্চরটা নিয়ে এল রক। অবশেষে আবার র‍্যাঞ্চ ফিরে পেল...

খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে শহরে যাবার পথের দিকে চাইল রক। লোকগুলো এখন ওখানেই প্রথম যাবে–তার মানেই কয়েক রাউন্ড ড্রিঙ্ক। সুতরাং আর একটা আক্রমণ আসতে দেরি আছে। হার্ডির কথাই ঠিক–শুধু গোলাগুলি হলে ওরা শেষ পর্যন্ত লড়ত। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দেই ওরা ভয় পেয়ে ভেগেছে।

ঘোড়া নিয়ে র‍্যাঞ্চের উঠানে ফিরে দেখল হার্ডি কাঠ জড়ো করছে। 'তোমার ভাগ্য ভাল। র‍্যাঞ্চটা সত্যি চমৎকার,' বলল সে।
'হ্যাঁ, এখন রাখতে পারলে হয়।'
'দুজনে মিলে টিকে থাকতে পারব,' শান্ত স্বরে বলল হার্ডি।

দশ

দুপুরের খাওয়া সেরে দূরে কিছুটা ধুলো উড়তে দেখল ওরা। ঘোড়ায় চড়ে কেউ এদিকেই আসছে। দুজনও হতে পারে, তবে তার বেশি না।
তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে রাইফেল হাতে ব্যারিকেডের পিছনে অপেক্ষা করছে হার্ডি। লোকটা অযথা উত্তেজিত হয় না। এইজন্যই ওকে রকের আরও ভাল লেগেছে। লড়াই ঠাণ্ডা মাথার কাজ—মাথা গরম করলেই বিপদের সম্ভাবনা।
একটা সিগারেট রোল করার ফাঁকে ধুলোটার উপর নজর রেখেছে রক। হয়তো কিছুই না, আবার কিছু হতেও পারে।
আরোহীকে এবার দেখা গেল। সহজ গতিতে এগিয়ে আসছে ঘোড়াটা। ঘোড়ার পিঠে লুসি।
সারা সকাল দুজনে মিলে নতুন বাড়ির জন্য জায়গাটা পরিষ্কার করেছে। ঘোড়া থামিয়ে প্রথমেই ওদিকে চাইল লুসি। পাশেই ভিত করার জন্য পাথর এনে জড়ো করে রাখা হয়েছে।
ছোট টিলার মাথায় তৈরি হবে বাড়ি। সামনে দিয়ে লম্বালম্বি ভাবে চলে গেছে কটনউড ওয়াশ। কয়েকটা বিশাল কটনউড আর সিকামোর গাছ ছায়া দিচ্ছে।
'তোমাদের সাবধান থাকা দরকার। আমার মনে হয় গতরাতে একজন অতিথি এসেছিল,' বলল লুসি।
'অতিথি?'
'রাসেল ট্র্যাভার্স এদিকে এসেছিল।'
তা হলে লোকটা এখানেও এসেছিল। শয়তানের মত নিঃশব্দে এসেছে, নইলে ওরা শুনতে পেত। লুসি ঠিকই বলেছে, তাদের আরও সাবধান থাকতে হবে।
'একটু অদ্ভুত প্রকৃতির লোক—লোকটা কে?'
'অতীত সম্পর্কে কোন কথাই বলে না। সে ফিলাডেলফিয়া আর নিউ ইয়র্কে থাকত জানি, আর বর্তমানে মাঝে মাঝে সল্ট লেক বা স্যান ফ্রানসিসকোয় বেড়াতে যায়। ব্যস ওই পর্যন্তই।' ঘোড়া থেকে নেমে কাঠের ব্যারিকেডটার দিকে চাইল সে।
রক জিজ্ঞেস করল, 'ওদের কেউ চোট পেয়েছিল?'
'না, তবে ডাইনামাইট ব্যবহার করা নিয়ে অনেক কথা বলেছে ওরা।' হঠাৎ মুখ তুলে চাইল লুসি। 'কেউ আহত হলে তোমার খারাপ লাগত?'

'কেউ আহত হোক এটা কে চায়? আমি কেবল ওদের এখান থেকে তাড়াতে চেয়েছিলাম। তবে গ্রিফিথের লোকেরাই গিডোকে মেরেছে, তাই ওদের কেউ চোট পেলেও দুঃখ পাব না।'
মেয়েটা ঘোড়ার পাশেই দাঁড়িয়ে রোদের তাপ উপভোগ করছে আর ওয়াশের সবুজ ঘাসের উপর গরু চরা দেখছে।
'এখান থেকে দৃশ্যটা খুব সুন্দর।'
'ঘরের জানালা দিয়ে এই দৃশ্য দেখার অনেক সুযোগ তুমি পাবে।'
ঘুরে তাকাল লুসি। 'তুমি দেখছি সত্যিই তাই বিশ্বাস করো।'
রক কিছু বলার আগেই সে আবার চিন্তিত ভাবে বলল, 'রাসেল ট্র্যাভার্সের কথা জিজ্ঞেস করছিলে না? সাবধানে থেকো, রক। আমার মনে হয় লোকটার কোন নীতির বালাই নেই।'
লুসি আরও কিছু বলবে বুঝে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে রক। রাসেলের ব্যাপারে সে একটু বিব্রত। লোকটা যেমন সুদর্শন তেমনি শক্তিশালী—মেয়েদের ওর দিকে সহজেই আকৃষ্ট হবার কথা। কিন্তু লুসির কথায় বোঝা যাচ্ছে রকের মত সেও রাসেলের মধ্যে কিছু একটা দেখে সাবধান হয়ে গেছে।
'পুবের থেকে এক যুবক এখানে এসেছিল—লোকটার নাম পিটার ওটুল। ওকে আমি পছন্দ করতাম, কিন্তু রাসেলকে চিনি বলেই ওর সামনে কখনও পিটারের কথা তুলিনি। এক সন্ধ্যায় রাসেল নিজে থেকেই পিটারের কথা তুলে বলল সে আর ফিরে না এলেই সবার জন্যে মঙ্গল হবে।'
ঘুরে রকের দিকে মুখ তুলে চাইল লুসি। 'পিটার ওটুলের নাম শুনে রাসেল ভীষণ ভয় পেয়েছিল।'
'ভয়? রাসেল?'
'হ্যাঁ...আর পিটার ছোটখাট মানুষ, কোন দিক দিয়েই ভয় করার মত কিছু নয়। তবু রাসেল প্রশ্ন করা শুরু করল। পিটার এখানে কী করতে এসেছে? সে কি কারও সম্পর্কে খোঁজ খবর নিচ্ছে? বা কাউকে খুঁজছে? এইসব।'
ভাববার মত একটা বিষয়। রাসেলের মত মানুষ কেন ভয় পাবে? নিজেকে সে সবার থেকে শক্তিশালী বলে মনে করে, সুতরাং দৈহিক দিক থেকে সে ভয় পায়নি। নিশ্চয় অন্য কিছু আছে।
'তুমি কি ওটুলকে একথা বলেছিলে?'
'না।' দুশ্চিন্তার ছায়া দেখা গেল লুসির মুখে। 'ওকে আর দেখিনি আমি।'
'আর ফেরেনি সে?'
'না। কোন চিঠিও দেয়নি।'
ওয়াশ ধরে দুজনে এগিয়ে গেল। র‍্যাঞ্চ আর রকের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে ওদের মধ্যে অনেক কথা হলো। রকের জন্য এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা। আজ পর্যন্ত এমন নিরিবিলি অবসর সে কখনও উপভোগ করেনি।
লুসি বিদায় নেওয়ার সময়ে রক জিজ্ঞেস করল, 'ওই পিটার ওটুল লোকটা কোথাকার?'
'ভার্জিনিয়া। আর্মির লোক। এখানে আসার আগে ওয়াশিংটনে তার পোস্টিং

ছিল।'

লুসির ঘোড়াটা ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসছে। ওদিকে চেয়ে আবার রাসেলের কথায় ফিরে গেল ওর মন। হয়তো পিটারকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে সে। কিন্তু ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা দরকার।

রাসেলের প্রশ্ন আর পিটারের হঠাৎ অদৃশ্য হওয়ার মধ্যে কোন যোগাযোগ থাকতে পারে। একটা কিছু লুকাতে চাইছে রাসেল। রাতে লোকটা কেন এদিকে এসেছিল...রককে খুন করতে? নাকি অন্য কোন উদ্দেশ্যে?

দুজনে মিলে বাড়ি তৈরির কাজে হাত দিল। মাঝে মাঝে রককে বিশ্রাম নিতে হচ্ছে. জখম ভাল হলেও আগের শক্তি সে ফিরে পায়নি। হার্ডি সত্যিই হার্ডি–অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে চলেছে সে। অন্ধকার হওয়ার আগেই কাজ অনেকটা এগিয়ে গেল। ভিত পাতা হয়েছে বাড়িটা কেমন হবে এখন তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

সন্ধ্যার আগে সাদা ঘোড়ায় চড়ে চারপাশটা একটু ঘুরে দেখে আসতে গেল রক। রাসেলের ঘোড়ার চিহ্ন চিনতে কষ্ট হলো না। ওই ওজন বইতে হলে বড় ঘোড়ার প্রয়োজন। ভবিষ্যতে যেন আবার চিনতে পারে এজন্য ভাল করে ট্র্যাকগুলো খুঁটিয়ে দেখল। ভিতরে ভিতরে একটা প্ল্যান আঁটছে সে।

দেখা যাচ্ছে ডাবল ডায়মন্ড র‍্যাঞ্চের ব্যাপারে চারটে পার্টি আগ্রহী। বক্স এস-এর কেভিন সেলবি, এল জেড-এর ডেজ গ্রিফিথ, রক আর রাসেল ট্র্যাভার্স।

শক্তি খাটানো ছাড়া আর কিছু বোঝে না ডেজ। কেভিন সেলবি জিততে পারবে না জানলে নিজে থেকেই সরে যাবে। একমাত্র রাসেল ট্র্যাভার্সকে নিয়েই চিন্তা। ওর সম্পর্কে আরও ভাল করে খোঁজ নিয়ে জানা দরকার।

টেক্সাসের ফোর্ট কনচোতে মেজর লিও ওটুল নামে একজন আছে, হতে পারে পিটার ওটুলেরই কোন আত্মীয়। খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে–ভাবল রক।

খোঁয়াড়ে রাখা ঘোড়ার জন্য খড় কেটে দিয়ে চাঁদের আলোয় সাপার খেতে বসল ওরা।

'আগামীকাল আমি সিলভার রীফে যাব, হার্ডি। একটা তার পাঠাতে হবে।'

'যাও, অসুবিধে নেই। এদিকটা আমি সামলাতে পারব।'

চাঁদের আলোয় ওয়াশটাকে অপূর্ব দেখাচ্ছে। ওদিকে চেয়ে হার্ডি আবার বলল, 'জায়গাটা বড় সুন্দর। এখানে থেকে যেতে পারলে ভালই হত।'

'তা হলে তো খুব সুবিধা হয়। কাজে সাহায্যের জন্যে আমার লোক দরকার।'

গতরাতে রাসেলের লুকিয়ে নিঃশব্দে এদিকে আসার কথাটা হার্ডিকে জানাল রক। ওদের দুজনকেই সাবধান থাকতে হবে।

কম্বলের নীচে ঢুকে অনেক রাত পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে আকাশের তারা দেখল রক। আগুনটা ঝিমিয়ে এসেছে...একটা কয়োটি চাঁদের পানে চেয়ে লম্বা ডাক ছাড়ল।

হার্ডি ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে কী যেন বলে পাশ ফিরে শুলো। পশ্চিমের রিমে কিছুই নড়ছে না।

এগারো

হ্যাটানস পয়েন্টকে বাঁয়ে রেখে ডাঙাচোরা জমির উপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে রক। সিলভার রীফের ট্রেইলে এসে উঠল সে। পথে কারও দেখা পায়নি।

শহরটা এলোপাথাড়ি ভাবে রাস্তার দুপাশে গড়ে উঠেছে। সেলুন, স্টোর, গির্জা আর বসত বাড়ি, সবই রয়েছে এখানে। এলক হর্ন নামটা রককে ওদিকেই টেনে নিয়ে গেল। ঘোড়া থেকে নেমে সেলুনে ঢুকল সে।

'রাই?'

রকের সম্মতি পেয়ে বারটেন্ডার রাই হুইস্কি সার্ভ করল। লোকটার মাথায় চুল নেই–চোখ দুটো কুতকুতে।

'মাইনের খবর কী?'

'ভালই, কিন্তু তোমাকে তো মাইনার বলে মনে হয় না।' রকের কাউবয় জামা আর উরুর সাথে বেঁধে রাখা পিস্তল দুটো খুঁটিয়ে দেখে সে আবার বলল, 'এটা শান্ত শহর, পিস্তলবাজ লোকের এদিকে আনাগোনা কম। আরও পুবে ওদের জায়গা।'

'হ্যাটানস পয়েন্ট?'

'হুঁ। শুনেছি বক্স এস আর এল জেড র‍্যাঞ্চে লড়িয়ে লোক নেয়া হচ্ছে।'

'আমার সাথে এক গ্লাস খাও?'

'খাই না। দেখে দেখে অভক্তি এসে গেছে।'

হুইস্কিটা ভালই। আর এক গ্লাসের অর্ডার দিল রক। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওর টেলিগ্রাম পাঠানো হয়ে যাবে। জিরিয়ে নেওয়ার ফাঁকে কিছু তথ্য জেনে নিতে চায়। গ্লাসটা আঙুলের ফাঁকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে রক।

'সেদিন হ্যাটানস পয়েন্ট থেকে দুজন লোক এসেছিল। ওদের মধ্যে একজন ছিল বিরাট তাগড়া লোক। অমন মোষের মত জোয়ান লোক আর আগে দেখিনি।'

রাসেল ট্র্যাভার্স...

'হ্যাটানস পয়েন্টের খবর কিছু বলল?'

'আমাকে কিছু বলেনি–তবে ওর সাথের লোকটা জাজি গ্যাঙের খোঁজ করছিল। ভাড়াটে বন্দুকবাজ ওরা।'

'গোলমাল বাধবে বলে মনে হচ্ছে।' এক চুমুকে বাকি ড্রিঙ্কটুকু শেষ করল রক। বারটেন্ডার হাতের ইঙ্গিতে বোতল দেখালে মানা করল সে। 'আমিও বিশেষ ড্রিঙ্ক করি না। শহরে এলে হয়তো একটা দুটো খাই।'

'হ্যাটানসে গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা। তাগড়া লোকটা উকিলের সাথে দেখা করেছে।'

'উকিল?'

'হ্যাঁ। নিক ডিয়ারসন। ঠগবাজ লোক।'

বারটেন্ডার রককে ছাড়তে চাইছে না। সেলুনটা খালি–অথচ কথা বলার মুডে আছে সে। হ্যাটটা একটু পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে কথা শুনতে শুনতে একটা সিগারেট রোল করছে রক।

রাসেল ট্র্যাভার্স সিলভার রীফে এর আগেও কয়েকবার এসেছে, তবে এলক হর্নে ঢোকেনি। মাত্র একবারই ওর সাথে ড্যাল এসেছিল। মাঝে মাঝে এলক হর্নে আসে সে।

সেলুন থেকে বেরিয়ে স্টেজ স্টেশন থেকে লিও ওটুলের কাছে একটা টেলিগ্রাম পাঠাল রক। তারপর নিক ডিয়ারসনের অফিস খুঁজে বের করল।

রাস্তার লোকজন কৌতূহল নিয়ে রকের দিকে তাকাচ্ছে। পিস্তল দুটোই বেশি করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। একটা কঠিন চেহারার তরুণ মাইনার ওর রাস্তা আটকে দাঁড়াল। লোকটার চোখে বিপদ সঙ্কেত দেখতে পাচ্ছে রক। কিন্তু আপাতত কারও সাথে মারপিট করার ইচ্ছা নেই।

'পিস্তলের বড়াই–ওগুলো না থাকলে কী করতে?'

জবাবে সুন্দর একটা হাসি দিল রক। 'ওদুটো ছাড়াও আমাকে সময়ে সময়ে চলতে হয়েছে। কখনও জিতি...কিন্তু গতবারে মার খেয়ে ছাতু হয়েছি।'

হেসে ফেলল লোকটা। রাগ পানি হয়ে গেছে। 'চলো, একটা ড্রিঙ্ক খাওয়া যাক।'

'চলো।'

আর একটা খাওয়ার জন্য লোকটা জোর করছিল কিন্তু আর খেতে চায় না রক। এই সময়ে লোকটার কয়েকজন বন্ধু এসে হাজির হতেই সুযোগ বুঝে কেটে পড়ল। বাইরে রাস্তা দিয়ে এগোল সে।

রাস্তার মোড়ে বাতিটার নীচে দিয়ে যাবার সময়ে বাতির আলোয় ওর কাঠামোটা মুহূর্তের জন্য পরিষ্কার দেখা গেল। অন্ধকার থেকে একটা আগুন ঝিলিক দিয়ে উঠল। কোটের হাতায় একটা টান অনুভব করল রক। পরমুহূর্তেই ওর পিস্তলটা গর্জে উঠল। গুলির পিছু পিছু রকও ছুটল।

স্টোরের পাশে অন্ধকার থেকে একটা লোক বেরিয়েই টলতে টলতে পিছনের গলি দিয়ে ছুটল। পিস্তল হাতে ওকে ধাওয়া করল রক।

পিছলে হাঁটু গেড়ে পড়েই আবার উঠে দৌড় দিল। পড়ছে আর ছুটছে। খোঁয়াড়ের বারে ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়ল। খোঁয়াড়ের বেড়াটা সে দেখতে পায়নি।

হাতের উপর ভর করে উঠতে চেষ্টা করে আবার পড়ে গিয়ে এবার স্থির হয়ে শুয়ে রইল। একটা জানালা থেকে আলো পড়েছে–লোকটা ড্যাল।

শার্টের সামনের দিকটা রক্তে ভিজে গেছে। মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। রকের পাল্টা জবাবে মারাত্মক চোট পেয়েছে। চোখ পাকিয়ে চেয়ে ঠোঁট নেড়ে কথা বলার চেষ্টা করছে সে।

'শালা...মিস করলাম।'

'আমি করিনি।'

কঠিন চোখে চেয়ে আছে ড্যাল। যাবার জন্য নড়ে উঠল রক। 'আমি ডাক্তার

ডেকে আনছি। ওদিকে রাস্তায় সাইন বোর্ড দেখেছি।'

খামচে কোটের হাতা ধরল ড্যাল। 'যেও না! লাভ নেই...আমি...আমি একা নিঃসঙ্গ অবস্থায়...মরতে চাই না।'

'বুড়ো গিডোকে যারা মেরেছে তুমিও সেই দলে ছিলে।'

'না!' রকের শার্ট টেনে ধরল ড্যাল। 'আমি ছিলাম না! গিডো...ভাল লোক ছিল।'

'রাসেল ট্র্যাভার্স ছিল ওখানে?'

অন্যদিকে মুখ ফিরাল ড্যাল। 'সে থাকবে কেন? ওটা তার...তার ব্যাপার ছিল না।'

টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছে ড্যাল। রাস্তায় লোকজনের কথাবার্তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। গুলির আওয়াজ কোনদিক থেকে এসেছে তাই নিয়ে তর্কবিতর্ক চলেছে। একটু পরেই ওরা এসে পড়বে।

'ডিয়ারসনের সাথে রাসেলের কী কাজ? জাক্কি গ্যাঙই বা কেন?'

রাস্তার পাথরে বুটের আওয়াজ হচ্ছে। লণ্ঠন হাতে একজন লোক এগিয়ে আসছে।

'জলদি একজন ডাক্তার ডাকো। এই লোক আহত হয়েছে।'

লণ্ঠন রেখে ছুটল সে। হারিকেনটা এগিয়ে নিয়ে ক্ষতটা পরীক্ষা করে দেখার জন্য ড্যালের জামার বোতাম খুলতে শুরু করল রক।

'লাভ নেই...আমার দফা রফা করে দিয়েছ।' রকের সমঝতা চাইছে ওর চোখ। 'বিশ্বাস করো...কাউকে কোনদিন অ্যামবুশ করিনি আমি।'

শ্বাস নেওয়ার সুবিধার জন্য রক ওর বেল্ট খুলে জামাকাপড় একটু আলগা করে দিল। শ্বাস ভারি হয়ে আসছে। শূন্য দৃষ্টিতে আঁধারের দিকে চেয়ে আছে ড্যাল।

'জাক্কির দল অ্যাল হলোওয়েকে মারবে।'

'আর আমাকে?'

'তোমার জন্য অন্য ব্যবস্থা।'

'সে কী চায়–র‍্যাঞ্চ?'

'না।'

শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর। রাস্তায় পায়ের শব্দ পাচ্ছে রক। একসাথে কয়েকজন লোক আসছে।

'সে...টাকা...চায়।'

ডাক্তার দৌড়ে এগিয়ে এল। উত্তেজিত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে পিছিয়ে গেল রক। তারপর ঘুরে এগিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। রাসেলের পরিকল্পনা কেউ জানলে নিক ডিয়ারসন জানবে। রকের ধারণা ডিয়ারসনের অফিসে চেষ্টা করলে ঢোকা যাবে।

একটু থেমে পিছন ফিরে চাইল রক। ড্যালকে ঘিরে রয়েছে মানুষের জটলা। কেউ চিৎকার করে সবাইকে চুপ করতে বলল। তারপর ড্যালকে জিজ্ঞেস করা হলো ওকে কে গুলি করেছে। ড্যাল কোন জবাব দিল কিনা শুনতে পেল না রক।

জবাব দেওয়ার মত অবস্থা হয়তো ওর নেই–কিংবা নাম বলার ইচ্ছা নেই।
অন্ধকারে দাঁড়িয়ে লোকগুলোর প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে সে।

ট্রিপটা বৃথা যায়নি। অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা গেছে। টেলিগ্রামও পাঠানো হয়েছে। কিন্তু রাসেলের আসল মতলবটা বোঝা যাচ্ছে না।

অ্যালকে হত্যা করতে চায় না সে। তার মানে সে যা চায় তা পেতে হলে অ্যালকে সরানো দরকার। লুসি? কিন্তু লুসির সাথে তার প্রেম করায় সেলবির সম্মতি আছে। তা হলে অ্যালকে সরিয়ে তার কী লাভ? তবে কি সেলবিকেও শেষ করবে সে?

নিক ডিয়ারসনের অফিস তিনতালায়। উপরে উঠার পরে কেউ সিঁড়ি দিয়ে উঠলে আটকা পড়ে যাবে সে।

অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে উপর দিকে চাইল রক। কোণঠাসা হওয়া ওর পছন্দ নয়। উন্মুক্ত খোলামেলা এলাকাই পছন্দ।

আবহাওয়া কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। আকাশে তারা উঠেছে। আর সুযোগ পাওয়া যাবে না–সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠল রক। ধরা পড়লে ওর অবস্থা কাহিল। এই শহরে ওকে কেউ চেনে না। উকিলের সাথে আলাপ করতে এসেছে? কিন্তু অফিসে যে বাতি নেই।

দরজা বন্ধ। অল্প চেষ্টাতেই দরজা খুলে ফেলল রক। ভিতরে অন্ধকার। ম্যাচ জ্বেলে মোমবাতি দেখতে পেয়ে মোম জ্বালাল সে। ডেস্কের উপরটা দেখে নিয়ে উপরের দেরাজটা খুলল। দ্রুত হাত চলছে। হঠাৎ থেমে গেল ওর হাত।

ওর হাতে রয়েছে একটা খনিজ কাঁচা মালের মূল্যায়ন রিপোর্ট। কোন নামের উল্লেখ নেই, তবে রিপোর্ট পড়ে বোঝা যায় যে জিনিসের বিশ্লেষণ করা হয়েছে তাতে রূপার পরিমাণ অত্যন্ত বেশি। ওটা এক পাশে রেখে আবার দ্রুত হাত চালাল রক। হঠাৎ একটা পরিচিত নাম চোখে পড়ল।

এক প্যারাগ্রাফের একটা চিঠি। নীচে নাম সই করা হয়েছে–রাসেল ট্র্যাভার্স।

গোপনীয়তা রক্ষা করে সম্পত্তি কেনা বেচায় তোমার বেশ দক্ষতা আছে শুনেছি। একটা ব্যাপারে আলাপ করার জন্য ১২ তারিখে আমি সিলভার রীফে তোমার সাথে দেখা করব। আমার দেখা করা এবং আলাপের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ গোপন থাকা একান্ত জরুরী।

খুব সামান্যই, তবু একটু আঁচ পাওয়া গেল। তাড়াতাড়ি রিপোর্টটা ঢুকে নিয়ে আগের জায়গায় রেখে দিল রক। তারপর চিঠিটা সাবধানে ভাঁজ করে পকেটে ভরল। আলো নিভিয়ে মোমবাতিটা আবার তাকের উপর রেখে দিল।

লম্বা পথ চলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে রক। বিশ্রাম দরকার। এখনও অল্পেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। পুরো ভাল হয়নি।

দরজার দিকে এগিয়ে নিচু গলায় আলাপ আর সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পেল রক।

তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এসে পাশের ছোট কামরাটায় ঢুকে পড়ল। ভাগ্য ভাল দরজাটা খোলাই ছিল। নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করল সে। আর একটু দেরি হলেই বিপদ হত।

ঘরের বাতাসে কেমন যেন একটা ছাতা-পড়া গন্ধ। অনেক দিন ব্যবহার করা হয়নি বোঝা যায়। অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে দেখল কতগুলো রুক্ষ কাঠের তক্তা দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো রয়েছে।

পাশের ঘরে গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ম্যাচ ঘষার শব্দ হলো। 'তুমি বেশি দুশ্চিন্তা করছ, রাসেল। সম্ভবত মদের নেশায় মারপিট হয়েছে।'

'মাত্রা ছাড়িয়ে মদ খাওয়া অ্যালের স্বভাব নয়।'

'ওর কথা ছাড়ো...তুমি মেয়েটাকে বিয়ে করে ফেললে কাজটা অনেক সোজা হয়। কী ব্যাপার, ওখানেও ব্যানন বাগড়া দিচ্ছে?'

'থামো!' রাসেলের গলাটা ভয়ানক শোনাল। 'ফের ও-কথা বললে ভেজা তোয়ালের মত তোমার গলা নিঙড়ে দেব!'

'তোমার অংশ তুমি ঠিক মত সামলাও। আমার এদিককার কাজ শেষ। ক্রেতা টাকা নিয়ে তৈরি–কিন্তু অনন্তকাল ওরা অপেক্ষা করবে না।'

ক্ষণিক নীরবতা, ছিপি খোলার শব্দ, তারপর গ্লাসে ড্রিঙ্ক ঢালার আওয়াজ।

'কাজটা সহজ না...ওকে একা পাওয়া যায় না।' রাসেলের গলা শোনা গেল।

'জাঙ্কিদের সাহায্য পাচ্ছ তুমি।'

চেয়ার পিছনে ঠেলার শব্দ হলো। টেবিলের উপর গ্লাস নামিয়ে রাখার আওয়াজ। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে গেল ওরা। জানালা দিয়ে রক দেখতে পেল রাস্তায় বেরিয়ে ওরা দুজন দুদিকে চলে গেল।

যে কোন মুহূর্তে ডিয়ারসন আবার ফিরে আসতে পারে। তাড়াতাড়ি নীচে নেমে ঘোড়া নিয়ে ফিরতি পথে রওনা হয়ে গেল রক।

বারো

রককে ফিরতে দেখে হার্ডি এগিয়ে গেট খুলে দিল।

'এদিককার কী খবর? কোন ঝামেলা হয়েছিল?' জিজ্ঞেস করল রক।

'না...কয়েকজন লোক এসেছিল, কিন্তু আমার স্পেন্সারের মুখে আর এগোতে সাহস পায়নি–ফিরে গেছে।' কেবিনের দিকে ফিরল হার্ডি। 'টেবিলে খাবার বাড়ছি, তুমি হাতমুখ ধুয়ে নাও।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন নামাতে নামাতে চারপাশে চেয়ে দেখল রক। ওর অনুপস্থিতিতে একাই কাজ চালিয়ে গেছে হার্ডি। তাকে সাহায্য করার জন্য যোগ্য মানুষই পাঠিয়েছে ম্যাগি।

'সিলভার রীফে কোন বিপদ হয়নি তো?'

'একজন মরেছে।'

'সাবধান। ইদানীং অনেক লোক মারা যাচ্ছে।'

বার্কিনের গা খড় দিয়ে মেজে দেওয়ার ফাঁকে ঘটনার বিবরণ দিল রক। নিকের অফিসে কী জেনেছে সেকথাও বলল।

পুরোটা শুনে হার্ডির মুখের ভাব গম্ভীর হলো। 'এ ব্যাপারে অ্যাল হলোওয়ের সাথে তোমার কথা বলা দরকার।'

হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসল রক। হার্ডি বসে বসে ওর খাওয়া দেখছে। 'তোমাকে দেখে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে,' পাইপ ধরিয়ে মন্তব্য করল সে। 'তুমি কি সত্যিই রাসেল ট্র্যাভার্সের সাথে লড়বে?'

'হ্যাঁ, লড়ব।'

'প্রচণ্ড শক্তিশালী লোক ট্র্যাভার্স। আমি ওকে ভরা হুইস্কির ব্যারেল মাথার উপরে তুলতে দেখেছি।'

কথাটা রককে মনে করিয়ে দেওয়ার দরকার ছিল না। ওর ঘুসির ওজন সে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানে। কিন্তু সত্যিই যদি কেউ ওর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তা হলে কী ঘটবে? ওই রকম দেহ থাকলে মানুষের লড়বার দরকার হয় না। ওর সাইজ দেখে সবাই ভয়ে পিছিয়ে যাবে। মারপিটের কলা-কৌশল কি ওর জানা আছে? ভাবছে রক।

'তুমি বলেছিলে কর্নিশ কুস্তি জানো। বক্সিং করছ কখনও?'

'আইরিশ লোকের বক্সিং না জেনে উপায় আছে? প্র্যাকটিস দিতে পারব।'

একটা সপ্তাহ কেটে গেল। ডাবল ডায়মণ্ডের উপর আর নতুন কোন হামলা এল না। সপ্তাহ জুড়ে চলল কাজ। সেই সাথে প্র্যাকটিস'। সাত দিনের দিন বিরতি ছাড়াই পুরো তিরিশ মিনিট লড়ল রক। ওর শক্তি প্রায় ফিরে এসেছে—ক্ষতের ব্যথাটাও আর নেই।

হাতের গ্লাভস খুলতে খুলতে হার্ডি বলল, 'তোমার শেষ ঘুসিটা মারাত্মক ছিল। কোত্থেকে এল দেখতেই পাইনি। আমাকে কাঁপিয়ে ছেড়েছে।'

'আগামীকাল শহরে যাব আমি।'

'রাসেলের সাথে ফাইট করতে?'

'লুসিকে দেখতে যাব। তা ছাড়া কিছু কেনাকাটাও করতে হবে। অ্যালের সাথেও আলাপ করব। একটু দেরিই হয়ে গেছে—দুশ্চিন্তায় আছি।'

সিলভার রীফ থেকে ফেরার পরদিনই শহরে যাবার পথে রকের সাথে দেখা করতে ডাবল ডায়মণ্ডে এসেছিল হ্যারি। ওর মারফতই অ্যালকে খবর পাঠিয়েছিল রক। কিন্তু এর পরে কী ঘটেছে আর অ্যালই বা খবরটা পেয়ে কী ভাবল, কিছুই জানে না সে। অ্যাল নিজেরটা নিজেই সামলাতে পারবে—কিন্তু কেভিন সেলবি?

চিঠিতে সে কেবল জানিয়েছে সেলবির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে—এর বেশি কিছু চিঠিতে জানাতে চায়নি।

'রাসেল ট্র্যাভার্সকে খেপিয়ে তুলতে চাই আমি। সে ক্ষিপ্ত হওয়ার আগে আমি লড়তে চাই না।'

'তাতে তোমার সাহায্য হবে বটে, কিন্তু তবু সাবধান।'

দুপুর বেলা শহরে পৌঁছল রক। ঘোড়াটাকে পানি খাইয়ে সেলুনে ঢুকল সে।

একটা ড্রিঙ্ক হাতে নিয়ে সব খবরাখবর জেনে নিতে চায়।

মন্টি রয়েছে বারে। রককে ঢুকতে দেখে সে বলল, 'এর মধ্যেই বেশ নাম কিনে ফেলেছ তুমি।'

'বেশি চাইনি—ন্যায্য পাওনা র‍্যাঞ্চটাই কেবল চাই।'

'ভ্যাল মারা পড়েছে…সিলভার রীফে।' মন্টি রকের চেহারা খুঁটিয়ে লক্ষ করছে—বুঝতে চেষ্টা করছে।

কাঁধ ঝাঁকাল রক। 'মারপিটের মধ্যে গেলে এসব ঘটেই থাকে।'

'ওখানকার শেরিফ খুব কড়া লোক। শুনেছি সে নাকি জোর তদন্ত চালাচ্ছে।'

ওকথার জবাব না দিয়ে রক বলল, 'আমি যখন প্রথম আসি তখন বলেছিলে শহরের সবাই পক্ষ বেছে নিচ্ছে—তুমি কোন দলে?'

হাতের গ্লাসটা নাড়াচাড়া করে একটু ইতস্তত করল। মন্টি, 'তুমি আসার পরে আমি কোন পক্ষে বলাটা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি এল জেডের বিপক্ষে, কারণ ওরা আইন শৃঙ্খলার ধার ধারে না।'

'আর কেভিন সেলবি?'

'হ্যাকড়া, নিজে যা বোঝে তাই করে। তবে চেষ্টা করলে কিছু ওকে বোঝানো সম্ভব। লোকটা অযৌক্তিক নয়। নিজের দাবিকে একটু বেশি বড় করে দেখে—সেটাই ওর দোষ।'

'আর রাসেল ট্র্যাভার্স?'

চট করে চোখ তুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রককে একবার দেখে নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে চাইল মন্টি। 'এখানকার সবার ধারণা সেও অনেকটা সেলবির মত…কথাটা তোমার বিশ্বাস হয় না?'

'না…আমার বিশ্বাস স্বার্থ ছাড়া সে কিছু বোঝে না। যে পক্ষে যোগ দিলে তার বেশি লাভ হবে, নির্দ্বিধায় সেই দলে যোগ দেবে।'

চুপ করে রইল ন্যাট। কারণ না বুঝলেও রক টের পাচ্ছে ওর কথায় ন্যাট বেশ বিচলিত হয়েছে। সেলবির বন্ধু সে—সম্ভবত রাসেলের সাথেও তার ভাল সম্পর্ক আছে।

'শোনো, মন্টি,' ওর দিকে ঝুঁকে রক বলল, 'এখানে প্রেস বলতে তোমাকেই বোঝায়। আমি সীমান্তের অনেক শহর দেখেছি—সেগুলো এর চেয়ে অনেক বেশি বেয়াড়া। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা বশ মেনেছে। শৃঙ্খলা আনতে হলে লড়তে হবে। কিন্তু লড়াই এ তোমার নেতৃত্ব দিতে হবে—আমি পাশে থেকে সাহায্য করব।'

'এখানকার যুদ্ধ থামাতেও সাহায্য করবে?'

'কীসের যুদ্ধ? নিরীহ এক বুড়োর র‍্যাঞ্চ জোর করে দখল করতে চেয়েছিল দুজন শক্তিশালী র‍্যাঞ্চার। কিন্তু পারেনি। র‍্যাঞ্চটা গিডো আমাকে দিয়ে গেছে। নিজের সম্পত্তি রক্ষা যদি যুদ্ধ হয় তা হলে লম্বা যুদ্ধের জন্যে মনে মনে তৈরি হও।'

'বেচে দাও না কেন?'

'না…' যাবার জন্য হ্যাটটা তুলে নিল রক। 'এর পিছনে কার কী উদ্দেশ্য আছে সেটা তোমার বিচার করে দেখা দরকার। এর শুরু কীভাবে? আশপাশের

কিছু লোকজনের অতীত ঘেঁটে বার করো। আমি কিন্তু কেভিন সেলবি বা ডেজ গ্রিফিথের কথা বলছি না।'

'মার খেয়ে রাসেলের ওপর তোমার মেজাজ খিঁচড়ে আছে।'

উঠে হ্যাটটা মাথায় দিল রক। 'সিলভার রীফের উকিল নিক ডিয়ারসনের নাম শুনেছ?'

'লোকটা একটা বদমাশ।'

'তা হলে নিজেই বুঝে দেখো রাসেল কেন গোপনে ওর সাথে দেখা করছে। জাঙ্কি গ্যাঙের লোকজনকে যখন শহরে দেখবে, তখন নিজেকেই প্রশ্ন করো, ওরা এখানে কেন এসেছে।'

বিস্মিত চোখে ওর দিকে চেয়ে আছে মন্টি। ঘুরে সেলুন থেকে বেরিয়ে এল রক।

লুসিকে শহরে কোথাও দেখতে না পেয়ে ঘোড়ার মুখ বক্স এস-এর দিকে ফেরাল সে।

র‍্যাঞ্চের উঠানে পৌঁছে প্রথমেই পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা একজন কর্মচারীর দেখা পেল রক। উঠতে গিয়েও রাইফেলটা হাতের কাছে নেই বুঝে আবার বসে পড়ল সে।

'কী খবর…? না, মারপিট করতে আসিনি, বেড়াতে এসেছি।' ওর দিকে চেয়ে হাসল রক। 'রাগ নেই আমার, ওসব কথা ভুলে গেছি।'

'তোমার রাগ নেই? আর আমার কী? আর একটু হলে গুলি করে আমার পা-টাই উড়িয়ে দিয়েছিলে!'

'আগামীতে পা আড়ালে সামলে রেখো। যা হোক তোমার দুঃখ কীসের? জখম হওয়ার পর থেকে তো এক চিলতে কাজও তুমি করোনি। বেশ আরামেই বসে বসে খাচ্ছ!'

পিছন থেকে কে যেন শব্দ করে হেসে উঠল। জিনের উপর ঘুরে দেখল অ্যাল দাঁড়িয়ে আছে। 'বসে বসে খাওয়ার জন্যে ইচ্ছে করেই ও জখম হয়েছে, রক।'

'ইচ্ছা করে?' মুখ লাল করে ভাল পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা। তারপর দুজনকেই হাসতে দেখে হাল ছেড়ে দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেল।

রকের দিকে ফিরে পকেট থেকে তামাক বের করে একটা সিগারেট বানাতে বানাতে প্রশ্ন করল, 'এখানে কী চাও?'

'প্রেয়সীর সাথে দেখা করতে এসেছি…আপত্তি আছে?'

'ওটা আমার ব্যাপার নয়। কেভিন হয়তো অপছন্দ করতে পারে–তখন তোমাকে বের করে দেয়ার জন্যে আমার ডাক পড়বে।'

'তুমি যদি যেতে বলো, অ্যাল, আমি চলে যাব। শুধু একটা কথা, রাসেল যদি এখানে থাকে, ওকে আমার কাছ থেকে দূরে রেখো। ওর মোকাবিলা করার জন্যে এখনও পুরোপুরি তৈরি হইনি আমি। কিন্তু যখন হব, ঘটনাটা লুসির সামনে না ঘটাই ভাল।'

'ভাল কথা।' মুখ তুলে চাইল অ্যাল। ওর চোখ দুটো হাসছে। 'তবে লুসির ব্যাপারে হয়তো ভুল ধারণা করছ। হয়তো নিজের চোখেই দেখা উপভোগ করবে

সে।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ঘোড়াটাকে বেঁধে রাখল রক। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে অ্যাল। 'হ্যারি বাওয়ার এখানে এসেছিল।'

'আমার পাঠানো খবরটা তা হলে পেয়েছ?'

'হ্যাঁ, পেয়েছি।' পুরো মনোযোগ দিয়ে রককে খেয়াল করছে অ্যাল। 'কিন্তু জাঙ্কি দল এখানে আসবে কেন? কেভিনকে কে খুন করতে চায়?'

'নিজেই ভেবে দেখো…কেউ হয়তো ধারণা করছে তুমি না থাকলে কেভিন সেলবিকে একা পাওয়া যাবে।'

রকের কথা অবিশ্বাস করছে না অ্যাল। অবাক হলো রক। তবে কি অ্যাল এমন কিছু জেনেছে যা সে জানে না? নাকি সাবধান করার পর কিছু ঘটেছে?

সিঁড়ি দিয়ে উঠে পিছন ফিরে চাইল রক। 'সেই একই লোক আমাকে চাটনি হিসেবে তুলে রেখেছে…পরে এদিকে বিশেষ ভাবে নজর দেবে।'

ওখানে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে অ্যাল। দরজায় নক করল রক। ভিতর থেকে সাড়া এল। রকের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠছে। ওই গলার স্বর তার কাছে কোনদিন পুরোনো হবে না।

ঘরে ঢুকতেই পিছনের দেয়ালে বসানো আয়নায় লুসির পাশে রকের প্রতিবিম্ব দেখা গেল। কাঁধের উপর দিয়ে রককে পিছনে চাইতে দেখে সেও ঘুরে দাঁড়াল।

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আয়নায় নিজেদের চেহারা দেখছে ওরা। সুন্দর কাঠামো আর চওড়া কাঁধের এক যুবক, নীল শার্ট আর কালো জীনস পরে দাঁড়িয়ে আছে সবুজ গাউন পরা লুসির পাশে। অত্যন্ত আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে মেয়েটার গলা আর মসৃণ কাঁধ। নরম রসাল, একজোড়া গোলাপী ঠোঁট…

'রক! তোমার এখানে আসা ঠিক হয়নি! বাবা–'

'তাকে কোন না কোন সময়ে মেনে নিতেই হবে। সেটা এখন হলেই বা ক্ষতি কী?'

'ওটা ছেলেমানুষের মত কথা হলো!' মুখে ওকথা বললেও ওর চোখ ভিন্ন কথা বলছে। তবু ওর সুন্দর চেহারার দিকে চেয়ে আর আশপাশের সব বিলাস সামগ্রীর দিকে চেয়ে রকের নিজেকে একটু ছেলেমানুষ বলেই মনে হলো।

'তোমার বিয়ের পোশাক তৈরির কাজ শুরু করে দাও। আগামী দু'বছর অবশ্য বেশি টাকা পয়সা থাকবে না আমার হাতে–'

'রক–' মেয়েটার চোখে উদ্বেগ–'তুমি বরং যাও। রাসেলের আসার কথা আছে।'

লুসির একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল রক। 'তুমি কোন চিন্তা কোরো না লুসি। অ্যালকে আমি কথা দিয়েছি এখানে কোন গোলমাল করব না।'

আশ্বস্ত হলো না লুসি। সে যুক্তি দেখাতে চেষ্টা করল। কিন্তু ওর একটা কথাও রকের কানে ঢুকছে না। দুচোখ ভরে লুসিকে দেখছে সে। ওর উন্মুক্ত গলা…যে কোন পুরুষের রক্ত চাপ বাড়িয়ে দেবে।

'রক!' বেশ রেগেছে সে। রাসেল এলে কী ঘটবে ভেবে ভয়ও পাচ্ছে। 'আমার কথায় তুমি কানই দিচ্ছ না! আর আমার দিকে ওভাবে তাকাবে না!'

'সুন্দরী মেয়ের দিকে আর কীভাবে তাকাবে মানুষ?'

এবার হাল ছেড়ে দিল লুসি। ড্রইং রুমে ঢুকল ওরা। সুসজ্জিত কামরা। পুবের বাড়িগুলোর মত বেশি অলঙ্কার দিয়ে সাজানো হয়নি। সীমান্ত শহরগুলোর মতই, কিন্তু রুচি-সম্মতভাবে সাজানো হয়েছে।

'রক...এখন কেমন আছ? ওই জখমগুলো...সেরেছে?'

'প্রায় সেরে গেছে।'

দুজনে বসল। এই প্রথম রকের সামনে একটু বিব্রত বোধ করছে লুসি। ওর সাথে চোখাচোখি হওয়া এড়িয়ে যাচ্ছে।

'এখানে আসার আগে তুমি কোথায় ছিলে, রক? অ্যাল বলছিল এক সময়ে তুমি নাকি মবীটির মার্শাল ছিলে।'

'অল্প সময়ের জন্য।' তখনকার জীবনের ঘটনাগুলো লুসিকে বলল সে। সেই সারারাত ঘোড়ার পিঠে চলা, ট্রেইল, মোষ, আর সীমান্তের ক্যান্টিন। বাজা ক্যালিফোর্নিয়ায় সোনার খোঁজ করা, আরও অনেক কথা।

কথায় কথায় কোনদিক দিয়ে সময় কেটে গেল টেরই পেল না ওরা। বাইরে উঠানে ঘোড়ার খুরের শব্দ হলো।

দুটো ঘোড়া...দুজন আরোহী।

তেরো

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল লুসি। কাঁধের কাছে ওর চুলের গোছা গোল হয়ে কুঁকড়ে আছে। দিনটা গরম-বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে উপরের ঠোঁটে।

'রক, বাবা ফিরেছে। তুমি বরং এখন যাও।'

রকের দিকে এগিয়ে এল লুসি। কনুই ধরে ওকে কাছে টানল রক। অন্যদিকে সরে যেতে চাইছে মেয়েটা। থুতনি ধরে ওর মুখ নিজের দিকে ফেরাল। ভয় পেয়েছে-নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু জোর খাটাল না। চোখ দুটো গভীর আর বড় দেখাচ্ছে...চুমু খেলো রক।

কয়েক মুহূর্ত এক হয়ে মিশে রইল ওরা। তারপর জোর করে লুসি নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। কিছু না বলে এক সেকেন্ড রকের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ দ্রুত এগিয়ে আবার চুমো খেলো। এই সময়ে বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল।

সেলবি আর রাসেল ঘরে ঢুকল। ততক্ষণে সরে দাঁড়িয়েছে ওরা।

ওদের দিকে চেয়ে লুসির হাবভাব দেখেই হয়তো রাসেল আঁচ করে নিল কী ঘটেছে। রাগে লাল হয়ে উঠল ওর মুখ। রকের দিকে এগিয়ে সে হেঁড়ে গলায় চিৎকার করল, 'বেরোও! এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও তুমি!'

রাসেলের পাশ দিয়ে কেভিন সেলবির দিকে চাইল রক। 'বাড়িটা তো আপনার-নাকি ওর?'

'যথেষ্ট হয়েছে, রাসেল!' রকের উপস্থিতি তার পছন্দ হয়নি, কিন্তু রাসেলের

দালালি অসহ্য। 'আমার বাড়িতে সব আমার ইচ্ছা মতই চলবে।'

বিকৃত কদাকার হয়ে উঠেছে রাসেলের চেহারা। মারপিট করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই দরজায় অ্যালের মুখ দেখা গেল।

'বস, ব্যানন বেড়াতে এসেছে। কথা দিয়েছে যখন বলব চলে যাবে। রাসেলের সাথে গোলমালে জড়াবে না।'

লুসি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'বাবা, মিস্টার ব্যানন আমার অতিথি। সময় হলে নিজেই চলে যাবে। আমি চাই সে থাকুক।'

'আমার বাড়িতে ওর জায়গা নেই!' খেপে উঠল কেভিন। 'তোমার সাহস মন্দ না, আমার লোককে গুলি করে, আমার পাওনা র‍্যাঞ্চ কেড়ে নিয়ে, কটনউড ওয়াশ থেকে আমার গরুগুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে, আমারই বাসায় বেড়াতে এসেছ!'

'আমাদের মধ্যে এমন কোন বিরোধ নেই যা শান্তিপূর্ণ ভাবে মিটমাট করা যায় না,' শান্ত স্বরে বলল রক। 'আপনার বিরুদ্ধে কখনোই আমি দাঁড়াতে চাইনি। আমার মনে হয় খুব সহজেই আমরা একটা আপোষ মীমাংসায় পৌছতে পারি।'

রকের কথায় সেলবির ঝাল কিছুটা কমল-কিন্তু রাগ এখনও পড়েনি। রকের কাছে হঠাৎ সবকিছু দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেল। জমি আর সম্পত্তির চেয়ে মান, আর দেশের সবচেয়ে বড় র‍্যাঞ্চার বলে পরিচিত হওয়াটাই কেভিন সেলবির কাছে বেশি কাম্য। বড়লোক হওয়া ছাড়া মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা আর সম্মান পাওয়ার পথ তার জানা নেই।

এই উপলব্ধির সাথে সাথে একটা পথ দেখতে পেল রক। কেভিন সেলবির সাথে শান্তি বজায় রাখা তার বিশেষ প্রয়োজন।

'আজই মন্টির সাথে আমার কথা হচ্ছিল-এই লড়াই একমাত্র যোগ্য নেতৃত্ব দিয়েই থামানো সম্ভব। আমার বিশ্বাস এত বড় কঠিন একটা কাজ সফল করতে আপনার মত ব্যক্তিত্ব দরকার।'

শুনছে কেভিন। ব্যাপারটা তার কাছে ভালই ঠেকছে। সবাই তাকে সালিস মানবে-ভাবতেই ভাল লাগছে। তা ছাড়া বোকা নয় সে; এই বিরোধে সে কাজের মানুষ, গরু, আর টাকা হারাচ্ছে। তার লোকজন লড়াই-এ ব্যস্ত না থেকে র‍্যাঞ্চের কাজ করলে এতদিনে র‍্যাঞ্চের অনেক উন্নতি হতে পারত।

'এই এলাকায় আপনাকে সবাই সম্মান করে। আপনি কিছু শুরু করলে বাকি সবাই আপনাকে অনুসরণ করবে।'

'তুমি টিম গ্রিফিথকে মেরেছ। ওরা এখন আর আমার কথা শুনবে না-তোমাকে শেষ না করে ওদের শান্তি নেই। আমাকেও বিশেষ পছন্দ করে না ওরা।'

রাসেলও কথা শুনছিল-এবার সতর্ক হয়ে উঠল। সে স্বপ্নেও ভাবেনি কেভিন সেলবি আর রক ব্যানন কোনদিন একজোট হয়ে শান্তির কথা আলাপ করবে। ওদের মাঝে সমঝোতা হলে রাসেলের সব প্ল্যান ভেস্তে যাবে।

'গ্রিফিথরা যদি লড়াই চালিয়ে যেতে চায় তবে আইনের চোখে ওরা আউট ল হয়ে যাবে। ওদের দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না। তা ছাড়া মারপিট আর ঝগড়া চলতে থাকলে দেশের সব গরুচোর এখানে জড়ো হয়ে গোলমালের সুযোগে চুরি

চালিয়ে যাবে।

লুসি অবাক হয়ে কিছুটা সম্ভ্রমের সাথেই রকের কথা শুনছে। দাঙ্গা রকের খুব পছন্দের জিনিস হলেও শেষ পর্যন্ত যে এর ফল ভাল হয় না এটা বোঝে সে। কেভিন সেলবির সাথে রকের আপোষ হয়ে গেলে এল জেড র‍্যাঞ্চের ওরাও বাধ্য হয়েই সংযত থাকবে। একমাত্র রাসেলই আপোষ মীমাংসায় বাগড়া বাধাতে চেষ্টা করবে, কারণ নইলে নিক ডিয়ারসনের সাথে তার সমস্ত প্ল্যান ফেঁসে যাবে।

রাসেল এবং রক দুজনেই স্পষ্ট বুঝতে পারছে আপোষের কথা সেলবির মনে ধরেছে। থুতনি চুলকাতে চুলকাতে যুক্তিগুলো মনে মনে নাড়াচাড়া করে দেখছে সে।

সাবধানী লোক সেলবি। কঠিন পরিশ্রম আর সফল পরিকল্পনা দিয়েই হ্যাটানস পয়েন্টে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কেবল ইদানীং ক্ষমতার লোভ তাকে পেয়ে বসেছে। এজন্য কিছু প্রতিবেশী যে তার উপর রুষ্ট এটাও সে ভাল করেই জানে। রকের প্রস্তাব মেনে নিয়ে এগোলে ওদের সবার মন জয় করার একটা সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া যাবে।

এই সময়ে বাধা দিয়ে রাসেল বলে উঠল, 'ওর কথা বিশ্বাস কোরো না কেভিন। কথাগুলো শুনতে ভাল শোনালেও এর পিছনে নিশ্চয়ই ওর কোন মতলব আছে। স্বার্থ না থাকলে সে আপোষ চাইছে কেন?'

'রাসেল!' প্রতিবাদ করল লুসি। 'তুমি ভাল করেই জানো রক সাদা মনেই আপোষ চাইছে।'

'মোটেও না! আমার ঠিক উল্টোটাই মনে হচ্ছে। আর তুমি কিনা এই-এই খুনীটাকে সমর্থন করছ।' রকের চোখের দিকে চেয়ে কথাগুলো বলল রাসেল। রক প্রতিবাদ করুক এটাই সে চাইছে। এখনই একটা মারপিট হলে রকের সব কথা বিফলে যাবে।

অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ল রক। 'আমি অন্তত নিরস্ত্র বা অসহায় লোককে কখনও মারিনি।' রকও রাসেলের দিকে চেয়েই কথাটা বলল। ওর চোখের ভাব বদলে চেহারায় অন্য একটা ভাব ফুটে উঠতে দেখল রক। বুঝল রাসেল মনে মনে ওকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল—এখন সে আর অপেক্ষা করবে না।

পিটার ওট্‌লের কথা ভেবেই খোঁচাটা দিয়েছিল রক...কাজ হয়েছে। এখন আর তার মনে সন্দেহ নেই—ওট্‌লকে খুন করা হয়েছে।

কেভিন সেলবিকেও কিছুটা ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য রক আবার বলল, 'শুধু গরু চোরদের নয়, আমাদের ঝগড়ার সুযোগে যারা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে, তাদেরও ঠেকাতে হবে।'

একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল রাসেল। ওর জিভ নড়িয়ে দিয়েছে রক। বুঝতে পারছে না ওর ব্যাপারে রক কতটা জানে। দুশ্চিন্তায় পড়েছে বিশাল লোকটা।

'আমি একটু ভেবে দেখতে চাই,' শেষ পর্যন্ত বলল কেভিন। 'এখনই কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা ঠিক হবে না।'

'নিশ্চয়।' ঘুরে লুসির একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলল, 'এবার তা হলে আমরা একটু ওদিকে যাই?'

দরজার দিকে এগোল ওরা। রাসেলের ধৈর্যের বাঁধন হঠাৎ ছিঁড়ে গেল। মুখ লাল করে সে রকের দিকে পা বাড়াল। তাড়াতাড়ি লুসিকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে তৈরি হলো রক।

'থামো!' দুজনের মাঝে এসে রাসেলকে থামাল অ্যাল। 'যথেষ্ট হয়েছে। এখানে কোন মারপিট করা চলবে না।'

'কী ব্যাপার? ব্যাননের কি মায়ের আঁচলের আশ্রয় দরকার হয়ে পড়ল নাকি?'

'না।' শক্ত কণ্ঠে জবাব দিল অ্যাল। 'ব্যানন কথা দিয়েছে এখানে কোন গণ্ডগোল বাধাবে না। তোমাকেও বাধাতে দেবে না।'

এক মুহূর্ত নীরবতা। তারপর লুসি এগিয়ে গিয়ে রকের পাশে দাঁড়াল।

'ব্যানন,' হঠাৎ মুখ খুলল কেভিন। 'তোমাকে পছন্দ করার আমার কোন কারণ নেই, তবে তুমি সোজা কথার মানুষ। তুমি যখন আমার মেয়ের অতিথি—যতক্ষণ খুশি থাকো।'

একটা কথাও না বলে পিছিয়ে গেল রাসেল। চরম একটা সিদ্ধান্ত সে নিয়ে ফেলেছে।

রককে ঘোড়া পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল লুসি। দুশ্চিন্তায় রয়েছে মেয়েটা। 'শত্রু হিসেবে লোকটা খুব খারাপ, রক। ঘটনা এভাবে মোড় নিল বলে আমার খুব খারাপ লাগছে।'

'ও নিয়ে ভেবে লাভ নেই। শুরু থেকেই সে আমার বিপক্ষে ছিল। তোমার আর একজন বন্ধু ভাল করেই টের পেয়েছে রাসেল কী ধরনের ভয়ঙ্কর শত্রু।'

ভীত চোখে রকের দিকে চাইল লুসি। 'কার কথা বলছ?'

'আতিথেয়তার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে কোন খবর পাঠিয়েছিল পিটার?'

'না...কিন্তু এর সাথে তার কী...'

'তার মত কেতাদুরস্ত লোক কি সাধারণ শিষ্টাচার ভুলতে পারে?'

হয়তো লুসির মনেও একই প্রশ্ন আগেও জেগেছে। কেউ কথা বলছে না। নীরবে কয়েক মিনিট পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইল ওরা। কথার প্রয়োজন নেই। এক সাথে দুজনের হার্ট বীট চলছে। একই সাথে রক্ত সঞ্চারিত হচ্ছে দুজনের দেহে। একই বাতাস ছুঁয়ে যাচ্ছে ওদের মুখ।

'এই রাত্ যেমন কেটে যাবে, তেমনি এক সময়ে এসব বাধাও কেটে যাবে। তখন একসাথে জীবনটাকে উপভোগ করব আমরা কটনউড ওয়াশে আমাদের নিজস্ব বাড়িতে।'

'অদ্ভুত মানুষ তুমি। তোমাকে দেখে সাধারণ কাউবয় বলেই মনে হয়—অথচ শিক্ষিত লোকের মতই কথা বলো তুমি।'

'একটা বই পড়েছি আমি,' হেসে বলল রক। 'না, দুটো। তবে কাউবয়দের অত ছোট চোখে দেখো না।'

ঘোড়ার পেটিটা শক্ত করে এঁটে দিয়ে ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে নিল রক।

'কিন্তু তুমি কি কোনদিন পারবে স্থির হতে? ঘর বাঁধতে?'

পাদানিতে পা রেখে জিনের উপর উঠে বসল রক।

'হ্যাটানস পয়েন্টে এসে তোমাকে দেখেই বুঝেছি আমার পথ চলার দিন শেষ—প্রেমের বাঁধনে বাধা পড়েছি। এবার স্থির হয়ে ঘর বাঁধার পালা।'

পাহাড়ের দিক থেকে অন্ধকার ঘনিয়ে রাত নেমে আসছে। একটা দুটো করে তারা ফুটছে আকাশে।

হঠাৎ ঝুঁকে লুসিকে শূন্য করে ঘোড়ার উপর তুলে দুহাতে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরল রক। প্রত্যাশায় লুসির ঠোঁট সামান্য ফাঁক হয়ে রয়েছে। ওর দেহের উষ্ণতা অনুভব করে রকের রক্তের চাপ বেড়ে গেছে। লুসির মাথার পিছনে চুলে আঙুল চালিয়ে অধীর আগ্রহে চোখ বুজে নিজের ঠোঁটে চেপে ধরল লুসির মুখ। মুহূর্তের জন্য দুশ্চিন্তা আর ঝামেলা দূর হয়ে গেল—সব ভুলে একাত্ম হলো ওরা।

নিজেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু সরে গেল লুসি। উত্তেজনায় ওর বুক ঘন ঘন ওঠা নামা করছে। নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করছে সে।

'এটা ঠিক হচ্ছে না, রক। আমরা—আমরা আদিম মানুষের মত প্রচণ্ড। তোমার আরও সংযত হওয়া উচিত।'

প্রাণ-খোলা হাসি হেসে আবার লুসিকে বুকে টেনে নিল রক। 'তোমাকেও ঠিক শান্ত বলা যায় না।'

'আমি?' লুসি যেন একটু ইতস্তত করল। 'ঠিক আছে, তোমার কথাই মানলাম—আমরা দুজনেই অশান্ত।'

'তাতে কী আসে যায়?'

এই সময়ে বাড়ি থেকে কারও শিষ দিতে দিতে এগিয়ে আসার সাড়া পাওয়া গেল। নুড়ির উপর বুটের শব্দ হচ্ছে। লুসিকে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়ে দিল রক।

লোকটা অ্যাল।

'রওনা হয়ে যাও...রাসেলও একটু পরেই বেরোবে। পথে ঝামেলা হতে পারে।'

লাগাম হাতে তুলে নিল রক। 'এই গেলাম বলে।'

'ওখানে যা বললে—শান্তি, আপোষ—এসব তোমার মনের কথা?'

'দাঙ্গা করে আমাদের কী লাভ হবে?'

লুসির দিকে ফিরল অ্যাল। 'ব্যাননের সাথে আমি একা একটু আলাপ করতে চাই।'

রককে বিদায় জানিয়ে লুসি ঘরে ফিরে গেল। ওদিকে চেয়ে মৃদু স্বরে অ্যাল বলল, 'ওকে দেখে ওর মার কথা মনে পড়ে যায়।'

অবাক চোখে অ্যালের দিকে চাইল রক। 'তুমি ওর মাকে চিনতে?'

'সে ছিল আমার বোন।'

'কিন্তু...লুসি জানে?'

'কেভিন আর আমি একসাথেই ছিলাম। পিস্তলে আমার হাত খুব চালু ছিল। অনেক আত্মীয়-স্বজন আছে এমন একটা লোককে মেরে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হলাম। আমি যাওয়ার পর কেভিন আমার বোনকে বিয়ে করে। মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর নিতাম। গরুচোরদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে কেভিন আমাকে ডেকে পাঠায়। পরে সেই আমাকে থাকতে রাজি করায়।' একটু থেমে সে আবার বলল,

'লুসি জানে না।'

নীরবে দাঁড়িয়ে রইল ওরা। রক বুঝল অ্যাল তাকে সত্যিই পছন্দ করে, নইলে এসব ব্যক্তিগত কথা তাকে বলত না।

চোদ্দ

শেষ পর্যন্ত রাত বারোটার পরে বক্স এস র‍্যাঞ্চ ছেড়ে বেরোল রক। রাস্তা ছেড়ে মাঠের ভিতর দিয়ে জিপসাম ক্যানিয়নের দিকে রওনা হলো সে।

আসার আগে জাক্কি গ্যাঙ সম্পর্কে সে যা শুনেছে তা অ্যালকে জানিয়েছে। কোন মন্তব্য না করে নীরব থেকেছে অ্যাল।

রকের জন্য জেগে অপেক্ষা করছিল হার্ডি। সে জানাল ডাবল ডায়মন্ডের খবর ভালই—কোন গোলমাল হয়নি।

রাতে সামান্য কিছু খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা। কিন্তু রাতের বেলা হঠাৎ রকের ঘুম ভেঙে গেল। মনে হলো যেন একটা গুলির শব্দ ওর কানে বাজছে। হার্ডি পাশ ফিরে শুলো দেখে ওকে আর বিরক্ত না করে কিছুক্ষণ কান পেতে শুনল। তারপর নিজেও আবার শুয়ে পড়ল। স্বপ্নেই দেখল, নাকি সত্যিই গুলির আওয়াজ পেল সে? ঠাণ্ডার মধ্যে রাতের বেলা বেরোনোর কোন মানে হয় না ভেবে কম্বলটা গলা পর্যন্ত টেনে নিল।

সকালে কথাটা হার্ডিকে বলল রক। 'তুমি জেগেছিলে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু কোন শব্দ আমি পাইনি। ওটা হয়তো বাওয়ার ছেলেদের কেউ হবে—ওরা মাঝে মাঝে রাতেও শিকার করে।'

দুঘণ্টা পরে বক্স এস আর ডাবল ডায়মন্ডের সীমানার কাছে 'নো ম্যানস ল্যান্ডে' খুঁজতে গিয়ে ঘটনাটা পরিষ্কার হলো। পাশেই ম্যাভরিক স্প্রিঙ। ওখানে কাদার ভিতর গরু-বাছুর প্রায়ই আটকা পড়ে বলে ওদিকে দেখতে গিয়েছিল রক।

পরিষ্কার ঝরঝরে সকাল। ওয়াশ থেকে ওঠার সময়ে হঠাৎ আরোহী ছাড়া একটা ঘোড়া ওর নজরে পড়ল। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াটা।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল রক। ঘোড়ার কাছে বান্ডিল মত কী যেন পড়ে রয়েছে। কাছে গিয়ে বুঝল বান্ডিলটা একটা মৃতদেহ। দেহটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। চেহারা দেখার আগেই সে বুঝল লোকটা কেভিন সেলবি।

পিছন থেকে দুবার তাকে গুলি করা হয়েছে। দুটোই মাথায়।

ডান হাঁটু ভাঁজ করে উপুড় হয়ে পড়ে আছে দেহটা। হাত দুটো মাথার দুপাশে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে রয়েছে। কোন রকম সুযোগ না দিয়েই লোকটাকে পিছন থেকে গুলি করা হয়েছে।

তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এসে খাপ থেকে রাইফেল বের করে পরপর তিনটে গুলি করে হার্ডিকে সঙ্কেত দিল রক।

সেলবিকে দেখে ওর মুখ বেশ কিছুটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। 'বিপদ দেখতে

পাচ্ছি আমি। এই এলাকায় সেলবির যথেষ্ট সম্মান আছে। এর জন্যে একজনকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে।'

'ওকে ধরে দেখো–দেহটা ঠাণ্ডা। মনে হয় রাতে আমি যে গুলির শব্দ শুনেছি তখনই এটা ঘটেছে।'

মাথা ঝাঁকাল হার্ডি। 'একটা গল্প ফেঁদে ফেল, রক। তুমুল তোলপাড় হবে এতে।'

কোন সন্দেহ নেই। রক বুঝতে পারছে সবাই তাকেই সন্দেহ করবে।

'বানিয়ে নয়, সত্যি কথাই বলব আমি।'

'ওরা তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে। মৃতদেহ তোমার এলাকায় রয়েছে–তোমাদের ভিতর ঝগড়াও চলছিল।'

মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে আছে রক। হার্ডির কথাগুলো তার কানে বাজছে। পরিস্থিতিটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে। কিন্তু সেলবি এখানে কেন এল? মাঝরাতে সে এখানে কী করছিল? কেউ তার মৃত্যু চেয়েছিল–পিছন থেকে গুলি করতেও দ্বিধা করেনি। অনেক রাতে বক্স এস ছেড়ে এসেছে রক। কিন্তু রাসেলও তখন ওখানে ছিল।

আকাশে মেঘের আভাস। হার্ডি মৃত্যুর খবর নিয়ে বক্স এসের উদ্দেশে রওনা হলো। অ্যালই খবরটা লুসিকে দেবে। আর ভাবতে চায় না রক।

কপাল ভাল–এই সময়ে হ্যারি বাওয়ার ওয়াশ ধরে এসে হাজির হলো। শেরিফ আর মন্টিকে খবর দেওয়ার জন্য ওকে শহরে পাঠাল রক।

ওরা চলে যাওয়ার পর চিহ্ন বিশ্লেষণের কাজে নামল রক। যেন কোন চিহ্ন মুছে না যায় সেইভাবেই এগোল। ছাড়া ঘোড়াটা সারারাত আশেপাশে ঘুরেছে। ওর পায়ের ছাপ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। নরম বালুতে কিছুই ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

একটা ব্যাপার হেঁয়ালীর মত ঠেকছে। রাতে মাত্র একটা গুলির শব্দ শুনেছিল রক। সেলবির মাথায় দুটো ফুটো দেখা যাচ্ছে। আরও আশ্চর্যের বিষয়–দেখা যাচ্ছে কেবল একটা ক্ষত থেকেই রক্ত বেরিয়েছে।

আর কোন ট্র্যাক দেখা যাচ্ছে না। দেখা গেলেও নরম বালুর জন্য আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না।

আরোহীদের এগিয়ে আসতে দেখে মৃতদেহের কাছে গিয়ে দাঁড়াল রক। সবার আগে রয়েছে অ্যাল। ওর পিছনে বক্স এস-এর তিনজন কর্মচারী। ওদের মুখ দেখে রক বুঝল তাদের বসকে কে মেরেছে এ বিষয়ে ওদের মনে কোন সন্দেহ নেই।

স্থির তীক্ষ্ণ চোখে রককে দেখছে অ্যাল। লুসি ঘোড়া থেকে নেমে ছুটে এগিয়ে গেল তার বাবার মৃতদেহের দিকে। রকের উপস্থিতি যেন গ্রাহ্যই করল না সে।

'বিপদের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি, অ্যাল,' বলল রক। 'মনে হয় একটা গুলির শব্দ পেয়েছিলাম আমি।'

'একটা গুলি?'

'হ্যাঁ। তবে দুবার গুলি করা হয়েছে ওকে।'

কেউ কিছু বলল না। কিন্তু সবার চোখ রকের উপর। নিজের স্বপক্ষে কী যুক্তি আছে শোনার অপেক্ষায় আছে।

'র‍্যাঞ্চ থেকে কখন বেরিয়েছিলেন?'

'কেউ সঠিক জানে না।' জিনের উপর স্থির হয়ে বসে আছে অ্যাল। রক বুঝতে পারছে লোকটা তাকেই বোঝার চেষ্টা করছে। 'তুমি যাওয়ার পর বিছানায় গেছিল–হয়তো দুটোর দিকে, কিংবা তারও পরে বেরিয়েছিল।'

'আমি গুলির শব্দ পেয়েছি চারটার দিকে।'

বক্স এস-এর লোকজন একটু একটু করে সরে রককে ঘিরে দাঁড়াল। পালাবার সব সুযোগ নষ্ট করে দিতে চাইছে। রকের পিছন দিকে কাদায় ভরা জলাভূমি।

লোকগুলো বিশ্বস্ত। এরা র‍্যাঞ্চের সাথে একাত্ম হয়েই কাজ করে। একবার খেপলে ভীষণ নিষ্ঠুর আর নির্দয় হয়ে ওঠে। গত রাতেও ওরা মুখ বুজে ছিল, কিন্তু এখন সব প্রমাণই রকের বিরুদ্ধে যাচ্ছে।

'তুমি যখন শেষ দেখেছ তখন তার সাথে কেউ ছিল?'

'না, সে একাই ছিল। রাসেল ট্র্যাভার্সকে সন্দেহ করে থাকলে সেটা ভুলে যাও–তোমার পরপরই সে বেরিয়ে গেছে।'

বেন স্লো বক্স এস-এর সবচেয়ে পরিশ্রমী আর শক্ত লোক। জিনের থেকে সে তার দড়িটা খুলে নিল। 'অপেক্ষা করে আর কী লাভ? এসো কাজটা সেরে ফেলি।'

'বেন, শুনেছি তুমি কাজের লোক। চট করে একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিও না। কেভিন সেলবিকে আমি হত্যা করিনি–তেমন কোন কারণও ঘটেনি। বরং শান্তি আর আপোষের কথা আলাপ আলোচনা করে ভাল সম্পর্ক নিয়েই রাতে বিদায় নিয়েছিলাম।'

অ্যালের দিকে চাইল বেন। 'ও ঠিক বলছে?'

'হ্যাঁ–কিন্তু পরে কেভিন মত পালটেছিল।'

'কী?' কথাটা বিশ্বাস করতে পারছে না রক। কিন্তু অ্যালের মিথ্যা বলার কোন কারণ নেই। কেভিন সেলবি রকের কথায় কিছুটা নরম হয়েছিল মাত্র; কিন্তু মত পালটে ফেলার যুক্তি কী? 'যাই হোক, সেটা আমি জানব কীভাবে?'

'তোমার জানার কথা নয়,' স্বীকার করল অ্যাল। 'কিন্তু সে যদি রাতের বেলাই তোমাকে জানাতে এসে থাকে? সে যেমন লোক তাতে সেটা অসম্ভব কিছু না। এ ছাড়া রাতের বেলা ঘোড়া নিয়ে বেরোবার আর কী কারণ থাকতে পারে?'

কেভিন সেলবিকে হত্যা করার পিছনে যখন তার কোন উদ্দেশ্য নেই–তাই নিজেকে নিরাপদ মনে করেছিল রক। কিন্তু এখন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সব উল্টে যাচ্ছে। সেই হত্যাকারী বলে চিহ্নিত হতে চলেছে। রকের গলা শুকিয়ে আসছে...কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম ফুটে উঠছে।

দড়িতে ফাঁস লাগিয়ে তৈরি হচ্ছে স্লো। লুসির দিকে চাইল রক। কিন্তু ইচ্ছা করেই লুসি ওর চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। অ্যাল মনে মনে কী যেন ভাবছে।

কেউ পিস্তল বের করেনি। কিন্তু রক পিস্তল বের করার আগেই বেন স্লো-র হাতে দড়ির ফাঁসটা ওর গলায় এঁটে বসতে পারে। তা ছাড়া পিস্তল বের করতে

গেলে অ্যালও চুপ করে বসে থাকবে না। পিস্তলে অ্যালের হাত কেমন জানে না রক-আর ওকে মারতেও চায় না সে।

ঘোড়া আগে বাড়াল স্লো। কিন্তু লুসি ওকে বাধা দিল। 'না, বেন। শহরের লোকজনকে আসতে দাও। ও যদি আমার বাবাকে খুন করে থাকে তবে আমিও ওর মৃত্যু চাই। কিন্তু আমরা অপেক্ষা করব।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও থামল বেন। এই সময়ে খুরের আওয়াজ ওদের কানে এল। প্রায় দশ-বারোজন লোক আসছে। সবার আগে রয়েছে মন্টি বারলো।

বিব্রত চোখে পরিস্থিতিটা এক নজরে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করে অ্যালের দিকে ফিরল মন্টি। সংক্ষেপে ঘটনার বিবরণ দিল বক্স এস-এর ফোরম্যান।

গতরাতে কেভিন সেলবি আর রকের মধ্যে মোটামুটি একটা আপোষ মীমাংসা হয়েছিল। পরে কেভিন তার মত পালটায়-এখন সে মৃত। এবং রকই মৃতদেহ প্রথম দেখেছে।

যেভাবে বিবরণ দেওয়া হলো তাতে পুরো ব্যাপারটাই রকের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। আপাত দৃষ্টিতে রকের খুন করার কারণও রয়েছে।

উপস্থিত লোকগুলোর মুখের দিকে চেয়ে রকের পেটের ভিতর কেমন যেন গিট পাকিয়ে আসছে। নিরুপায় ভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে সে। এবার আর একজনের কৃতকর্মের মাশুল তাকেই দিতে হবে। ফাঁসিতে ঝুলানো হবে ওকে।

হার্ডি বক্স এস-এ খবর দিয়ে এখনও ফেরেনি। হ্যারি বাওয়ারেরও কোন পাত্তা নেই।

'একটা ব্যাপার আমি তোমাদের নজরে আনতে চাই,' বলল রক। সবার চোখ ওর উপর। কিন্তু কারও চোখে বিন্দুমাত্র সহানুভূতির চিহ্নও দেখতে পেল না রক। 'মন্টি, তুমি কেভিন সেলবির লাশটা সোজা করো।'

রকের দিক থেকে কেভিনের মৃতদেহের দিকে চোখ ফেরাল মন্টি। তারপর ঘোড়া থেকে নেমে এগোল। শ্বাসরুদ্ধ করে অপেক্ষা করছে লুসি। ঝুঁকে দেহটাকে সোজা করে সিধে হয়ে দাঁড়াল মন্টি বারলো। রকের দিকে চেয়ে আছে সে। কিছুই বুঝতে পারছে না।

'তোমরা আমাকে দোষী মনে করছ কারণ দেহটা আমার র‍্যাঞ্চে রয়েছে। কিন্তু এখানে মৃত্যু হয়নি তার। দেখো, মাটিতে কোন রক্ত নেই!'

মনে মনে চমকে সবাই লক্ষ করল রকের কথাই ঠিক। দেহের পাশে মাটিতে কোন রক্ত দেখা যাচ্ছে না।

'একটা ক্ষত থেকে অনেক রক্ত বেরিয়েছে-শার্টটাও রক্তে লাল হয়ে আছে। এখানে মারা গেলে এখানেও কিছু রক্তের চিহ্ন থাকত। অর্থাৎ আমি বলতে চাই কেভিন সেলবিকে এখানে মারা হয়নি। অন্য কোথাও মেরে এখানে দেহটা ফেলে যাওয়া হয়েছে।'

'তার কী কারণ?' জেরা করল মন্টি।

'তোমরা আমাকে সন্দেহ করছ-সম্ভবত সেটাই ছিল খুনীর উদ্দেশ্য। তা ছাড়া গুলির যে শব্দটা আমি শুনেছি সেটা মারা যাওয়ার পরে তাকে আবার গুলি করার শব্দ।'

'সেটা কী করে বুঝলে?' নতুন চোখে রককে খুঁটিয়ে দেখছে বেন।

'মরা মানুষের দেহ থেকে রক্ত বেরোয় না। চেয়ে দেখো, সব রক্ত একটা ক্ষত থেকেই বেরিয়েছে।'

পিছন থেকে আরও কিছু লোক এসে হাজির হলো। হার্ডি আর বাওয়ার ভাইয়েরা এসে গেছে।

হ্যারির গলা শোনা গেল। 'সবাই একটু পিছিয়ে দাঁড়াও। রক ব্যানন আমাদের বন্ধু, আমার বিশ্বাস ও এ কাজ করেনি।'

বক্স এস-এর লোকজনের ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না। পরিস্থিতি ওদের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে-কিন্তু উপায়ও নেই, পিছন থেকে ওদের ঘেরাও করা হয়েছে। লড়তে চাইলেও সুবিধা হবে না।

সাবধানে সামনের লোকগুলো একটু পিছিয়ে গেল। চালমাৎ অবস্থা। এবার কথা বলার সুযোগ পেয়েছে রক। কিন্তু একমাত্র লুসিকেই বিশ্বাস করতে চায় সে। ওর কথায় কাজ হচ্ছে কিনা বুঝতে পারছে না রক। ওর মুখ বিষণ্ণ। ওদিকে চেয়ে কিছুই বোঝার উপায় নেই।

'আরও মানুষ আছে কেভিন সেলবিকে সরাতে পারলে যাদের অনেক সুবিধা হয়। আমি প্রমাণ করেছি এই র‍্যাঞ্চ রক্ষা করার ক্ষমতা আমার আছে। তবে শান্তিই ছিল আমার কাম্য।'

আরও ঘোড়া আসার শব্দ হচ্ছে। লাকি থমসন আর রেড নামের সেই লাল চুলওয়ালা লোকটা এসে হাজির হলো।

পনেরো

একেবারে সামনের সারিতে এগিয়ে এল থমসন। চিকন মুখটা শয়তানিতে ভরা। স্বয়ং ইবলিস যেন ভর করেছে ওর উপর। হ্যাটের তলায় চোখ দুটো প্রায় সাদা দেখাচ্ছে।

শেভ করেনি লোকটা। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি মুখটাকে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। লম্বা হাড্ডিসার আঙুলগুলো সর্বক্ষণ অস্থির ভাবে নড়ছে।

কেভিন সেলবির লাশটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে লাকি সোজাসুজি রকের দিকে চাইল। কেভিনের প্রতি অত্যন্ত অনুগত বলেই বেন স্লো রককে ধ্বংস করতে চায়। বেনের ব্যাপারটা রক বোঝে-ওই অনুভূতিটাকে সে সম্মানও করে। কিন্তু লাকির তেমন কোন অনুভূতি নেই-সে খুন করার অজুহাত চায়।

'তুমি, না? তোমাকে একদিন শেষ করব আমি।'

'এর মধ্যে নাক গলিও না, লাকি,' ঘোড়াটাকে একটু সামনে বাড়িয়ে আদেশ করল অ্যাল। 'এটা তোমার ব্যাপার নয়।'

রাগ ফেটে বেরোচ্ছে লাকির দুচোখে। কেউ অর্ডার করবে এটা তার ধাতে সয় না। তা ছাড়া সে অ্যালের মাতব্বরি পছন্দও করে না।

'সেলবি মরে গেছে,' নিষ্ঠুর গলায় লাকি বলল। 'এখন আর তোমার খবরদারি চলবে না। হয়তো মেয়েটা এখন তরুণ কাউকে বস্ বানাবে।'

বলার ভঙ্গি থেকে কথার অর্থ বুঝতে কারও ভুল হলো না। হঠাৎ খুন চেপে গেল রকের মাথায়। খুনই করত সে, কিন্তু অ্যালের ঠাণ্ডা শান্ত গলার স্বর ওকে থামাল।

'সেটা লুসি সেলবি ঠিক করবে।' লুসির দিকে ফিরল অ্যাল। 'তুমি কি এখনও আমাকে ফোরম্যান রাখতে চাও?'

মুখ তুলল লুসি। 'বদলানোর প্রশ্ন ওঠে না।' গলার স্বরটা সংযত, শান্ত। 'আর আমার ফোরম্যান হিসেবে তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে লাকি থমসনকে বরখাস্ত করা।'

রাগে লাল হয়ে গেল ওর মুখ। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বড় বড় হলদে দাঁতগুলো বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই রক বাধা দিল। 'বলো না, লাকি। নিজের ভাল চাইলে মুখ খুলো না।'

রকের চারপাশে সশস্ত্র মানুষ ওকে ঘিরে রয়েছে। সেলবির দেহটার ওপাশে লাকি থমসনের দিকে চেয়ে আছে সে। পিস্তল যুদ্ধের জন্য তৈরি। জানে ওই লোকটার মুখোমুখি তাকে একদিন হতেই হবে। হয় ওকে মারতে হবে বা নিজেকে মরতে হবে। কিন্তু আর অপেক্ষা করতে চায় না রক। আজ-এখনই একটা নিষ্পত্তি চায়।

অবিশ্বাস্য রকম বিদ্বেষ ফুটে উঠেছে লাকির চেহারায়। 'একদিন তোমার সাথে মোকাবেলা হবে,' রকের চোখে চোখ রেখে বলল সে।

'যেদিন খুশি, তৈরি হয়ে এসো।'

ইচ্ছা করেই ঘুরে পিছন ফিরে দাঁড়াল রক। ঝরনার ধারে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট বানাচ্ছে। লোকজন লাশটাকে বাকবোর্ডে তুলছে। লুসি রককে এড়িয়ে যাচ্ছে-সেও লুসির কাছে যাওয়ার চেষ্টা করল না।

মন্টি আর অ্যাল এক ধারে নিচু স্বরে আলাপ করছে। এবার দুজনেই একসাথে রকের কাছে এসে দাঁড়াল।

'বুঝতে পারছি এটা তোমার কাজ নয়-কিন্তু তুমি কী বুঝছ?'

'এটুকু বুঝতে পারছি যে অন্য কোথাও খুন করা হয়েছে। আর দেহটা এখানে ফেলে রেখে আমার ওপর সন্দেহ আনার চেষ্টা করেছে কেউ। আমার মনে হয় না এটা ডেজ গ্রিফিথের কাজ-পিছন থেকে কেভিন সেলবিকে সে গুলি করবে না। পিস্তলে কেমন হাত ছিল ওর?'

'না-বিশেষ ভাল না।'

'গ্রিফিথের হাত ভাল...তা হলে পিছন থেকে কেন গুলি করবে? আমার বেলাতেও ওই একই যুক্তি খাটে।'

'তোমার কি রাসেলকে সন্দেহ হয়?'

নিক ডিয়ারসনের অফিসে সে যা জেনেছে সেটাই আবার বলল। অ্যালকে মারার জন্য জাম্বিদের ভাড়া করা হয়েছে। কারণ অ্যাল ছিল সেলবির ডান হাত। এবং রাসেলই ওদের ভাড়া করেছে।

খবরটা ওরা শুনল বটে কিন্তু ঠিক যেন মেনে নিতে পারছে না। কারণ এতে রাসেলের কোন স্বার্থই ওরা দেখতে পাচ্ছে না। মাইনিং অ্যাসে রিপোর্টটার কথা তুলতেই, এদিকে কোন খনিজ পদার্থ নেই বলে উড়িয়ে দিল। সেলবিকে ভয় করার মত কিছুই রাসেলের ছিল না। রাসেলকে সেলবি ভাল চোখেই দেখত-এমন কী লুসিকেও কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছে ওকে কেন বিয়ে করছে না-জানাল অ্যাল। মরার আগে গিডোর কয়েকটা কথা ছাড়া কোন প্রমাণ নেই।

রককে এগোতে দেখেই কিনা বুঝল না-ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে রওনা হলো লুসি। হার্ডি আর বাওয়ার ছেলেদের মাঝে রক দাঁড়িয়ে রইল।

'আমরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছি,' ওরা র‍্যাঞ্চে ফিরতেই বেভিস বাওয়ার বলল। এতক্ষণ র‍্যাঞ্চ পাহারা দিচ্ছিল সে। 'তবে ন্যাট আর হ্যারিকে রেখে যাচ্ছি। দুষ্টামি থেকে ওদের দূরে রাখার মত কাজ আমার র‍্যাঞ্চে নেই।'

বুড়োর উদ্দেশ্য বুঝতে পারছে রক-কিন্তু এই মুহূর্তে ওর সাহায্য দরকার।

কয়েকদিন কিছুই ঘটল না।

চারজনের চেষ্টায় বাড়ির দেয়ালগুলো দ্রুত গজিয়ে উঠল। প্রত্যেকেই জোয়ান লোক-আর হার্ডি মিস্তিরি। তার নির্দেশ আর প্ল্যান মতই সবাই কাজ করল। সব ভুলে দু'সপ্তাহ খেটে বাড়ি বানানো শেষ হলো। রকের ব্যথাটা আর এখন নেই-আগের মতই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

কেভিন সেলবির মৃত্যুতে একটা তদন্ত হলো। কিন্তু আর কোন নতুন তথ্য পাওয়া গেল না। শেরিফের রিপোর্ট সত্ত্বেও রকই খুন করেছে বলে একটা ধারণা অনেকের মনেই রয়ে গেল। সন্দেহ করা যেতে পারে এমন আর কোন লোকই নেই। ডেজ গ্রিফিথ এই এলাকাতেই ছিল না। হাইট শহরে তাস খেলতে গিয়ে গোলাগুলিতে জড়িয়ে পড়েছিল।

কেভিনের কোন উইল ছিল না, তাই যথারীতি লুসিই এখন র‍্যাঞ্চের মালিক। কিন্তু কোন মীমাংসা হলো না। কেবল ডাবল ডায়মন্ডের উপর থেকে তাদের দাবি উঠিয়ে নিল বক্স এস।

ডেজ গ্রিফিথ নিজের র‍্যাঞ্চেই থাকে। হ্যাটানস পয়েন্টে তাকে দেখা যায় না।

লাকি থমসনের খবর প্রায়ই পাওয়া যায়। হ্যাটানস পয়েন্টে বারে ঝগড়া করে একজন লোককে খুন করেছে সে। লোকটা খাপ থেকে পিস্তল বের করারও সময় পায়নি। লাকি আর রেড, হাইটের কিছু খারাপ লোককে সাথে জুটিয়েছে। ওদের কয়েকজন 'রবারস রুস্টের' লোক। বক্স এস থেকে গরু চুরি যাচ্ছে। শোনা যায় লাকি নাকি গরু চুরির খবর শুনে হাসে। সিলভার রীফে একটা লোককে পিস্তলের নল দিয়ে নির্দয় ভাবে পিটিয়েছে-মোট কথা খারাপ লোক বলে অল্পদিনেই বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছে লাকি থমসন।

ইতিমধ্যে রক একবার বক্স এস এ গিয়েছিল। উঠানে অ্যালের সাথে কথা হয়েছে-লুসি তার সাথে দেখা করেনি। তবে রকের মনে হয়েছে যেন অ্যাল এতে কিছুটা দুঃখিতই হয়েছে।

জাম্বিদের কথা কিছু বলেনি অ্যাল। রকও আর গায়ে পড়ে কিছু জিজ্ঞেস

করেনি। লুসি সব ব্যাপারেই অ্যালের উপর কিছুটা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। তবে র‍্যাঞ্চ কীভাবে চালাতে হয় সেটা ওকে কারও শিখিয়ে দিতে হবে না।

কেভিন সেলবি আরও জমি চেয়েছিল। লুসি তার মৃত্যুর দু'সপ্তাহের মধ্যেই যা আছে সেগুলোই ঠিক মত কাজে লাগানো শুরু করেছে। এই প্রথম ওই র‍্যাঞ্চে খড় কেটে গাদা দেওয়া হয়েছে, আর ঘোড়াকে খাওয়ানোর জন্য শস্য বোনা হয়েছে।

বক্স এস আর ডাবল ডায়মন্ডের মাঝে একটা কাঁটাতারের বেড়া বসানো হয়েছে—কিন্তু কোন গেটের ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

যেদিন বেড়া শেষ হলো: রক ওই দিকেই একটা কাজে যাচ্ছিল। কাজের চার্জে ছিল বেন স্লো। ওকে দেখে এগিয়ে গেল রক। ওর রাগ এখন পড়ে গেছে। ঘোড়ার পিঠে বসে বেড়ার দিকে চেয়ে রক জিজ্ঞেস করল, 'কোন গেট নেই?'

'না...গেট নেই।'

মেয়েটা বেড়া দিয়ে রককে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। কেভিন সেলবির মৃত্যুতে সবকিছুই যেন শেষ হয়ে গেল। এখন আর রক ব্যাননকে সহজ ভাবে নিতে পারছে না লুসি।

রকের মাথা থেকে এখনও রাসেলের চিন্তা যায়নি। কিন্তু সে তার নিজের র‍্যাঞ্চে ফিরে গেছে। শহরে বড় একটা আসে না। জাক্সি গ্যাঙেরও কোন চিহ্ন দেখা যায়নি। অ্যাল কী ভাবছে কল্পনা করে নেওয়া কঠিন হচ্ছে না।

বাড়ির জন্য জিনিসপত্র কিনতে শহরে গিয়েছিল রক। ওখানেই লুসির দেখা পেল। স্টেজ স্টেশনের পোস্ট অফিস থেকে বেরিয়ে বাকবোর্ডের জন্য অপেক্ষা করছে। জেনারেল স্টোরের দিক থেকে ঘোড়ায় টানা গাড়িটা এগিয়ে যাচ্ছে স্টেজ স্টেশনের দিকে।

রকের বাকবোর্ডে মাল বোঝাই করে হার্ডি ডাবল ডায়মন্ডের পথে রওনা হলো। দূর থেকে রক লক্ষ করল গাড়িটা পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে লুসি নতুন হাঁড়ি-পাতিল আর রোল করা ইন্ডিয়ান কার্পেটগুলো খুঁটিয়ে দেখল। ঘোড়ার পিঠে উঠে বার্কস্কিনের মুখ ঘুরাতেই রককে দেখে চট করে মুখ ফিরিয়ে নিল লুসি। রক কাছে পৌঁছানোর আগেই বাকবোর্ডে চড়ে তাড়াতাড়ি রওনা হয়ে গেল।

প্রাণহীন গতিতে ঘোড়া চালিয়ে ডাবল ডায়মন্ডে পৌঁছতে অনেক সময় নিল রক। যেদিকেই চাইছে লুসির বিষণ্ণ সুন্দর মুখটা ওর চোখের সামনে ভাসছে। ওয়্যাগনের ভিতর রকের যেসব জিনিস ওর সামনে দিয়েই গেল—সেগুলো ওরই হওয়ার কথা ছিল—এটাই কি ভাবছিল সে?

ফিরে দেখল গ্যারি অপেক্ষা করছে। 'জ্যান খবর নিয়ে এসেছিল,' বলল সে, 'পুব দিকে কিছু ট্র্যাক দেখেছে—তিনচারজন মানুষ।'

পুবদিকের ভাঙাচোরা বিজন এলাকায়...তিনচারজন মানুষ...শখ করে ওদিকে কারও যাওয়ার কথা নয়।

'কোথায় দেখেছে?'

'ডার্ক ক্যানিয়নের ওদিকে উঁচু জায়গায়।'

'লাকি থমসন হতে পারে।'

'হতে পারে...কিন্তু জ্যান তা মনে করে না। লাকি শহরের কাছাকাছি থাকতেই পছন্দ করে। বাহাদুরি দেখানোর দর্শক থাকতে হবে।'

তা হলে কে? জাক্সি গ্যাঙ...

'ধন্যবাদ...আগামীকাল আমি ওদিকে খবর নিতে যাব। ওদিকে একটা উপত্যকা আছে, ওখানে সুন্দর গরু চরানো যায়। আমি চেক করে দেখব।'

জাক্সিরা হলে ওরা কীসের অপেক্ষায় আছে?

রাতে বেশ অস্থির হয়ে উঠল রক। এখনও বহু কাজ বাকি পড়ে রয়েছে। লাকি থমসন বক্স এস-এর গরু চুরি করছে—সন্দেহ নেই আরও ঝামেলা হবে। শেষ পর্যন্ত হয়তো বক্স এসের লোকজন চুরির দায়ে ওকে ফাঁসিতে ঝোলাবে।

ওদিকে পুবের আরোহীরা রয়েছে। সুইট এলিস পাহাড়ে লোকগুলো কী উদ্দেশে লুকিয়ে আছে বোঝা যাচ্ছে না।

তার উপর রয়েছে রাসেল ট্র্যাভার্স।

উঠে পড়ল রক। একটা টাট্টুর পিঠে জিন চাপিয়ে ম্যাভরিক স্প্রিঙের দিকে এগোল। এখানেই কেভিন সেলবির মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল।

ঝরনায় নিজে পানি খেয়ে ঘোড়াটাকেও পানি খাওয়াল রক। রাত দশটা, আরও অনেক পরে খুন হয়েছিল কেভিন সেলবি...হঠাৎ ঘোড়াটা ঝাঁকি দিয়ে মাথা উঁচু করল।

সাথে সাথে সর্তক হয়ে উঠল রক। নিচু গলায় সে ঘোড়াটাকে শান্ত থাকতে বলল। ডাক ছাড়ার জন্য পেট ফুলিয়েছিল—রকের গলার স্বরে চুপ রইল। বক্স এসের দিকে চেয়ে আছে ঘোড়াটা।

চাঁদের আলো পড়েছে বেড়ার কাঁটাতারের উপর। ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল রক। ডান হাতটা উরুর উপর পিস্তলের বাঁটের কাছে রয়েছে। বেড়ার দিকে এগোল সে ছায়ার আড়ালে।

হঠাৎ থেমে দাঁড়াল রক। বেড়ার ওপাশে একটা ঘোড়া ছায়ার ভিতর অন্ধকারে ওরদিকেই মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে।

নীরব আঁধারে একটা অস্পষ্ট ফোঁপানোর আওয়াজ শোনা গেল...রকের ঘোড়াটা আবার আগে বাড়ল।

বেড়ার ধারে চলে এসেছে রকের ঘোড়া। অন্য ঘোড়াটা ডেকে উঠল। পিঠে বসা মানুষটা মুহূর্তে সোজা হলো।

'লুসি!'

এক সেকেন্ড আড়ষ্টভাবে স্থির বসে থাকল মেয়েটা। তারপর অস্ফুট কান্না চেপে চট করে ঘোড়া ঘুরিয়ে ছুটল।

'লু—সি!'

থামল না ঘোড়া। রকের মনে হলো ফিরে তাকানোয় অন্ধকারে এক ঝলকের জন্য ওর সাদা মুখটা দেখতে পেল।

'তোমাকে ভালবাসি, লুসি!'

কিন্তু রকের প্রতিধ্বনিটাই শুধু ফিরে এল। খুরের শব্দ ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে গেল।

লুসির ঘোড়া ফিরে আসার আশায় বেড়ার পাশে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল রক। কিন্তু কোন শব্দই আর হলো না। একটা কোয়েল পাখি রককে সান্ত্বনা দিতেই যেন ডেকে উঠল।

ষোলো

হ্যারি বাওয়ার কুঁজো হয়ে আঙুল দিয়ে বালুর উপর ম্যাপ আঁকছে। ডান চোখে সিগারেটের ধোঁয়া গিয়েছে। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ মুছল।

'হ্যাঁ, তুমি যে উপত্যকার কথা বলছ, সেটা এখানে। ওদিকে যে ক্লিফটা আছে, তারই পিছনে রাস্তা রয়েছে। ভাল পাহাড়ী ঘোড়া থাকলে পার হওয়া যাবে। উত্তর দিকে ট্র্যাকগুলো দেখতে পাবে।'

বাওয়ার র‍্যাঞ্চের বাছুরের সাথে বদল করার জন্য চল্লিশটা গরু জড়ো করেছে ন্যাট। উইনচেস্টারটা বাকস্কিনের পিঠে খাপে ভরে জিনের উপর উঠে বসল রক। গরুগুলোকে ন্যাটের সাথে রওনা করিয়ে দিয়ে নিজের পথ ধরল। হ্যারি সাথে আসতে চেয়েছিল কিন্তু রকই মানা করেছে। গতরাতের ঘটনার পর কারও সঙ্গ এখন তার ভাল লাগবে না।

মাঝারি গতিতে এগিয়ে চলেছে বাকস্কিন। ওটা কি লুসিই ছিল? ভাবছে সে। তাই যদি হয়, রকের ডাক কি ও শুনেছিল? অস্থির ভাবে ঘোড়ার গতি একটু বাড়াল রক। নিজের উপর রাগ হচ্ছে—রাগ লুসির উপরও হচ্ছে। এমন ব্যবহার কেন করছে সে? ও কি এখনও বিশ্বাস করে যে রকই তার বাবাকে হত্যা করেছে?

হ্যারি যে রাস্তার কথা বলেছিল সেটা দেখতে পেল রক। অত্যন্ত সরু পথ—পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠেছে। ভীতু ঘোড়া কোনদিনই ওই পথে উঠতে পারবে না। বাকস্কিনটা ভাল পাহাড়ী ঘোড়া। রকের বিশ্বাস একটা দড়ির উপর দিয়েও হেঁটে পার হতে পারবে ওই ঘোড়া।

সাবধানে উপরে উঠতে শুরু করল বাকস্কিন। দুপুর হয়ে এসেছে। মেসার মাথায় উঠে চারপাশটা ভাল করে দেখে নিল রক। আরও দুই মাইল যেতে হবে। এগোল সে।

ঘোড়াটার কিছু বিশ্রাম দরকার। একটা গাছের তলায় ঘোড়াটাকে বেঁধে টানটান হয়ে ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল। গতরাতে অনেক দেরিতে ফিরেছে—ঘুম হয়নি। ঘুমিয়ে পড়ল রক।

হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি ঘোড়াটাকে নিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে লুকাল। আরোহী আরও কাছে এগিয়ে আসছে। রাইফেল কোমরের কাছে তৈরি রেখে অপেক্ষা করছে রক।

খুরের শব্দে বুঝল আরোহী পাথরগুলোর ওপাশ দিয়ে চলে যাবে। হ্যারি যেখানে ট্রেইল পাওয়া যাবে বলেছিল সেদিকেই যাচ্ছে লোকটা।

অপেক্ষা করছে রক। এক মিনিট...দু'মিনিট কিছুই দেখা গেল না। এবার

ঘোড়াটা দেখতে পেল। বিশাল একটা লোক বসে আছে ঘোড়ার পিঠে। ওই আকারের লোক একজনই আছে।

রাসেল ট্র্যাভার্স!

লোকটা সিকি মাইল এগিয়ে যাওয়ার পর ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে কয়েকটা পাথরের পিছনে দাঁড়িয়ে ওর উপর নজর রাখল রক।

দু'মাইল এগিয়ে বাম দিকে বাঁক নিয়ে দুই পাহাড়ের ফাঁকে অদৃশ্য হলো রাসেল।

আরও একঘণ্টা অপেক্ষা করল রক। রাসেল হয়তো থেমে তার পিছনের ট্রেইলের উপর নজর রাখতে পারে। এবার ঘোড়ায় চড়ে রওনা হলো।

রাসেল যেখানে অদৃশ্য হয়েছে সেই পাহাড়ের কাছে পৌঁছে রক কয়েকটা অস্পষ্ট ট্র্যাক দেখতে পেল। সামনের মেসাটা সুইট এলিস পাহাড় পর্যন্ত চলে গেছে। মাঝে অন্তত গোটা ছয়েক ক্যানিয়ন ওকে আড়াআড়ি ভাবে কেটেছে। তাই সোজাসুজি এগিয়ে সুইট এলিসে পৌঁছানো অসম্ভব।

রাসেল ট্র্যাভার্সের কোন চিহ্ন নেই। সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েছে সে। সামনে এগিয়ে পথটা দুভাগে ভাগ হয়েছে। মাটিতে অনেকক্ষণ চিহ্ন খুঁজেও রাসেল কোন পথ নিয়েছে বোঝা গেল না। কপাল ঠুকে মেসার ধার ঘেঁষা পথটাই শেষ পর্যন্ত নিল।

মেসার ধারটা হঠাৎ ভেঙে খাড়া ভাবে নীচে নেমে গেছে। বাওয়ার ছেলেদের কথা থেকে এটাকেই 'পয়জন ক্যানিয়ন' বলে চিনল রক। ঢাল বেয়ে স্লাইড করে সরু ক্যানিয়নটার তলায় পৌঁছল।

এখানে হঠাৎ কারও সামনে পড়ে গেলে গোলাগুলি ছাড়া উপায় নেই। ওই স্লাইড বেয়ে আবার উপরে ওঠা অসম্ভব। খাপ থেকে রাইফেল বের করে গুলি করার জন্য তৈরি থেকে এগোল।

ক্যানিয়নের তলাটা ছোট-বড় নানা সাইজের পাথরে বোঝাই। দেয়ালগুলো দুপাশে খাড়া উঠে গেছে। গাছপালা প্রায় নেই বললেই চলে—তবে বৃষ্টির পর প্রচণ্ড পানির তোড়ে উল্টে পড়া গাছ আর শুকনো শিকড় বেশ কিছু জমেছে।

হঠাৎ ধোঁয়ার গন্ধ পেল। থেমে কান পেতে অপেক্ষা করল রক। বাতাসে গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করছে। একটু পর আবার কাঠপোড়া গন্ধ পেল।

কোন কাভার নেই দেখে ঘোড়াটাকে আরও কিছুটা সামনে এগিয়ে নিল। ডানদিকে আর একটা ক্যানিয়ন চলে গেছে। মুখটা ঝোপ-ঝাড়ে প্রায় বন্ধ। ঘোড়া থেকে নেমে ম্যানজানিটার ঝোপের ভিতর দিয়ে পথ করে ঘোড়াটাকে নিয়ে চলল। ঝোপের আড়ালে ঘোড়াটাকে বেঁধে বুট খুলে মোজা পায়ে আবার আগের ক্যানিয়নে ফিরে এগোল।

বাতাস বইছে না। গরমে ঘেমে উঠেছে রকের শরীর। রাইফেল ধরা হাতটাও ঘেমে উঠেছে। কাঁটা ঝোপ এড়িয়ে সাবধানে এগোচ্ছে ম্যানজানিটা আর পাথরের আড়ালে।

এবার কতগুলো কার্ল লীফ আর ডেজার্ট এপরিকট ঝোপের পিছনে কুঁজো হয়ে বসল। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে ঘন ঝোপের আরও ভিতর দিকে এগোল।

কার্ল লীফ পাতা থেকে একটা সুন্দর ঝাঁঝাল গন্ধ আসছে। স্থির হয়ে শুয়ে কান পাতল রক।

আবার ধোঁয়ার গন্ধটা নাকে এল...তারপরেই নুড়ি গড়ানোর অস্পষ্ট একটা আওয়াজ। পাথরের উপর টিনের পাত্র রাখার শব্দ কানে এল।

ঝোপের ভিতর দিয়ে আবার এগোল রক। পাথরের উপর শুয়ে একটা বড় গিরগিটি ওর দিকেই চেয়ে আছে। চোখের নীচের পাতা দুটো উপরে উঠতে উঠতে চোখ দুটো প্রায় বুজে এল। পেটের দুপাশ সমান তালে ফুলছে আর চুপসাচ্ছে। বাতাসে হাত নাড়ল রক। বালুর উপর দিয়ে গিরগিটিটা ছুটে পালাল। রক আবার এগোল। কথাবার্তার মৃদু শব্দে থামল।

আরও কাছে এগিয়ে এবার কথাগুলো বুঝতে পারছে। সবচেয়ে ঘন ঝোপের পিছনে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে কান পাতল।

'সেভ করে কী লাভ? এখন আমরা হ্যাটানস যাচ্ছি না।'

'ওই লোক আর জাঙ্কি গোপন আলাপ করছে...শিগ্‌গিরই যাচ্ছি।'

'আমার ভাল ঠেকছে না।'

'তোমার মতামত কেউ জিজ্ঞেস করেনি—কী করা হবে সেটা জাঙ্কি ঠিক করবে।' আবার টিনের শব্দ হলো। 'যাহোক, তোমার চিন্তার কী আছে? আমরা পৌঁছার আগেই জাঙ্কি আসল কাজ করিয়ে ফেলবে। ভাবল ডায়মন্ডে মাত্র দুতিনজন লোক আছে—বন্ধ এস-এও বেশি নেই।'

'দৈত্যের মত লোকটা তো একাই কাজ সারতে পারত।'

'কিন্তু তা হলে তুমি আমি টাকার ভাগ পেতাম না।'

কিছুক্ষণ নীরবতা। রকের শিরদাঁড়া বেয়ে ঘাম গড়াচ্ছে। হাঁটু আড়ষ্ট হয়ে গেছে, তবু নড়তে সাহস পাচ্ছে না। কার্ল লীফের ঘন পাতার জন্য কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ওদের ক্যাম্পের ধার পর্যন্ত গিয়েছে ঝোপ-ঝাড়।

হাতের ঘাম শার্টে মুছে আবার রাইফেলটা তুলে নিল রক।

'ডেজ গ্রিফিথ আজই আক্রমণ করতে যাবে—হয়তো তাতেই কাজ শেষ হবে।'

গ্রিফিথ...আক্রমণ করবে! রকের র‍্যাঞ্চ? আর কোথায়? এই বিজন এলাকায় পড়ে রয়েছে সে, যখন নিজের র‍্যাঞ্চে থাকা তার সবচেয়ে জরুরী ছিল। হয়তো এই মুহূর্তে হার্ডি আর হ্যারি তার র‍্যাঞ্চ রক্ষা করার জন্য মরণ সংগ্রাম করছে। তবে ওরা কচি খোকা নয়, সহজে কাবু হবে না!

'ব্যাননকে মারবে কে?'

'আমি কীভাবে জানব? হয়তো ওই দৈত্যটা।'

'ওর কপালে খারাবী আছে।'

'কফিটা শেষ করো। আমি হাতমুখ ধোব।'

আবার নীরবতা। সাবধানে পা সোজা করল রক। তারপর ধীরে ধীরে পিছাতে শুরু করল। একটা ডাল শার্টে বেধে ছাড়া পেয়ে ঝোপের পাতায় আওয়াজ তুলল।

'কীসের শব্দ?'

শ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করছে রক।

'তুমি মিছেমিছি চমকে উঠছ—স্থির হয়ে বসো।'

'একটা শব্দ পেয়েছি আমি।'

'হয়তো কয়োটি হবে।'

'এত কাছে? মাথা খারাপ?'

পায়ের শব্দ শোনা গেল। নিঃশব্দে রাইফেলটা বাগিয়ে ধরল রক। মনে মনে ঘোড়া পর্যন্ত পথটার কথা ভাবল। রাসেল আর জাঙ্কি কোথায়? তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছুটিয়ে পালাতে হতে পারে। কিন্তু গোলাগুলির মাঝে যে পথ দিয়ে নেমেছে সেখান দিয়ে উপরে ওঠা অসম্ভব। ক্যানিয়ন থেকে বেরোবার আর কোন পথ ওর জানা নেই।

'তুমি কি ঝোপের ভিতর ঢুকবে নাকি? তোমার মাথা খারাপ।'

শব্দ করে হাসল লোকটা। 'বেশি বেশি কল্পনা তোমার। আর ওখানে যদি কেউ থাকেও—তোমার কী হবে? সেই তোমাকে প্রথম দেখতে পাবে।'

পায়ের শব্দ থামল...ইতস্তত করছে লোকটা। চামড়ার সাথে পাতা ঘষা খাওয়ার শব্দ হলো। উইনচেস্টারের ঘোড়ায় রকের বুড়ো আঙুল। এত কাছে থেকে মিস হবে না। লোকটা ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সে জানে। এরপরে যা হবার হবে, কিন্তু প্রথম লোকটা মারা পড়বে।

জঙ্গলের ভিতর ঢোকাটা এখন আর ঠিক পছন্দ হচ্ছে না ওর। মাথার ভিতর চিন্তা চলেছে। ও কী ভাবছে স্পষ্ট বুঝতে পারছে রক। হঠাৎ লোকটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কিছুই শোনেনি। ফিরে গেল সে।

পায়ে-পায়ে নিঃশব্দে ঘোড়ার কাছে ফিরে এল রক। বুট পরে ঘোড়ার পিঠে উঠে হাঁটিয়ে যেদিক থেকে এসেছে সেদিকেই ফিরে চলল। স্লাইডের কাছে থামল না, আরও এগিয়ে গেল।

বাঁকের কাছে এসে থেমে রুমাল বের করে মুখ মুছল—তারপর ক্যানিয়নের আরও গভীরে ঢুকল। ওরা আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই মুহূর্তে রাসেল ট্র্যাভার্স ওদের সাথে রয়েছে।

আগামীকাল?

সতেরো

পয়জন ক্যানিয়ন থেকে বেরোবার একটা পথ খুঁজে পেতেই প্রায় বিকেল হয়ে এল। ঘুরে ফিরে ডার্ক ক্যানিয়নের মালভূমিতে পৌঁছল রক।

সূর্য ঢলে পড়েছে। এখনও অনেক পথ বাকি। এই সময়ে উত্তরে যাবার জন্য লাগামে টান দিতে শুরু করল বাকস্কিন। ইচ্ছামতই ওকে যেতে দিল রক। দশ মিনিট পর একটা ঝরনার কাছে পৌঁছল ওরা।

ঘোড়াটার গা ভাল করে মলে দিয়ে স্যাডল ব্যাগ থেকে কিছু খাবার বের করে

খেয়ে শুয়ে পড়ল। ঘুমানোর আগেই আগামীতে কী করবে মনেমনে ঠিক করে ফেলল রক। একাই পাল্টা আক্রমণ চালাবে।

সকালে উঠে কফি আর নাস্তা খেয়ে তাড়াতাড়ি রওনা হয়ে গেল। নিচু পাহাড়গুলোর মাঝে এল ডেড র‍্যাঞ্চ। স্নো বেরির ঝোপ ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। আড়ালে আড়ালে রক খুব কাছে চলে এসেছে।

র‍্যাঞ্চ বাড়িটা পরিত্যক্ত দেখাচ্ছে। একটা উইন্ডমিল বাতাসে অলস ভাবে ঘুরছে। খোঁয়াড়ে ঘোড়ার সংখ্যা খুব কম। হঠাৎ একটা ভুঁড়িওয়ালা লোক বাইরে বেরিয়ে পাত্র থেকে পানি ফেলল। বাধুনী।

সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে আবার ভিতরে ঢুকল লোকটা। দরজা বন্ধ হতেই উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে উঠানে পৌছল রক।

রক যা ভেবেছিল তাই হলো। দ্রুত ছোটা খুরের আওয়াজে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাঁধুনী। স্কিড করে থেমে দাড়াল বাকস্কিন। রকের পিস্তল বাঁধুনীর দিকে তাক করা।

লোকটার মুখ প্রথমে ফ্যাকাসে, তারপরে লাল হলো। কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছিল সে–কিন্তু সুযোগ পেল না। লাফিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে কলার ধরে ওকে ভিতরে নিয়ে বেঁধে বিছানার তলায় ঢুকিয়ে দিল। চেঁচাতে শুরু করল লোকটা। বাধ্য হয়ে ওর মুখে এক টুকরো কাপড় গুঁজে মুখ বেঁধে দিল রক।

বাইরে বেরিয়ে খোঁয়াড়ের গেট খুলে ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে বের করে দিল। টুল শেডে ঢুকে পাথর ফাটানোর কাজে ব্যবহৃত বারুদ নিয়ে বেরিয়ে এল সে। ফায়ারপ্লেসের পিছনের দেয়াল থেকে একটা পাথর খসিয়ে ওই গর্তে এক টিন বারুদ রেখে ওখান থেকে আগুন পর্যন্ত সরু রেখায় বারুদ ছিটিয়ে দিল।

কয়েকটা বন্দুকের গুলি পেয়ে সেগুলো ফায়ারপ্লেসের ছাইয়ের ভিতর লুকিয়ে রাখল। তারপর কয়টা শুকনো কাঠ আগুন জ্বালাবার জন্য ফায়ারপ্লেসে চাপিয়ে কেতলিতে পানি ভরে কফি তৈরির জন্য কাঠের উপর বসিয়ে রাখল।

ঝোপের ভিতর ফিরে ভাল একটা জায়গা বেছে নিয়ে বাড়িটার উপর নজর রাখতে বসল। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে ওকে।

ধীরে একটা ঘন্টা কাটল। পাতার তৈরি আরামের বিছানায় বসে ক্লান্তিতে মাঝেমাঝে ঝিমানি আসছে। ঘোড়ায় চড়ে অনেক মাইল পথ চলেছে সে। একবার একটা র‍্যাটল স্নেক ওর কয়েক ফুট দূর দিয়ে চলে গেল। একটা প্যাকর‍্যাট নাক কুঁচকে গোঁফ নেড়ে ওর দিকে চাইল। আর একটু এগিয়ে আবার দেখে চলে গেল। গাছে কাক কা-কা করছে।...

এবার আরোহীদের আসতে দেখল রক। ডাবল ডায়মন্ডে যা-ই ঘটে থাকুক, এরা জয় করে ফেরেনি। নয়জনের দল। দুজনের দেহে ব্যান্ডেজ দেখা যাচ্ছে। একজনের মাথায় পট্টি বাঁধা–অন্যজনের হাত গলার সাথে স্লিঙে ঝুলছে। আর একজনকে জিনের সাথে বেঁধে আনা হচ্ছে–জিনের দুপাশ থেকে তার মাথা আর পা ঝুলছে।

ওদের র‍্যাঞ্চের আরও কাছে যাওয়ার সুযোগ দিয়ে রাইফেল তুলল রক। পরপর তিনটে গুলি ছুঁড়ল সে।

একটা ঘোড়া চিৎকার করে শূন্যে লাফিয়ে উঠে আধপাক ঘুরে গেল। দলটা ছত্রভঙ্গ হলো। একজন চোট পেয়ে নিজের পা খামচে ধরতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল। পাদানিতে পা আটকে গিয়ে মাটিতে ছেঁচড়ে চলল। পঞ্চাশ গজ গিয়ে ঘোড়াটা থামল।

একসাথে যে যেদিকে পারে পালাল। কেউ গুদাম ঘরে, কেউ বাড়িতে, কেউ বা বাঙ্কহাউসে।

আবার গুলি করল রক। দুটো গুদামের দেয়ালে। তারপর ঘুরে রান্নাঘরের কজা লক্ষ্য করে আরও চারটা। দুটো নীচের কজায়, দুটো উপরের। এবার বিরতি দিয়ে রাইফেলে গুলি ভরল।

দরজাটা এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে বটে কিন্তু রক জানে ওর গুলি জায়গা মতই লেগেছে। রাইফেল ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে একটা গুলি ভিতরে পাঠাল। জানালার যেখানে কারও মাথা থাকা সম্ভব সেখান দিয়েই গেছে ওর গুলি। জানালার নীচের দিক ঘেঁষে। গুদামের দরজার পাশ থেকে একটা রাইফেলের নল দেখতে পেয়ে গুলি করল রক। দরজার চৌকাঠ থেকে একটা চিলতে উড়ে গেল। সাথে সাথে নলটাও অদৃশ্য হলো।

আবার উপরের কজা লক্ষ্য করে গুলি চালাল রক। দরজাটা এবার কাত হলো। এবার নীচের কজা লক্ষ্য করে আরও দুটো গুলি ছুঁড়ে কাজ শেষ করল।

নিজের জন্য সুন্দর নিরাপদ জায়গা বেছে নিয়েছে রক। ঝোপ আর পাথরের আড়ালে নীচে থেকে গুলি করে ওর গায়ে লাগানো একেবারে অসম্ভব। ওখান থেকে নীচে র‍্যাঞ্চের প্রতিটা জায়গা দেখতে পাচ্ছে সে। ওর অজান্তে কেউ লুকিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারবে না। কোন কাভার নেই, বেরোতে গেলেই গুলি খাবে।

দরজাটা এখন সম্পূর্ণ খোলা। ঘরের ভিতর আর একটা গুলি ছুঁড়তেই কেউ একজন আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। আবার রাইফেল চালিয়ে আরও জানালার কাঁচ ভাঙল রক।

একটু বিরতি দিয়ে রাইফেলে আবার গুলি ভরে নিল। কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেল। রাইফেল নামিয়ে রেখে একটা সিগারেট রোল করল রক–তারপর নড়েচড়ে আর একটু আরাম করে বসল। অপেক্ষা করছে সে। ওদিক থেকে আন্দাজে দুটো গুলি এল–কিন্তু দুটোই অনেক দূর দিয়ে গেল।

গুদাম ঘর থেকে হঠাৎ একজন বেরিয়ে মাথা নিচু করে শক্ত কাঠের তৈরি পানির টবের দিকে ছুটল। লোকটা টবের পিছনে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর গুলি করে ঠিক লোকটার মাথার উপরে টবে দুটো ফুটো করে দিল রক। লোকটার মাথা আর কাঁধ ভিজে একাকার হয়ে গেল। আবার এগোবার চেষ্টা করতেই রক ওর পায়ের কাছে মাটিতে গুলি বেঁধাল।

একটু অপেক্ষা করে দেখল রাইফেলের মাথা জেগে উঠছে। ওর অবস্থানটা এখন কিছুটা ভাল হলেও লোকটা নিঃসন্দেহে খোঁয়াড়ের কোনায় পৌছতে চেষ্টা করবে। খুঁটির উপর রাইফেল রেখে তাক করার চেষ্টা করছে সে। খুঁটির দিকে নিশানা করে ট্রিগার টিপে দিল রক।

রাইফেলটা পড়ে গেল–লোকটাও মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। লোকটা মারা গেছে

কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এরপর গুদাম বা বাসা থেকে কারও বেরোবার তাগিদ দেখা গেল না।

বিকেল গড়িয়ে এল। রকের ফেরার সময় হয়ে আসছে। কিন্তু কফি বানাবার জন্য আগুনটা জ্বালালে কী ঘটে দেখার জন্য অপেক্ষায় রইল রক।

একবার দরজার ভিতর দিয়ে একটা গুলি পাঠিয়ে ওদের জানিয়ে দিল সে এখনও যায়নি।

হামাগুড়ি দিয়ে ঘোড়ার কাছে এসে স্যাডল ব্যাগ থেকে কিছু শুকনো মাংস আর পানি নিয়ে আবার নিজের জায়গায় এসে বসল।

প্রায় সন্ধ্যার দিকে চিমনি দিয়ে একটা ক্ষীণ ধোঁয়ার রেখা আকাশে উঠতে দেখল রক। মনে মনে হেসে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষায় রইল। আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবে না সে। রাতের আঁধারে ওদের বেশিক্ষণ ঘরে আটকে রাখা যাবে না। রাত নামার সাথে রকের বিপদও বাড়বে।

ধোঁয়া উঠতে দেখে এবার ঘোড়ার কাছে ফিরে পানির বোতল রেখে দ্রুত প্রস্থানের জন্য তৈরি হলো। গুদামের দরজা দিয়ে একটা গুলি পাঠিয়ে ওদের জানাল এখনও সে আছে।

ধোঁয়া বাড়ল—হঠাৎ ভিতর থেকে একটা বিস্ফোরণের শব্দ এল।

একটা শটগানের গুলি ফাটল…হঠাৎ আরও তিনটা, এক, দুই, তিন! ভিতর থেকে আতঙ্কিত চিৎকার শোনা যাচ্ছে। একজন লাফিয়ে বাইরে এসে পড়ল। রকের গুলিটা ওর পায়ের কাছে সিঁড়ির উপর পড়ে বুটের আগার দিক থেকে কিছুটা অংশ ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। লোকটা আবার এক লাফে ভিতরে চলে গেল।

ছুটে পিছিয়ে এসে ঘোড়ার পিঠে চড়ল রক। ঠিক একই সাথে আর একটা বড় বিস্ফোরণের শব্দ হলো। ঘাড় ফিরিয়ে রক দেখল চিমনির সাথের দেয়ালটা ভেঙে বাড়ির পিছন থেকে আগুনের ফুলকি আর ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। চিমনিটাও একটু কাত হয়ে পড়ল।

যথেষ্ট দেখা হয়েছে। এবার বাকস্কিনটাকে ডাবল ডায়মন্ডের দিকে ছোটাল রক।

ডেজ গ্রিফিথ এবার ভাল করেই টের পেয়েছে এই যুদ্ধে সে-ই কেবল আক্রমণ করবে, তা নয়। শত্রুপক্ষও পাল্টা আক্রমণ চালাবার ক্ষমতা রাখে।

সাধারণ ট্রেইল এড়িয়ে ঘোড়া পথে ডাবল ডায়মন্ডের দিকে ফিরছে রক। নিজেদের ক্ষয় ক্ষতি কতটা হয়েছে এখনও জানে না। দুশ্চিন্তায় উদ্বিগ্ন আছে ওর মন। তবে আজ সারাদিন এল জেড র‍্যাঞ্চে ওদের নাস্তানাবুদ করে কিছুটা শোধ নিয়েছে।

রককে ফিরতে দেখে হার্ডি এগিয়ে এসে গেট খুলে দিল। এক নজরেই রক বুঝল জখম হয়নি লোকটা। হ্যারি আর ন্যাটও বেরিয়ে এল—দুজনেই দাঁত বের করে হাসছে।

ফাইটের বর্ণনা দিল ন্যাট। বাওয়ার র‍্যাঞ্চে গরু পৌঁছে দিয়ে সে ফিরে এসেছিল। দুই ভাই র‍্যাঞ্চের টুকিটাকি কাজ সারছিল এই সময়ে আরোহীদের

আসতে দেখে। ঘোড়ার পিঠে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে বাঙ্কহাউসের দিকে পিছিয়ে এল ওরা। হার্ডি ওদের কাভার দিচ্ছিল।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রথমেই বিপক্ষের একজন নিহত আর একজন আহত হলো। সবগুলো রাইফেল আগে থেকেই লোড করে রাখা ছিল—এল জেড র‍্যাঞ্চের ওরা কাছেই ঘেঁসতে পারেনি। আরও কয়েকবার চেষ্টা করে শেষে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে।

রক কী কী করেছে সব শোনা হলে হঠাৎ হ্যারি উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, 'ভুলেই গেছিলাম—আরও খবর আছে। লাকি থমসন অ্যালকে সামনা-সামনি গুলি করেছে!'

'অ্যালকে?…'

'চারটে গুলি খেয়ে তবে ধরাশায়ী হয়েছে।'

'মারা গেছে?'

'শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মরেনি। তবে মারাত্মক ভাবে আহত।'

'আর লাকি?'

'একটা আঁচড়ও লাগেনি ওর গায়ে।'

অ্যাল…লাকি থমসনের কাছে পরাজিত!

যুক্তিসঙ্গত লোক অ্যাল। যে কোন রকম ফাইটেই ভয়ঙ্কর, অথচ ঠাণ্ডা মাথা আর সুন্দর বিচার বুদ্ধি। অ্যাল যতক্ষণ আছে লুসি নিরাপদ। রকের ধারণা এবার লুসির উপর হামলা আসবে।

হ্যারি আরও বলল শহরবাসী লোকজন রকের উপর খুশি নয়। বরং বিদ্বেষ আরও বেড়েছে বলে মনে হয়। সন্দেহ নেই কেউ একজন ওদের মাঝে বিষ ছড়াচ্ছে। এমন কথাও শোনা গেছে যে লাকি আর রক বাইরে বাইরে শত্রুতার ভাব দেখালেও আসলে নাকি ওরা একই দলে। রকই লাকিকে অ্যালের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর উস্কানি দিয়েছে।

আগুনের শিখার কাঁপা আলো ওদের মুখের উপর খেলছে। হ্যারি পাহারা দিতে বেরিয়ে গেল। একা…প্রায় একা ফাইট করা বড় কঠিন। আর জনমতের বিরুদ্ধে একা লড়া অসম্ভব।

এবার লাকি থমসনকে ঠেকানো মুশকিল হবে। গান ফাইটারদের মাঝে অ্যালের অনেক সমাদর ছিল। ওকে ঘায়েল করার পর এখন লাকির আর মাটিতে পা পড়বে না। এবার সে রকের উপর হাত তুলতেও দ্বিধা করবে না।

সময় খুব কম। রককে অ্যালের সাথে দেখা করতে হবে—বেঁচে থাকলে ওর সাথে কথা বলা দরকার। জাক্কিদের ক্যাম্পে যা জেনেছে সেটা অ্যালেরও জানা দরকার।

লাকি বেশিদিন অপেক্ষা করবে না। শিগগিরই সে রকের মোকাবিলা করবে। তাতে রক জেতে বা হারে, হয়তো অনেক দিনের জন্য ওকে জখম হয়ে পড়ে থাকতে হবে।

বক্স এস-এ যাবে রক। আজ রাতেই যাবে।

আঠারো

রক যখন বক্স এস-এ পৌঁছল তখন মন্টি বারলো র‍্যাঞ্চহাউসের বারান্দার কাছে তার ঘোড়া থেকে নামছে। রকের দিকে ফিরে পরমুহূর্তেই সে থেমে দাঁড়াল। উঠান দিয়ে বেন এগিয়ে আসছে। ওর হাতে উইনচেস্টার।

'এখান থেকে চলে যাও, ব্যানন।'

'কাজে এসেছি আমি।'

'ভাল চাও তো চলে যাও। বাঙ্কহাউস আর গুদাম থেকে তোমাকে কাভার করা হয়েছে-পিস্তলের দিকে হাত বাড়িও না।'

'আমাকে রাগিও না, বেন-ফল ভাল হবে না।'

বার্কস্কিনটা বাড়ির দিকে এগোল। পিছিয়ে গেল বেন, একটু ইতস্তত করল, তারপর রাইফেল ওঠাতে শুরু করল। ওর দিকে দেখছে না রক, কিন্তু রাইফেল ওঠানো আঁচ করতে পারছে। পিছনের অন্য রাইফেলগুলোর কথা ভেবে নিজের সম্ভাবনার কথা বিচার করে দেখছে।

'বেন!' লুসির গলা শোনা গেল। ঠাণ্ডা, পরিষ্কার স্বর। 'ভদ্রলোককে আসতে দাও।'

ধীরে ধীরে রাইফেল নিচু হলো। মুহূর্তের জন্য ঘোড়া থামিয়ে রক বলল, 'লুসি তোমাকে থামিয়েছে তাতে আমি খুশিই হয়েছি, বেন। ভাল মানুষ মারতে আমি চাইনি।'

বিভ্রান্ত চোখে রকের দিকে চাইল বেন। কথাটা বড়াই করে বলা হয়নি বুঝতে পারছে। ঘুরে বাঙ্কহাউসের দিকে রওনা হলো সে।

লুসির চোখে খুশির কোন ভাব নেই। চেহারাটা শান্ত, গম্ভীর।

'এখানে কী চাও?'

'এই কি তোমার স্বাগত জানাবার নমুনা?'

স্থির চাহনিতে লুসির চোখের পাতা একটুও কাঁপল না। 'তুমি কি এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করেছিলে?'

'না, লুসি। হয়তো না।'

লুসির মুখের ভাবটা একটু যেন নরম হলো। কিন্তু চুপ করে অপেক্ষা করছে সে।

'অ্যাল কেমন আছে?'

'বিশ্রাম নিচ্ছে।'

'জ্ঞান আছে ওর?'

'হ্যাঁ, কিন্তু কারও সাথে দেখা করবে না এখন।'

জানালা দিয়ে অ্যালের গলা ওদের কাছে পৌঁছল। 'কে, রক ব্যানন? সোজা চলে এসো!'

ইতস্তত করছে লুসি। রকের একবার মনে হলো হয়তো মানাই করবে সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরে দাঁড়াল। প্রথমে রক, তারপরে লুসি আর সবশেষে মন্টি ঘরে ঢুকল।

অ্যালের চেহারা দেখে চমকে উঠল রক। শুকনো আর ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে-চোখ দুটো মুখের তুলনায় প্রকাণ্ড দেখাচ্ছে।

'ক্ষুদে শয়তানটা থেকে সাবধান, রক। ওর হাত খুব চালু। আমি পিস্তল বের করার আগেই আমাকে একটা বিঁধিয়েছে। হঠাৎ অ্যাকশন-ঠিক পেঁচানো স্প্রিঙের মত।' রকের কোটের হাতা ছুঁলো অ্যাল। 'তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম, কিছু ট্র্যাক খুঁজে পেয়েছি আমি। এখান থেকে বেশি দূরে নয়-কাছেই। ভারি কিছু বয়ে নিয়ে যাওয়ার ছাপ। তোমার ট্র্যাক নয়-ভারি মানুষ, ছোট পা।'

সবার মাথায় চিন্তা চলছে। লুসির চোখ দুটো একটু বিস্ফারিত হতে দেখল রক। রাসেলের পা ছোট। মন্টি ধীরে শ্বাস ছাড়ল।

'রক, তোমার ওখানে একটা খবর দেয়ার জন্যেই আমি বেরিয়েছিলাম-তোমার নামে একটা টেলিগ্রাম আমি সিলভার রীফ থেকে নিয়ে এসেছি।'

টেলিগ্রামটার সীল ছেঁড়া হয়নি। ওটা খুলল রক।

'অনেকদিন হলো আমার ভায়ের কোন খবর নেই। রাসেল ট্র্যাভার্সের চেহারার বিবরণ রাসেল পার্কের সাথে মেলে। ওর বিরুদ্ধে খুন এবং আর্মির টাকা চুরি করে সরে পড়ার অভিযোগ রয়েছে। তদন্ত করতে আমি নিজেই আসছি।'

কর্নেল লিও ওটুল।

১২ নং ক্যাভেলরি।

কোন কথা না বলে টেলিগ্রামটা মন্টির দিকে এগিয়ে দিল রক।

সবাইকে পড়ে শোনাল সে। লুসির মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কিন্তু কিছু বলল না।

'কেসটার কথা আমার মনে আছে,' বলল মন্টি। 'রাসেল পার্ক ক্যাভেলরির ক্যাপ্টেন ছিল। বিশ হাজার ডলার সে তহবিল থেকে চুরি করেছিল। চার্জ আনার পর কম্যান্ডিঙ অফিসারকে খুন করে সে পালায়। পরে ধরা পড়ে আবার জেল ভেঙে পালায়। পালাবার সময়ে সে আরও দুজনকে খুন করে। পাঁচ-ছয় বছর আগে শেষ খবরে জানা যায় সে মেক্সিকোতে আছে।'

'ভুলের কোন সম্ভাবনা আছে?'

'আমার মনে হয় না।' টেলিগ্রামটার দিকে চাইল মন্টি। 'এটা নিতে পারি? শেরিফ পিয়ার্সনের সাথে আমি এ ব্যাপারে কথা বলতে চাই।'

'রাসেল আর নিক ডিয়ারসন কি যুক্তি করছে?' প্রশ্ন করল অ্যাল।

'মরার আগে ভ্যাল বলেছিল রাসেল টাকা কামাতে চায়। বিনা পরিশ্রমে অনেক টাকা। কিন্তু কীভাবে, সেটাই এখন প্রশ্ন।'

লুসি রকের চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। কয়েকবারই চেষ্টা করেছে রক কিন্তু পারেনি। রকের মনে হচ্ছে সে ওর বাবাকে মারুক আর নাই মারুক লুসি আর

তার সাথে কোন সম্পর্ক রাখতে চায় না।

অ্যালের ভারি শ্বাসের শব্দ ছাড়া ঘরে আর কোন শব্দ নেই। হতাশ হয়ে উঠে দরজার দিকে রওনা হলো রক। অ্যাল বাধা দিল, 'এখন কী করবে?'

ডাবল ডায়মণ্ডে ফিরে যাবে? ওখানে এখন কিছুই করার নেই। হঠাৎ করেই কথাটা তার মনে এল। 'রাসেল পার্কের সাথে দেখা করব।'

লুসির ঠোঁট দুটো আপত্তি জানাতে গিয়েও থেমে গেল।

'না,' বলল মন্টি। 'সেটা ঠিক হবে না। ওকে আমি খালি হাতে পিটিয়ে মানুষ খুন করতে দেখেছি।'

'খুন হব না আমি।'

'এসব কী হচ্ছে?' প্রতিবাদ করে উঠল লুসি। 'প্রতিশোধ নেয়ার ছেলেমানুষি? নাকি নিছক বড়াই? শহরে গিয়ে এভাবে গোলমাল পাকাবার কোন অধিকার তোমার নেই। তোমাকে একবার সে হারিয়েছে বলে আবার মারপিট করার কোন অর্থ হয় না!'

'ওকে আঁচলের তলায় রক্ষা করার চেষ্টা করছ?' কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করল রক। কিছুই ভাল লাগছে না ওর। সে কি সত্যি ওকেই ভালবাসে? তা হলে কি সে ভুল বুঝেছে? যত ভাবছে ভিতরে ভিতরে ততই রাগ বাড়ছে।

'না, ওকে রক্ষা করার চেষ্টা আমি করছি না। প্রথম ফাইটের পর তোমার যা অবস্থা দেখেছি তাতে তোমারই প্রোটেকশন দরকার!'

রককে উস্কে দেওয়ার জন্য আর কিছু দরকার ছিল না।

লুসির চোখ দুটো বিস্ফারিত, মুখটা রক্তশূন্য। এক মুহূর্ত ওর চোখেচোখে চেয়ে থেকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল রক।

রকের মুড বুঝেই যেন পিঠে চড়ার সাথে সাথেই ছুটতে শুরু করল বাকস্কিন।

রাগে গরম বোধ করছে রক। ওর প্রোটেকশন দরকার—কথাটা কিছুতেই সহ্য হচ্ছে না। ফাইট দরকার—যে কোন ফাইট। সব ভেঙেচুরে ধ্বংস করতে চায় সে।

এই মানসিক অবস্থাটাই ওকে সাহায্য করল। মোড় ঘুরেই জাঙ্কি গ্যাঙের মুখোমুখি হলো রক। কেউ ওকে আশা করেনি। অপ্রস্তুত অবস্থায় রকের ঘোড়ার সাথে ধাক্কা খেয়ে দুজন আরোহী ঘোড়ার উপর টিকে থাকার চেষ্টা করছে। বাকস্কিনটা জাঙ্কির ঘোড়ার সাথে ধাক্কা খাওয়ার আগেই পিস্তল বের করে ব্যারেল দিয়ে পাশের আরোহীর কানের পাশে আঘাত হানল রক। ছিটকে ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে পড়ল লোকটা। ঘোড়া ঘুরিয়ে চকিতে গুলি করে একজন আরোহীর হাত থেকে পিস্তল উড়িয়ে দিল সে। জাঙ্কি তার ভীত অবাধ্য ঘোড়াটাকে সামলাতে চেষ্টা করছে—ঝুঁকে নিজের হ্যাট খুলে ঘোড়ার পাছায় একটা বাড়ি বসাল রক।

ঘোড়াটা প্রচণ্ড এক লাফ দিয়ে আতঙ্কিত খরগোশের মত ছুটল। জাঙ্কি টিকে থাকার চেষ্টা করছে। কিন্তু রকের ঘোড়ার সাথে বাড়ি খাওয়ার সময়ে ওর পা একটা পাদানি থেকে ছুটে গিয়েছিল। অন্যদিকে মন দেওয়ার আগে এক ঝলকে রক দেখল পাগলা ঘোড়ার মত ছুটছে জাঙ্কির ঘোড়া। পিছনে ধুলোর মেঘ উড়ছে।

সবকিছুই মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল। রাগের মাথায় ছিল বলেই সম্পূর্ণ ব্যাপারটা রকের অনুকূলে গিয়েছে।

চতুর্থ লোকটা ঘোড়া ঘুরিয়ে রকের দিকে গুলি করার চেষ্টা করছে, কিন্তু গোলমালের ভিতর কোন সাথীর গায়ে লেগে যেতে পারে ভেবেই ইতস্তত করছে। রক ঘোরার সাথে সাথেই দুজনে এক সাথেই গুলি চালাল। তাড়াহুড়ায় দুজনেই মিস করল। নিজের ঘোড়ার লাফানি থামিয়ে লোকটা তাড়াতাড়ি ছুটে পালানোয় মন দিল। ওকে যেতে দিয়ে পিছনে ঘুরেই ঘোড়ার পিঠে বাকি লোকটার দিকে গুলি করল রক। গুলিটা ওর কান ফুটো করে বেরিয়ে গেল। মৌমাছির আক্রমণে আক্রান্ত কৃষকের মত সে মাথা নিচু করে ছুটে পালাল। শহরের পথ ধরল বাকস্কিন।

পিস্তলে গুলি ভরে নিয়ে ভবিষ্যৎ মোকাবিলার জন্য তৈরি হলো রক। শহর এগিয়ে আসছে। আস্তাবলে পৌঁছে ওদের হাতেই ঘোড়ার ভার ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে এল রক।

ওর দিকে এক নজর চেয়েই ম্যাগি স্মিথ বুঝে নিল মারপিট করার জন্যই শহরে এসেছে রক। 'রাসেল ট্র্যাভার্স ওদিকে সেলুনে আছে,' জানাল সে।

এই খবরটাই চেয়েছিল রক। ঘুরে রাস্তা দিয়ে সেলুনের দিকে এগিয়ে গেল সে। ওর ভিতরটা টগবগ করে ফুটছে। আজ রাসেলকে একচোট দেখে নেবে। আচমকা মারে ওকে অপদস্থ করেছিল—আজ সে তার বদলা নেবে।

ঠিকই রাসেল ট্র্যাভার্স সেলুনে রয়েছে। নিক ডিয়ারসনের সাথে একই টেবিলে বসেছে সে। হয়তো কেভিন সেলবির মৃত্যু আর অ্যালের জখম হওয়ায় এখন আর গোপনীয়তা রক্ষার তাগিদ ওরা অনুভব করছে না।

সময় নষ্ট করল না রক। চিৎকার করে সবাইকে শুনিয়ে বলল, 'ডিয়ারসন! পাজি লোক তুমি। কিন্তু চালাক লোক বলে তোমার নাম আছে। ওই খুনি চোরটার সাথে প্রকাশ্যে মেলামেশা করা কি তোমার উচিত?'

দুজনেই হতভম্ব হয়ে গেছে। কেউ কিছু বলার আগেই টেবিলটা ওদের সামনে থেকে সরিয়ে রাসেলের গালে হ্যাট দিয়ে বাড়ি মারল রক।

হুঙ্কার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রাসেল। রকের বাম হাতের ঘুসিতে ওর ঠোঁট দুটো দাঁতের উপর থেঁতলে গেল। ডান হাতের ঘুসিটা পড়ল ওর নাকের উপর। দরদর করে রক্ত বেরিয়ে এল ওর ভাঙা নাক থেকে।

কিন্তু তবু এগিয়ে এল সে। মারপিটে সে হারতে পারে এই চিন্তা তার কাছে নতুন—অসহ্য। ওর একটা ঘুসি রকের কপালে লাগল—ছোট অনেকগুলো ঘণ্টা একসাথে বাজার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে রক। পেট লক্ষ্য করে ঘুসিটা সে কনুই দিয়ে ঠেকাল। ঘুরে ডান হাতের ঘুসিটা কাঁধের উপর নিয়ে ঠেলে রাসেলকে বারের উপর ফেলল। রেলে পা বেধে পড়ে গেল সে।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ানোর সাথে সাথে রকের ঘুসি গিয়ে পড়ল ওর চোখের নীচে হাড়ের উপর। চামড়া ফেটে একটা লাল রেখা নেমে এল গাল বেয়ে। দুহাতে ঘুসি চালাল রাসেল। মুখের ভিতর সেই পুরোনো ধোঁয়ার স্বাদ। পাল্টা আক্রমণ করে দুহাতে ঘুসি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে গেল রক।

ডান হাত চালাল রাসেল, মাথা নিচু করে কাটিয়ে বাম হাতে ওর পেটে হুক মারল রক। তারপর কোমর দুলিয়ে ডান হাতে একই জায়গায় আর একটা মারল।

মুখ দিয়ে একটা 'ঘোঁৎ' শব্দ বেরোল। পিছিয়ে আসতে গিয়েও পারল না রক। অত্যন্ত ক্ষিপ্র আর শক্তিশালী লোকটা। মুখের উপর একটা প্রচণ্ড ঘুসি খেলো সে। কিন্তু সেদিকে খেয়াল না করে পটাপট দুটো ঘুসি মারল রাসেলের মুখে। তবু গায়ের জোরে এগিয়ে এসে জাপটে ধরল-রকের মাথা ওর থুতনির নীচে। পিঠটা ধনুকের মত করে রেখেছে। সুবিধা করতে না পেরে রককে দুহাতে শূন্যে তুলল। ছুঁড়ে ফেলার আগে চুল খামচে ধরেছিল রক। একমুঠো চুল হাতের সাথে ছিঁড়ে চলে এল। গড়িয়ে ওর আগেই উঠে দাঁড়াল রক।

দর্শকের দল এখন ওদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। চিৎকারও করছে, কিন্তু রকের কানে কোন শব্দ ঢুকছে না। রাসেলের কঠিন ঘুসিগুলো কাটিয়ে এগোচ্ছে। কিন্তু চোয়ালের উপর একটা ঘুসি খেয়ে কেঁপে উঠে বারের উপর গিয়ে পড়ল রক। একটা বোতল তুলে রকের মাথা লক্ষ্য করে ঘুরাল। নিচু হয়ে আঘাতটা কাটিয়ে লাফিয়ে মাথা দিয়ে মোষের মত গুঁতো মারল ওর বুকে। পড়ে গেল রাসেল।

উঠে দাঁড়াতেই সমস্ত শক্তি দিয়ে ওর চোয়ালে আঘাত করল রক। প্রচণ্ড মারে আধপাক ঘুরে গেল রাসেল। লাফিয়ে ওর পিঠে চড়ে দুই উরুতে বুটের সাথে ঝোলানো স্পার গেঁথে দিল রক। ব্যথায় আর্তনাদ করে নীচের দিকে মাথা ঝোঁকাল সে। ওর মাথার উপর দিয়ে ওপাশে চার হাতপায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ল রক। ওই অবস্থায় রাসেলের লাথি খেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

উঠে দুজনে চক্রাকারে ঘুরছে। দুজনেই সাবধান হয়েছে এখন। রকের রাগের গরমটা আর এখন নেই। জীবনের জন্য এই লড়াই। জিততে হলে ঠাণ্ডা মাথায় তাকে পুরো বুদ্ধি আর চাতুরী কাজে লাগাতে হবে।

রাসেলের শার্ট ছিঁড়ে ফালিফালি হয়ে গেছে। ওকে কখনও খালি গায়ে দেখেনি রক। দৈত্যের মতই বুক আর কাঁধ ওর। এগিয়ে আসছে সে। বাম হাতে অত্যন্ত দ্রুত চোয়ালের উপর একটা মেরেই ডান হাতে পাঁজরের উপর প্রচণ্ড ঘুসি বসাল রক। তারপর দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমানে দুহাতে ঘুসি চালাল। রাসেলের প্রধান সুবিধা হচ্ছে ওর ওজন, আর রকের স্পীড।

আবার ঘুরছে ওরা। বাম হাতে মুখে মারার ভঙ্গি দেখিয়ে ডান হাতের পাঁজরে ঘুসি মারল রক। একটু পরে আবার একই কাজ করল। তারপর বাম হাতে ওর থেঁতলানো মুখে মেরে হাত উপরে ওঠানোর সঙ্গে সঙ্গে দুহাতে পাঁজরের দুপাশে আঘাত করল। বার বার পেটে আর পাঁজরে মেরে ওকে দুর্বল করে নিতে চাইছে রক। রাসেলের গতি এখন অনেক ধীর হয়ে এসেছে। নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করল রাসেল। কিন্তু রকের ক্ষিপ্র গতিতে বিভ্রান্ত বোধ করছে। চট করে বাম হাতটা বাড়ি দিয়ে সরিয়ে দিয়েই সোজা সোলার প্লেক্সাসে প্রচণ্ড মার কষাল। ঘোঁৎ করে শব্দ করল রাসেল। হাঁটু কমজোর হয়ে আসছে। পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে দুহাতে মাথা আর পেট লক্ষ্য করে একটার পর একটা ঘুসি মেরে চলেছে রক। একটু থেমে পজিশন নিয়ে প্রচণ্ড একটা ডানহাতি ঘুসি মারল এবার।

রাসেল এগিয়ে আসার পথে ঘুসিটা ওর চোয়ালে লাগল। থমকে থেমে একটু দুলল তারপর হাত-পা ছড়িয়ে দড়াম করে চিৎপাত হয়ে পড়ে স্থির হয়ে রইল।

টলতে টলতে বারের দিকে এগিয়ে গেল রক। একজনের বাড়িয়ে দেওয়া

গ্লাসটা নিয়ে এক চুমুকে শেষ করে ভর দিয়ে দাঁড়াল। সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে-ছোট ছোট শ্বাস নিচ্ছে সে। বারে হেলান দিল রক। শক্তি ফিরে পাবার চেষ্টা করছে।

কে যেন চিৎকার করে কী বলল-ঘুরে দাঁড়াল রক। রাসেল ট্র্যাভার্স সামনে দাঁড়িয়ে। রক ঘুরতেই ঘুসি চালাল সে। ঘুসিটা থুতনির উপর কুঠারের বাড়ির মত মনে হলো। বারের উপর উল্টে পড়ল রক। মাথা ঘুরছে। মনের সমস্ত জোর একত্র করে সজ্ঞান থাকবার চেষ্টা করছে। লোকটার পায়ের দিকে চেয়ে সে অবাক হয়ে ভাবল-এতবড় লোকের পা এত ছোট কী করে হয়?

আবার রককে আঘাত করল সে। পড়ে গেল রক। ওর মাথা ঘুরছে বলেই রাসেলের সরু মাথার বুটের লাথিটা রকের মাথায় লেগে পিছলে বেরিয়ে গেল।

এবার রকের অসাড় হয়ে পড়ে থাকার পালা। কে যেন এক বালতি পানি ঢেলে দিল ওর উপর। উঠে বসল রক। লুসি পানি ঢেলেছে।

মাথা এখনও ঘুরছে। লুসি এখানে কীভাবে এল বোঝার সুযোগ পেল না রক। কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে রাসেল। ওর থেঁতলানো ঠোঁটের কোণে একটু যেন হাসির আভাসও দেখতে পেল রক।

আবার দু'জনে ঘুসাঘুসি শুরু করল। রক যে কী করছে তা সে নিজেও জানে না। দুজনেই যথেষ্ট মার খেয়েছে। কিন্তু যে করেই হোক ওকে রকের হারাতেই হবে-কিংবা খালি হাতে পিটিয়ে ওকে হত্যা করতে হবে।

কেউ পিছাচ্ছে না-দুজনেই সমানে ঘুসি মেরে চলেছে। হঠাৎ একটু পিছিয়ে গেল রক। রাসেল আগে বাড়তেই ওর থুতনিতে মোক্ষম একটা আপার কাট বসাল। প্রচণ্ড আঘাতে কেঁপে উঠল রাসেল। টলছে সে...আবার আঘাত করল রক।

'পাগলামি থামাও, বোকার দল! নইলে দুজনকেই আজ জেলে ভরব!' শেরিফ পিয়ারসনের গলা শোনা গেল। পিস্তল হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে শেরিফ। ওর ঠাণ্ডা নীল চোখ দুটো দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে মিথ্যে হুমকি দেয়নি সে।

ওর আশেপাশে অন্তত আরও বিশজন লোক রয়েছে। ওদের মাঝে মন্টি আর লাকি থমসনও রয়েছে।

দরজার দিকে পিছিয়ে গেল রাসেল। মাতালের মত টলছে সে।

এরপরে একঘণ্টা ধরে নিজের মুখ গরম পানি দিয়ে ধুলো রক। তারপর আস্তাবলে গিয়ে ঘুমাবার জন্য রাইফেল আর কম্বল নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল। পিস্তল দুটো সর্বক্ষণ ওর পরনেই ছিল।

আস্তাবলের বাইরে কে যেন কথা বলছে। নীচে ঘোড়াগুলো মাঝে মাঝে মাটিতে পা ঠুকছে। ক্লান্তি আর অবসাদে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল রক।

উনিশ

সকালে ঘুম ভাঙল। আস্তাবলের ফুটো দিয়ে কয়েক ফালি রোদ ভিতরে এসে পড়েছে। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে রক। ওর দেহের প্রতিটি পেশী ব্যথায় টনটন করছে। কিছুক্ষণ অলস ভাবে শুয়ে রোদের ফালির ভিতর ধুলোর খেলা দেখে শেষে গড়িয়ে উপুড় হয়ে উঠে পড়ল।

নিজের মুখ ছুঁয়ে দেখল একবার। ফুলে উঠেছে। হাতের আঙুলগুলো নেড়ে আড়ষ্টতা ছাড়াতে চেষ্টা করছে। এই সময়ে সিঁড়িতে কারও উপরে ওঠার আওয়াজ পেল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রাসেল ট্র্যাভার্স ওরই দিকে চেয়ে আছে। চোখের দিকে চেয়েই বুঝল লোকটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে।

সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আছে রাসেল। মেঝের উপর ওর মাথা আর কাঁধটা দেখা যাচ্ছে। নড়াচড়া করছে না–কেবল চেয়ে আছে। বিদ্বেষ আর ঘৃণা ফুটে বেরোচ্ছে ওর চোখ থেকে। ও যে রককে খুন করতেই এসেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ওকে রক সিঁড়ি থেকে ফেলে দিতে পারত, কিংবা পিস্তল বের করে কাভার করতে পারত। কিন্তু ওর মাথা ঠিক থাকুক আর না থাকুক, ওই মানুষটাকে রকের খালিহাতে পিটিয়ে হারাতে হবে। নইলে সে কিছুতেই স্বস্তি পাবে না। এর কোন কারণ নেই–সে একবার অন্যায় ভাবে রককে বেকায়দায় ফেলে মেরেছিল···বদলাটা রক সামনা-সামনি লড়ে নিতে চায়।

সিঁড়ি ছেড়ে মেঝেতে উঠে এল রাসেল। রক উঠে দাঁড়াল। রাসেলের নড়াচড়া এখন বেশ আড়ষ্ট। রকেরও তাই, কিন্তু হার্ডির সাথে নিয়মিত প্র্যাকটিস করছে বলে তার অবস্থা রাসেলের তুলনায় অনেক ভাল।

মেঝেতে উঠেই আক্রমণ করতে ছুটে এল না রাসেল। কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে নীরবে রকের দিকে চেয়ে রইল। মারপিটে এখানেই ওর সুবিধা। ফাঁকা জায়গা খুবই কম–বাকিটা খড় দিয়ে ঠাসা। নড়াচড়ার জায়গা নেই। সহজে ঘুসি কাটিয়ে সরে যেতে পারবে না রক।

ধীর পায়ে এগোল রাসেল। হত্যা করতেই এসেছে সে। কাছে আসতেই হাত চালাল রক। ঘুসিটা হজম করে আরও এগোল। নিরুপায় হয়ে পিছিয়ে খড়ের গাদার কাছে চলে এসেছে রক। হঠাৎ লাফিয়ে হাত ঘুরিয়ে ঘুসি মারল রাসেল। চট করে সরে মুঠোর আঘাত কাটাল কিন্তু হাতের বাড়ি খেয়ে খড়ের উপর পড়ল রক। পরপর কয়েকটা বিরাট ওজনের ঘুসি মারল রাসেল। উচিত জবাব দিতে পারছে না রক। খড়ের জন্য ঘুসিতে জোর পাচ্ছে না। মুখের উপর আরও দুটো ঘুসি পড়ল। রকের মাথার ভিতর আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল।

পিছলে নীচে নেমে কাঁধ দিয়ে হাঁটুর উপর জোরে ধাক্কা লাগাল রক। টলতে টলতে পিছিয়ে গিয়ে লাথি চালাবার জন্য পা তুলল সে। অন্য পায়ের উপর ডাইভ

দিয়ে পড়ল রক। ভারসাম্য হারিয়ে চিৎ হয়ে পড়ল রাসেল। লাফিয়ে ওর পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে খড় ওঠানোর দড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল রক।

ঘুরে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে শুরু করল রাসেল। দরজার সামনে থেকে কে যেন চিৎকার করে উঠল, আবার শুরু করেছে 'ওরা!' এই সময়ে রাসেল ছুটে এল রকের দিকে।

এবার এর শেষ করতেই হবে। পিছনে হেলে প্রথম ঘুসিটা কাটিয়ে বাম হাত দিয়ে ওর কাটা মুখের উপর মারল রক। রক্ত বেরিয়ে এল আবার। গতরাতের তুলনায় আজ রাসেল অনেক স্লো। রক্তটা ওকে বিব্রত করছে বলে রকের মনে হলো। ধোঁকা দিয়ে প্রচণ্ড বেগে পাঁজরের উপর মারল। এবার কোমর আর কাঁধ দুলিয়ে রক আরও তিনটা ঘুসি বসাল ওর পাঁজরে। রককে ধরে ঘুসি থেকে বাঁচার চেষ্টা করল রাসেল। কিন্তু রক মোচড় দিয়ে সরে গিয়ে ওর থুতনিতে আপার কাট মারল।

বিভ্রান্ত বোধ করছে রাসেল। খুন করতে চাচ্ছে সে, কিন্তু কিছুতেই রককে হাতের কাছে পাচ্ছে না। হাত ঘুরিয়ে ঘুসি চালাল উন্মত্ত লোকটা। ঘুসি কাটিয়ে এগিয়ে রক প্রচণ্ড আঘাত বসাল ওর চোয়ালে।

থেমে দাঁড়াল সে। রক পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে দুহাতে দুটো ঘুসি মারল ওর চোয়ালে। পড়ে গেল রাসেল। একটু পিছিয়ে গিয়ে ওকে ওঠার সুযোগ দিল রক।

পিছনে লোকের ভিড় জমে গেছে। কিন্তু গতকালের মত চিৎকার করছে না কেউ–ওরা আজ নীরব দর্শক। অবিশ্বাস ভরা চোখে দেখছে ঘটনা।

উঠেই মাথা নিচু করে রকের দিকে ছুটে এল রাসেল। ঝট করে সরে গিয়ে পা বাড়িয়ে দিল রক। হোঁচট খেয়ে দড়াম করে পড়ল সে। আবার উঠল। রকের দিকে ফিরতেই প্রচণ্ড একটা নিরেট ঘুসি পড়ল ওর চোয়ালে।

এবারে পিছন দিকে নয়, কাটা গাছের মত সোজা সামনের দিকে পড়ল। নাকটা ছেঁচে গেল মাটির সাথে। কোন নড়াচড়া নেই, একেবারে স্থির হয়ে পড়ে আছে। রক বুঝল ফাইট শেষ।

নীরব লোকগুলোর পাশ দিয়ে এগিয়ে উপর থেকে রাইফেল এনে ঘোড়ার পিঠে খাপে ভরল রক। অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করছে সে।

বেরোবার সময়ে দরজার কাছে শেরিফ পিয়ারসনের সাথে দেখা হলো। থেমে দাঁড়িয়ে শেরিফ তাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত খুঁটিয়ে লক্ষ করল। 'তোমাকে না বলেছি শহরে মারপিট করা চলবে না?'

'তবে কী করব? পড়ে পড়ে মার খাব? সে-ই আমার পিছু নিয়ে এখানে এসেছিল।'

'তোমার বিশ্রাম নেয়া দরকার,' জবাব শুনে বলল শেরিফ। 'বিশ্রাম নেয়া হলে কয়েকদিন শহর এড়িয়ে চলাই হয়তো ভাল হবে।'

বেরিয়ে যাওয়ার পথে ওকে আবার থামাল শেরিফ। 'খুনের দায়ে আমি ট্র্যাভার্সকে অ্যারেস্ট করছি,' বলল সে। 'তোমার মেসেজের অফিশিয়াল কনফারমেশন আমি পেয়েছি।'

রকের গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে রয়েছে। পানি খাওয়া দরকার। ওর মনে

হচ্ছে এক গ্যালন পানি এখন খেয়ে ফেলতে পারবে।

ম্যাগি স্মিথের রেস্টুরেন্টে যাওয়ার পথে বারবারই তার গতরাতের এক বালতি পানির কথা মনে হলো। ওটা কি সত্যিই লুসি ছিল? নাকি তার মনের ভুল?

মুখটা ভাল করে ধুয়ে নিয়ে শার্টটা একটু ঠিকঠাক করে রেস্টুরেন্টে ঢুকল রক। মন্টি বারলো রয়েছে ওখানে।

কথা বিশেষ বলছে না মন্টি। রকের খাওয়ার মাঝে এটা ওটা এগিয়ে দিয়ে সাহায্য করছে। চোয়াল ব্যথা হয়ে আছে–সাবধানে খাচ্ছে রক।

'নিক এখনও শহরে রয়েছে,' বলল মন্টি। 'কী চায় লোকটা?'

ওই মুহূর্তে রকের মনে হচ্ছিল তাতে তার কিছুই আসে যায় না। কিন্তু কফিতে চুমুক দিয়ে আবার নতুন করে ভাবতে শুরু করল। এটাই যদি তার ঠিকানা এবং বাড়ি হয় তা হলে এখানকার সবকিছুই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত। লুসিও তাই।

'আমিই ভুল দেখলাম, নাকি লুসি সত্যিই গতরাতে ওখানে উপস্থিত ছিল?'

'ভুল দেখোনি তুমি। ওটা লুসিই ছিল।'

কাপটা আবার ভরে নিয়ে একটু ভাবল রক। তা হলে মেয়েটা আসলে তার বিপক্ষে নয়।

'ডক্টর ওয়েস্টের কাছে গিয়ে তোমার নিজেকে একটু দেখিয়ে নেয়া ভাল। তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ওটার একটু সেবা যত্ন দরকার।'

বাইরে বাতাসে বেরিয়ে রকের ভাল লাগছে। চমৎকার খাবার আর কফির পর নিজেকে নতুন মানুষ মনে হচ্ছে। পাহাড়ী বাতাসটা তাজা, স্বাদও ভাল। রোদটাও তার কাছে ভাল ঠেকছে।

চুলে পাক ধরা লম্বা গড়নের একজন দরজা খুলল। 'সন্দেহ নেই তুমিই রক ব্যানন,' হেসে বলল সে। 'এইমাত্র অন্য লোকটার চিকিৎসা করে ফিরলাম।'

'কেমন আছে সে?'

'পাঁজরের তিনটে হাড় ভেঙেছে, চোয়ালটাও ভাঙা। মনে হয় পাঁজরের হাড়গুলো গতরাতেই ভেঙেছে।'

'লোকটা ক্ষান্ত দিতে জানে না।'

'ও একটা ভয়ঙ্কর লোক, ব্যানন। এখনও ভয়ঙ্কর।'

চেক করে ওর মুখে কয়েকটা পট্টি লাগিয়ে দিল ডাক্তার। উঠে দাঁড়িয়ে গান-বেল্টটা পরে নিল রক। আঙুলগুলো নেড়ে দেখল আড়ষ্ট হয়ে আছে। এই অবস্থায় ডেজ গ্রিফিথ কিংবা লাকি থমসনের মুখোমুখি হলে কী ঘটবে?

হ্যাট তুলে নিয়ে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল তার। 'শেরিফ কি রাসেলের বুটের সাথে অ্যালের পাওয়া ছাপ মিলিয়ে দেখছে?' প্রশ্ন করল রক।

'তোমার মনে হয় রাসেলই সেলবিকে মেরেছে?'

'হ্যাঁ।'

বারান্দায় উঠে হ্যাটটা ঠিক মত মাথায় পরার চেষ্টা করল রক। কাজটা সোজা হলো না। মাথার বিভিন্ন জায়গা বেকায়দা রকম ফুলে রয়েছে।

গোলাপ ঝোপের ভিতর কাঁচির শব্দ শুনে মুখ ফেরাল রক। ঝোপের ধারে লুসি। চোখাচোখি হলো।

কালো চুলে খোঁপা করেছে সে। লুসিকে এই প্রথম খোঁপা করতে দেখল রক। সত্যিই অপূর্ব লাগছে ওকে।

'অ্যাল কেমন আছে?' প্রশ্ন করল রক।

'আগের চেয়ে ভাল। বেন র‍্যাঞ্চ চালাচ্ছে।'

'লোকটা ভাল।'

হ্যাটটা এখন রকের হাতে। মাথায় সুবিধা হচ্ছে না। হ্যাটটা হাতে ঘোরাচ্ছে। দুজনের কেউই মনের কথা বলছে না। রকের বলতে ইচ্ছে করছে, 'তোমায় ভালবাসি।' কিন্তু সাহস পাচ্ছে না।

'তুমি ডাবল ডায়মন্ডেই থাকছ?'

'বাড়িটা শেষ হয়েছে।' লুসির দিকে চাইল রক। 'শেষ হয়েছে, কিন্তু খালি।'

রকের গলাটা একটু কেঁপে গেল। একটা গোলাপ কাটল লুসি। বোঁটার বেশি কাছে থেকে কেটে ফেলেছে।

'তুমি···তুমি বাসায় থাকছ না?'

'হ্যাঁ, আমি আছি, কিন্তু তুমি নেই।'

প্রশ্নটা এবার সামনাসামনি বেরিয়ে এল। দুইহাতে হ্যাটটা ঘুরাতে ঘুরাতে নিজের বুটের দিকে চেয়ে আছে রক।

'ওকথা বোলো না। আমাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। তুমি সত্যিই খুনী···তোমাকে মারপিট করতে দেখেছি আমি। তুমি সত্যিই ওটা উপভোগ করো!'

একটু ভেবে মনে মনে কথাটা স্বীকার করতে বাধ্য হলো। কিন্তু স্বপক্ষে কিছু একটা বলা দরকার।

'কেন করব না? আমি পুরুষ···আদি কাল থেকেই যুদ্ধটা পুরুষের কাজ বলে চিহ্নিত হয়েছে।'

'কিন্তু মারপিট করাটা খারাপ···সবসময়েই খারাপ।'

হ্যাটটা আর একবার ঘুরিয়ে মাথায় পরল সে। 'হয়তো···কিন্তু যতদিন পৃথিবীতে রাসেল ট্র্যাভার্সের মত মানুষ থাকবে, ডেজ গ্রিফিথ আর লাকি থমসনের মত মানুষ থাকবে ততদিন ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত মানুষেরও দরকার পড়বে।'

চট করে মুখ তুলে চাইল লুসি। 'কিন্তু তোমাকেই কেন যুদ্ধে নামতে হবে, রক? ওর মধ্যে আর যেয়ো না···প্লীজ না!'

একটু পিছিয়ে গেল রক। ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে ইচ্ছে করছে, তবু পিছাল।

'লাকি থমসন রয়েছে। ওকে যদি আর কেউ না মারে তবে আমাকেই ওর মোকাবিলা করতে হবে।'

'কিন্তু সেটা তোমাকেই করতে হবে এমন কোন কথা নেই। তুমি কেন করবে? এর কোন মানে হয় না।'

'আমাকেই করতে হবে কারণ আমি পুরুষ। মেয়েদের রাজ্যে বাস করতে পারব না আমি। আমাকে পুরুষদের সাথে পুরুষের মর্যাদা রক্ষা করে চলতে হবে। আমি যদি ওর মোকাবিলা না করি তবে সে একটার পর একটা হত্যা করেই যাবে। অনেক মানুষ মারা পড়বে ওর হাতে।'

'তুমি ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যেতে পারো। বলতে পারো আমার জন্যে একটা কাজে...'

'না, লুসি। আমি এখানেই থাকব।'

আরও অনেক কথা হলো। কঠিন কথা। শেষ পর্যন্ত কোন রকম সুবিধা করতে না পেরেই ওকে ফিরতে হলো।

কিন্তু লাকি থমসন সম্পর্কে আরও ভাবতে বাধ্য হলো রক। লুসি তার মনে কিছুটা সংশয় ঢুকিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ওর কথা যতই ভাবছে, রক বুঝতে পারছে মুখোমুখি না হয়ে ওদের দুজনের একই এলাকায় বাস করা অসম্ভব।

রক যখন র‍্যাঞ্চে পৌঁছল, গোলাপ বাগানের সেই কালো চুলের মেয়েটার কথাই তখন তার মাথায় ঘুরছে।

বিশ

হ্যারি বাওয়ার রকের মুখের দিকে একবার চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। প্রশ্ন করে কাউকে অপ্রস্তুত করতে চায় না সে।

'দুজনে প্রচণ্ড লড়াই হয়েছিল...ও হেরেছে।'

নিজস্ব ভঙ্গিতে দাঁত বের করে হাসল বাওয়ার। চোখে দুষ্টুমির ভাব ফুটে উঠল। 'জিতেই তোমার এই চেহারা, ওরটা না জানি কেমন হয়েছে!'

বার্কস্কিনের পিঠ থেকে জিন খুলতে খুলতে সংক্ষেপে যা ঘটেছে তার বিবরণ দিল রক। সবাই শুনল। চেহারা দেখে বুঝতে পারছে ওরা খুশি হয়েছে।

হ্যারি বলল, 'বাবা খুব খুশি হবে। ওই মোটকা লোকটাকে বাবা মোটেও দেখতে পারে না।'

'ইশ, নিজের চোখে ফাইটটা দেখতে পেলাম না,' দুঃখ করল হার্ডি। 'নিশ্চয়ই দেখার মত জিনিস হয়েছে।'

বাড়িতে ঢুকে টেবিলে বসে সাপার খেলো ওরা। কেউ কথা বলছে না। রক আর একজনের কথা ভাবছে, তাকে এই বাড়িতে ওই টেবিলে দেখতে চায় সে।

সকালে নাস্তা খেয়ে নিক আর রাসেল কী যুক্তি করছে একটু খোঁজ নিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিল রক। রূপার মূল্যায়ন রিপোর্টটা যদি সত্যি হয় তবে ওটা বক্স এস আর ডাবল ডায়মন্ড যেখানে মিশেছে সেই সীমানার কাছেই কোথাও হবে। এঁকেবেঁকে ঘোড়া চালিয়ে ট্র্যাক খুঁজতে হবে—ওখানে কিছু না কিছু ট্র্যাক থাকতেই হবে।

হার্ডি আর রক রওনা হয়ে গেল। মাইনেরও কিছু অভিজ্ঞতা হার্ডির আছে।

সকাল পেরিয়ে গেল, ডার্ক ক্যানিয়ন মালভূমি ছেড়ে ফেবল্ ক্যানিয়নে চলে এল ওরা। দূরে ডানদিকে সুইট এলিস পাহাড় দেখা যাচ্ছে।

তাপের ঢেউ নাচছে—রুমাল বের করে মুখ আর ঘাড় মুছল রক। হরিণ ছাড়া আর কোন ট্র্যাকই ওদের চোখে পড়েনি। হঠাৎ একটা তাজা ট্র্যাক রকের চোখে পড়ল।

হ্যাট খুলে মাথার উপর নাড়ছে সে। পুরো একমিনিট পরে দূর থেকে হার্ডি ওর হ্যাট নাড়া দেখতে পেল। খচ্চরটাকে ঘুরিয়ে রকের দিকে এগিয়ে এল সে। কাছে এলে ট্র্যাকটা ওকে দেখাল রক।

'হয়তো ঘণ্টা দুই আগের হবে,' বলল সে।

'জাক্ষি গ্যাঙের কেউ হতে পারে,' বলল রক। কিন্তু আসলে ওটা তার মনে হয় না।

কথা না বলে ট্রেইল ধরে এগিয়ে চলেছে ওরা। এক জায়গায় ঘোড়ার খুর পিছলে গেছে। উপড়ানো মাটি এখনও শুকায়নি। বোঝা যাচ্ছে রোদ ট্রেইল ছেড়ে সরে যাবার পরেই ওটা ঘটেছে। সম্ভবত ঘণ্টাখানেক আগে।

সতর্কতার সাথে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। ঘণ্টাখানেক পরেই টের পেল দূরত্ব কমে আসছে। ক্যানিয়নটা যেখানে ভাগ হয়েছে সেখানে লোকটা বোতলে পানি ভরে খাবার খেয়েছে।

আগুনটা দেখেই বোঝা গেল লোকটা জাক্ষি দলের কেউ নয়। জাক্ষিরা বিজন এলাকায় চলতে অভ্যস্ত। যে কাঠে ধোঁয়া বেশি হয় তা কখনও ব্যবহার করবে না ওরা।

লোকটার বুটের ছাপগুলো ছোট। কাছেই অর্ধেক খাওয়া একটা চুরুট পড়ে আছে।

র‍্যাঞ্চ কর্মচারী কেউ সিগার ফোঁকে না। আর কোন কাঠে ধোঁয়া হয় এটাও ওদের অজানা নয়।

আবার রওনা হতে গিয়েই ওরা থমকাল। আর কোন ট্র্যাক নেই। লোকটা স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

'ভূতের পিছনে ধাওয়া করছিলাম আমরা,' বলল হার্ডি। কথাটা রককেও স্বীকার করে নিতে হচ্ছে।

'একটা সাপের পক্ষেও ওই ক্লিফ বেয়ে ওঠা অসম্ভব।'

কিন্তু কোন ট্র্যাকই নেই। দুজনে ক্যানিয়নের দুই ধারে অনেক দূর পর্যন্ত খুঁজে এল—কিছুই না।

এই সময়ে হঠাৎ একটা জিনিসের দিকে রকের নজর পড়ল। ম্যানজানিটা ঝোপের সাথে সামান্য খানিকটা ভেড়ার উল আটকে আছে। ওটা ছাড়িয়ে নিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করল রক। বুনো ভেড়ার উল ওটা নয়। এদিকে কোন ভেড়া আসা প্রায় অসম্ভব।

হঠাৎ করেই ব্যাপারটা রকের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। ওই লোকটা তার ঘোড়ার খুরের সাথে ভেড়ার চামড়া বেঁধে নিয়েছে—তাই ওরা ঘোড়ার কোন ছাপ খুঁজে পাচ্ছে না।

লোকটা এখান থেকে এক দিকেই যেতে পারে। ক্যানিয়নের একটা শাখা ধরে উত্তর পুবে মালভূমির উপর উঠে এল ওরা। দূরে ব্লুমাউনটেনস দেখা যাচ্ছে। ওটা মাথা উঁচিয়ে আকাশের গায়ে প্রায় দশ হাজার ফুট উঠে গেছে।

ভেড়ার চামড়া পরা খুর নিয়ে ঘোড়াটা বেশি জোরে ছুটতে পারবে না। মাটিতে পায়ের ছাপ না পড়লেও অন্য চিহ্ন হয়তো পাওয়া যাবে। এগিয়ে চলল ওরা।

গরমে আর ঘামে ওদের মুখ চটচটে হয়ে উঠেছে। পানির বোতল ঝাঁকিয়ে ভিতরে কতটা পানি রয়েছে আন্দাজ করার চেষ্টা করল হার্ডি। তারপর বোতলের মুখ খুলে এক ঢোক পানি খেলো।

'আমাদের পানি দরকার হবে,' বলল হার্ডি।

'হ্যাঁ, সেটা ওই লোকটারও দরকার পড়বে।'

'হয়তো পানি কোথায় পাওয়া যাবে লোকটা জানে।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ পথ চলছে। অনবরত ঝাঁকানি খেয়ে পথ চলতে চলতে ঝিমানি এসে যাচ্ছে।

একটা গুলির শব্দ হলো।

চমকে উঠে ঘোড়া থামাল ওরা। আর একটা গুলির শব্দ।

'আমাদের দিকে গুলি করছে না।'

'জলদি...সমান জায়গা থেকে সরে পড়ো!'

ক্যানিয়ন থেকে গুলির শব্দ এসেছে। ক্যানিয়নে নামার ট্রেইল ধরে এগোল ওরা। পাহাড় বেয়ে নীচে নামছে।

এই অবস্থায় কেউ ওদের দেখে ফেললেই শেষ। পাহাড়ের গায়ে সাঁটানো কাগজের হাঁসের মতই সহজ টার্গেট হবে ওরা।

একুশ

ধুলো উড়িয়ে নীচে পৌঁছেই কতগুলো বড় গাছ আর ঝোপের আড়ালে আশ্রয় নিল। ঘোড়াগুলোও যেন বিপদ টের পেয়েছে, মাথা উঁচিয়ে সতর্ক রয়েছে।

সব কিছুই স্থির রয়েছে। বেশ কিছুটা দূরে একটা পাথর গড়ানোর শব্দ হলো। ঘামে ভেজা হাত দুটো শার্টে মুছল রক।

খাপ থেকে রাইফেলটা বের করে নিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে হাতের ইশারায় হার্ডিকে স্থির থাকতে বলে ঝোপের ভিতর দিয়ে এগোল। ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়ে একদিকে ত্রিশ আর অন্যদিকে মাত্র বিশ গজের বেশি দেখা যাচ্ছে না।

এগিয়ে গেল রক। সূর্য মাথার উপর। ক্যানিয়নের খাড়া দেয়াল ঘেঁসে ছয় ইঞ্চি মত ছায়া পড়েছে। ঝুঁকি নিয়ে ঝোপের আশ্রয় ছেড়ে এক ছুটে ছায়ার ভিতর গিয়ে দাঁড়াল রক। একটু একটু করে সরে বাঁকের কাছে এসে উঁকি দিল।

ষাট গজ দূরে একটা জিন চড়ানো ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। অনেক খুঁজেও আর কিছু ওর নজরে পড়ল না। তারপরে পানিতে ক্ষয়ে যাওয়া একটা সাদা পাথরের ওপাশে হাঁটু পর্যন্ত একটা বুট পরা পা দেখতে পেল।

পুরো এক মিনিট নজর রেখেও কিছুই নড়তে দেখল না। রাইফেল তৈরি রেখে সাবধানে এগোল। ওটা একটা ফাঁদও হতে পারে। পাথরের উপর বাড়ি খেয়ে পানি বয়ে যাবার আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। আরও কাছে গিয়ে এবার মরা লোকটাকে দেখতে পেল রক।

লোকটা যে মারা গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওর মাথাটা রক্তাক্ত, চোখের উপরে একটা গুলির গর্ত দেখা যাচ্ছে। রাইফেলে যার এমন হাত তার সাথে লাগতে গেলে বিপদ আছে।

কাছে গিয়ে মনে হলো চেহারাটা যেন একটু চেনাচেনা ঠেকছে। মাথাটা এক জায়গায় ফুলে রয়েছে। এই লোকটাকেই রক পিস্তল দিয়ে বাড়ি মেরেছিল। লোকটা জাক্কি দলের একজন।

রকের ইশারায় হার্ডি এগিয়ে এসে লোকটাকে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখল। 'আমরা একে অনুসরণ করে আসিনি,' বলল সে।

'না, এ জাক্কি দলের লোক,' বলল রক।

এখান থেকে লোকটার ট্র্যাক বেশ স্পষ্ট। সহজেই অনুসরণ করে এগিয়ে গেল ওরা। তবে এখন লোকটা অনেক ধীরে ধীরে আগে বাড়ছে।

হঠাৎ একটা পরিষ্কার বুটের ছাপ রকের নজরে পড়ল। ওর বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল।

'হার্ডি! এই লোকটাই কেভিন সেলবিকে খুন করেছে!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল রক।

'কিন্তু রাসেল ট্র্যাভার্স তো জেলে রয়েছে,' ছাপটা ভাল করে পরীক্ষা করতে করতে জবাব দিল হার্ডি। অ্যাল যে ট্র্যাকের কথা বলেছিল সেটা রক দেখেছে—জানে হার্ডি।

বাকস্কিনটা হঠাৎ মাথা তুলল। ওর নাক দুটো ফুলে উঠেছে। ওর নজর অনুসরণ করে দেখল একশো গজ দূরে একটা ডান ঘোড়া বাঁধা রয়েছে।

'লোকটা যেই হোক, সম্ভবত জাক্কিকে মারার পর সে মনে করছে আর কোন ভয় নেই।'

একটা বক্স ক্যানিয়নে ঘোড়া দুটো লুকিয়ে রেখে ওরা পুরো এলাকাটা একটু ভাল করে দেখার জন্য দেয়াল বেয়ে উপরে উঠল। মেসার মাথা থেকে পুরো এলাকা দেখা যাচ্ছে। উল্টো দিকের দেয়ালের দক্ষিণ পাশে পুরোনো ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছে। ওর পরে রয়েছে গভীর ক্যানিয়ন।

সামনের এলাকার উপর নজর রেখেছে রক। হঠাৎ একটা ফাটল থেকে একজন লোক বেরোতে দেখল। ওর পিঠে একটা ভারি ছালা। ওটা মাটিতে নামিয়ে কোট খুলে গাঁইতি আর শাবল দিয়ে চ্যাপ্টা একটা পাথর সরিয়ে ফাটলটা ঢেকে ফেলার চেষ্টা করছে লোকটা।

পাথরটা নড়ে উঠল। একরাশ ধুলো-বালি আর আলগা পাথর পড়ে কিছুটা ধুলো উড়ল। ধুলো পরিষ্কার হতেই দেখা গেল ফাঁকটা বন্ধ হয়ে গেছে।

সাবধানে দুপাশে চেয়ে গাঁইত্তি আর শাবলটা লুকিয়ে রেখে লোকটা রাইফেল আর ছালা তুলে নিল। রক আর হার্ডি যেখানে রয়েছে সেদিকেই এগোচ্ছে লোকটা। ওর পরনে রয়েছে কালো জীনস আর ছোট একটা হ্যাট। মুখটা ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। লোকটাকে রক চেনে না।

অদৃশ্য হয়েছে লোকটা। অনেকক্ষণ কোন সাড়াশব্দ পেল না রক। ওখান থেকে নেমে বক্স ক্যানিয়নে রাখা ঘোড়া দুটোর কাছে ফিরে যাওয়ার পথে পরপর দুটো গুলির শব্দ শুনতে পেল।

হতভম্ব হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে আবার ওরা বক্স ক্যানিয়নের দিকে এগোল।

হার্ডিই প্রথম দেখল। মুখ খারাপ করে গাল দিয়ে উঠল সে। এর আগে কখনও ওকে গালাগালি করতে শোনেনি রক।

রকের বাকস্কিন আর হার্ডির খচ্চরটা পা ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে আছে। জায়গাটা রক্তে ভেসে গেছে। পানির বোতলগুলো খালি করে পাথর দিয়ে পিটিয়ে দুমড়ানো হয়েছে। সবচেয়ে কাছে যে র‍্যাঞ্চ সেটাও ওখান থেকে তিরিশ মাইল।

'এখানে পানি আছে, কিন্তু পাত্রের অভাবে সাথে নেয়া যাবে না,' বলল হার্ডি। 'তোমার কি মনে হয় লোকটা জানে আমরা কে?'

'সে যদি এই এলাকার মানুষ হয়ে থাকে, তবে আমার ওই বাকস্কিনটাকে নিশ্চয়ই চিনবে। ওটাই ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় ঘোড়া।'

লোকটার স্বভাব-চরিত্রেরও কিছুটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে না নিয়ে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেছে। লোকটা সাবধানীও। ঝুঁকি আছে বলে রক আর হার্ডিকে মারার চেষ্টা করেনি।

'এখান থেকে যাবার আগে ওর গুপ্ত জায়গায় কী আছে দেখতে হবে,' বলল রক।

খুঁড়ে পাথরটা সরাতে সরাতেই সন্ধ্যা হয়ে এল। গাঁইতি হাতে ভিতরে ঢুকে হার্ডি এক চাক পাথর খসিয়ে আনল। ওর চোখ দুটো খুশিতে চকচক করছে।

'রূপা!' বলল সে। 'সিলভার রীফেও এত ভাল রূপা পাওয়া যায়নি।'

রূপার তালটা হার্ডির হাতে চিকচিক করছে। এরই কারণে কেভিন সেলবি এবং আরও সব মানুষ মারা পড়েছে।

'মানলাম, অনেক টাকার রূপা আছে এখানে। কিন্তু আমার ডাবল ডায়মন্ডই ভাল।'

'কী সুন্দর, দেখেছ?' গদগদ হার্ডির স্বর।

'পকেটে ভরে নাও। অনেক পথ হাঁটতে হবে।'

'এখন?'

'এখনই···রাতে ঠাণ্ডা থাকবে, কষ্টও কম হবে।'

ধীরে আঁধার নেমে আসছে। ক্যানিয়নের তলায় জমাট বাঁধছে অন্ধকার। রুইন ক্যানিয়ন পেরিয়ে হেঁটে চলেছে ওরা। একটা ঝরনার ধারে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে বসল। ভাবছে রক।

জাক্কি দলের ক্যাম্প যেখানে দেখেছিল সেটা ওখান থেকে বেশি দূরে নয়। পানি আর ভাল আশ্রয় দুটোই আছে ওখানে। রাসেল ট্র্যাভার্স ছাড়া রকের জানা মতে আর কেউ চেনে না ওটা।

পাঁচ ঘণ্টা হেঁটে ওরা দশ মাইল এগিয়েছে। রাত অনেক হয়েছে। সাধারণত ক্যানিয়নের তলা দিয়েই হেঁটেছে, এবার ডার্ক ক্যানিয়নের মালভূমিতে উঠবে। কিন্তু না।···এই ক্যানিয়নেই ছিল জাক্কিদের আস্তানা!

অন্ধকারের ভিতর নীরবে হাঁটছে ওরা। পাথরের উপর দিয়ে পানি বয়ে চলেছে–শব্দ শোনা যাচ্ছে। সারাদিন গরমের পর ক্যানিয়নের ভেজাভেজা ভাবটা বেশ ভাল লাগছে।

আলো চোখে পড়ার আগেই গানের আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। ক্যানিয়নের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে আরও জোরাল শোনাচ্ছে। আরও কিছুটা এগিয়ে আগুন চোখে পড়ল।

তিনজন মানুষ রয়েছে ওখানে। ওদেরই একজন রাইফেল সাফ করতে করতে গাইছে।

আগুনের একেবারে কাছে পৌঁছানোর আগে ক্যাম্পের লোকেরা ওদের আগমন টের পেল না। রকের হাতে উইনচেস্টার আর হার্ডির হাতে কামানের মত সেই পিস্তলটা।

বোকা নয় জাক্কি। নিজের হাত দুটো ওদের সামনে রেখে স্থির বসে আছে। মুখটা একটু ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। তবে সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয় ওর মাথার উপর ফাঁসির আদেশ ঝুলছে।

'কে?' প্রশ্ন করল জাক্কি। হ্যাটের জন্য চেহারা ভাল করে দেখা যাচ্ছে না।

'আমার নাম রক ব্যানন। ঝামেলা করতে আমি আসিনি। আমাদের দুটো ভাল ঘোড়া দরকার। ধার চাই–না দিলে জোর করেই নেব।'

একটু থেমে সে আবার বলল, 'তোমার পার্টনারকে যে খুন করেছে সেই একই লোক আমাদের ঘোড়া দুটোকেও গুলি করে মেরেছে।'

'বাস্টার খুন হয়েছে?' রকের চেহারা খুঁটিয়ে লক্ষ করতে করতে খবরটা হজম করল জাক্কি।

ওদের কারও মধ্যেই গোলমাল করার ইচ্ছা দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য রকের হাতে ধরা রাইফেলটাও ওদের কিছুটা নিরুৎসাহ করছে।

'আমরা যাকে ট্রেইল করছিলাম তার সামনে পড়ে গেছিল বাস্টার। কপালে গুলি খেয়েছে। পরে আমাদের ঘোড়া দুটোকেই গুলি করেছে লোকটা।' কথা শেষ করে বাম হাত দিয়ে হ্যাটটা একটু উপরে ঠেলে দিল রক।

'ঘোড়া মেরেছে? আচ্ছা হারামী লোক তো? লোকটা কে?'

'রাসেল ট্র্যাভার্সের মত পায়ের ছাপ। কিন্তু সে তো জেলে রয়েছে।'

'এখন আর নেই,' বলল জাক্কি। 'সন্ধ্যা হবার একঘণ্টা পরেই সে জেল থেকে পালিয়েছে। জানালার সিক ভেঙে বেরিয়ে একটা ঘোড়া চুরি করে হাওয়া হয়ে গেছে।'

কিন্তু যে লোকটাকে রক দেখেছে আকারে সে রাসেলের মত অত বড় নয়।

তবু কথাটা মনে রাখা ভাল।

'ঘোড়ার কী হবে?'

'নিয়ে যাও। সকালে আমরাও যাচ্ছি।'

'ওগুলো কি বাড়তি ঘোড়া?'

'বারোটা বাড়তি ঘোড়া রয়েছে আমাদের। এই ব্যবসায় অতিরিক্ত ঘোড়া প্রায়ই দরকার পড়ে।' দাঁত বের করে হেসে কনুই-এর উপর কাত হয়ে শুলো জাক্কি। 'তুমি মনে রাগ পুষে রাখোনি তো, ব্যানন?'

'না...তবে সাবধান, চালাকি করতে যেয়ো না।'

'চালাকি? দু'দুটো বন্দুকের মুখে?...মাথা খারাপ? তোমার পার্টনারের হাতে ওটা কী ধরনের কামান? মনে হয় ওই ব্যারেলের ভিতর একটা আস্ত আপেল ঢুকানো যাবে।'

ওপাশে গিয়ে হার্ডি ঘোড়া দুটো নিয়ে এল। দুটোর পিঠেই জিন চাপানো রয়েছে।

জিনগুলো দেখে জাক্কির মুখ বিকৃত হলো, কিন্তু কোন মন্তব্য করল না।

'আর কোন খবর আছে?'

রকের দিকে চেয়ে বাঁকা হাসি হাসল জাক্কি। 'হ্যাঁ, লাকি থমসন বলে বেড়াচ্ছে তোমার দিন ফুরিয়েছে। তোমাকে কাঁচা গিলে খাবে।'

'দুধের বাচ্চা কাঁচা মাংস খেতে গেলে বদহজম হবে।'

ঘোড়ায় চড়ল ওরা। 'ঘোড়া দুটো শহরের আস্তাবলে পাবে।'

'শহরে যাওয়া নিরাপদ হবে না,' জাক্কি বলল, 'তুমি বরং বনের ধারে আর্নেস্টের আস্তাবলে রেখে দিও।'

ঘোড়াগুলো তাজা। ছোটার জন্য তৈরি। জিনের উপর চেপে এখন ভাল বোধ করছে।

ভোরের আলো ফোটার সাথে হ্যাটানস পয়েন্টে পৌঁছল ওরা।

বাইশ

দুঘণ্টা ঘুমানোর পরেই রকের ঘুম ভেঙে গেল। পাশে হার্ডি তখনও ঘুমাচ্ছে। ওকে না জাগিয়ে আস্তাবলের খড়ের বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল রক। মুখে কিছুটা পানি ছিটিয়ে ম্যাগি স্মিথের রেস্টুরেন্টের দিকে রওনা হলো।

ভিতরে ঢুকে প্রথমেই লুসিকে চোখে পড়ল। মন্টিও রয়েছে। 'দুঃখিত, রক,' বলল মন্টি। 'একটু আগেই খবরটা পেলাম।'

রকের শূন্য চেহারা দেখে মন্টি বুঝল রক কিছুই জানে না।

'ডাবল ডায়মন্ড হারাচ্ছ তুমি।'

'এসব কী বলছ?'

'নিক ডিয়ারসন দলিল করিয়ে এনেছে। গিডোর ভাগনার কাছ থেকে ডাবল

ডায়মন্ডের সব স্বত্ব সে কিনে নিয়েছে। লোকটা বক্স এসও কিনেছে। ও বলে ওটা নাকি আসলে কেভিন সেলবির সম্পত্তি নয়; ওটা লুসির মামার...ভদ্রলোক মারা গেছেন। তারই এক আত্মীয়ের কাছ থেকে নিক বক্স এস কিনেছে।'

'স্রেফ চুরি!'

'কোর্টে এসব কথা টিকবে না। আটঘাট বেঁধেই কাজ গুছিয়েছে লোকটা।'

আইন পাশ করা ধড়িবাজ লোক নিক। আইনের সব ফাঁকই ওর জানা। দুজন সাক্ষী থাকা সত্ত্বেও কোর্টে রকের দাবি টিকবে না।

নিক জানিয়েছে কয়েক বছর আগে গোলাগুলিতে আহত হয়ে ওর মাধ্যমেই বক্স এস শালার নামে লিখে দিয়েছিল কেভিন। সেটা আর পরে বদলানো হয়নি।

ফ্যাকাসে মুখে বসে আছে লুসি। সর্বস্ব হারাতে বসেছে সে।

'সব থেকে মুশকিলের কথা হচ্ছে নিক ব্যাঙ্কের নামে কোর্ট অর্ডার করিয়ে এনেছে। এই কেসের সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত ব্যাঙ্ক আর কোন লেনদেন করতে পারবে না।'

ধপ করে বসে পড়ল রক। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবার চেষ্টা করছে। নিক চতুর লোক। কোর্টে টিকবে না এমন কিছুর পিছনে নিশ্চয়ই টাকা ঢালেনি সে।

হঠাৎ একটা কথা রকের খেয়াল হলো। 'অ্যালকে জানানো হয়েছে এসব কথা?'

অস্থির ভাবে হাত নাড়ল মন্টি। 'অ্যাল কী করবে? সে তো নিছক ফোরম্যান।'

ম্যাগি কফি দিয়ে গেল।

শেরিফ পিয়ারসন শহরে নেই। লিও ওটুলকে নিয়ে রাসেল ট্র্যাভার্সের র‍্যাঞ্চে গেছে ওকে খুঁজতে।

রকের নাস্তা নিয়ে এল ম্যাগি। চিন্তিত মুখে খাওয়া শুরু করল রক। ঘুসাঘুসি বা পিস্তলের ফাইট তার জানা আছে, কিন্তু উকিলের বিরুদ্ধে কীভাবে লড়বে?

রকের দিকে মোটেও তাকাচ্ছে না লুসি। মন্টির সাথে একটা দুটো কথা বলছে—ওর বাপের বন্ধু।

'লুসি,' হঠাৎ বলে উঠল রক, 'কাউকে র‍্যাঞ্চে পাঠিয়ে অ্যালকে খবর দাও। এদিকে কি হচ্ছে ওর জানা দরকার।'

রকের দিকে না চেয়েই মাথা নিচু করে লুসি বলল, 'তার কী করার আছে? এতে শুধু শুধু তাকে বিব্রতই করা হবে।'

'তর্ক কোরো না—যা বলছি তাই করো।'

কথার ভঙ্গিতে একটু আড়ষ্ট হলো লুসি। রক আবার বলল, 'তারচেয়ে ভাল র‍্যাঞ্চের কয়েকজন কর্মচারী সহ অ্যালকে বাকবোর্ডে তুলে এখানে নিয়ে আসুক বেন।'

'কিন্তু আমার মনে হয়—'

'যা বলছি তাই করো।' রকের রূঢ় ব্যবহারে অবাক হয়ে চোখ তুলে চাইল লুসি। রকের সাথে ওর চোখাচোখি হলো। কিন্তু পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে নিল সে।

'লুসি,' নরম গলায় বলল রক, 'তুমি যদি তোমার র‍্যাঞ্চ রাখতে চাও তা হলে

আমি যা বলছি সেটাই একমাত্র উপায়। অ্যালকে এখানে আনিয়ে ওকে সব খুলে বলো। সাক্ষী রেখো, আর ওর যা বক্তব্য আছে সেটা লিখে ওকে দিয়ে সই করিয়ে নিও।'

'কীসের কথা বলছ তুমি? কীসের স্টেটমেন্ট?'

'যা বলছি তাই করো।'

কফি শেষ করে দরজার কাছে গিয়ে বাইরে উঁকি দিল রক। এখনও হার্ডির দেখা নেই। কিন্তু দুই দালানের ফাঁকে একটা ডান ঘোড়া বাঁধা রয়েছে।

'ওই ঘোড়াটা কার?'

দরজার কাছে এগিয়ে এসে ঘোড়াটাকে দেখল মন্টি। তারপর মাথা নাড়ল। 'জানি না।'

টেবিল থেকে প্লেট ওঠাতে এসেছিল ম্যাগি। ঘোড়াটাকে দেখে সে বলল, 'আজ সকালে নিক ডিয়ারসনকে ওই ঘোড়ার ওপর দেখেছি।'

নিক ডিয়ারসনেরও পা দুটো ছোট!

রক যখন আস্তাবলে পৌঁছল, হার্ডি তখন উপর থেকে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামছে। নীরবে সব শুনে তাজা ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে আস্তাবল অফিসে ঢুকল।

রক রেস্টুরেন্টের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময়ে দেখল মন্টি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

'অ্যালকে এখানে আনিয়ে নাও—একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক। ডেজ গ্রিফিথকেও খবর পাঠাও—ওরও থাকা দরকার।'

রককে খুঁটিয়ে দেখল মন্টি। 'এমন কী খবর তুমি জানো?'

'যথেষ্ট। যা জানি তাতে বক্স এস বাঁচাতে পারব—সম্ভবত কেভিন সেলবির হত্যাকারীকেও ধরতে পারব।'

ওখানে আর না দাঁড়িয়ে শহরের প্রতিটি বার আর দোকানে ঢুঁ মারল রক। লাকি থমসনকে খুঁজছে। কিন্তু ওকে বা ওর পার্টনার রেডকে কোথাও দেখা গেল না।

ম্যাগি স্মিথ, মন্টি বারলো, আর লুসি অপেক্ষা করছিল। ওদের কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সংক্ষেপে নিজের প্ল্যানটা জানাল। রকের কথাগুলো লুসি অবাক বিস্ময় নিয়ে শুনল। মন্টি মাঝে মাঝে মাথা ঝাঁকিয়ে সমর্থন জানাল।

রকের কথা শেষ হলে মন্টি বলল, 'হ্যাঁ, এতে কাজ হতে পারে। চেষ্টা করে দেখা যায়।'

'শেরিফের কী হবে?'

'শেরিফ পিয়ারসন ভাল লোক। সে আমাদের সাহায্য করবে আশা করা যায়।'

'ঠিক আছে তবে আগামীকাল সকালেই মোকাবিলা হবে।'

রকের পিছন থেকে কে যেন কথা বলে উঠল। নিচু কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ। গলাটা চেনা। 'নিশ্চয়ই, ব্যানন, আগামীকালই মোকাবিলা হবে!'

লাকি থমসন।

ফিরে ওর হাসি মুখ দেখতে পেল রক। কিন্তু চোখ দুটো মোটেই হাসছে না।

*

সূর্যটা মাত্র উঠেছে। পরিষ্কার আকাশ। রাস্তায় নেমে রক দেখল এখনও কেউ বেরোয়নি। বারটেন্ডার সেলুনের সামনে ঝাঁট দিচ্ছে।

দূরের নীল পাহাড়গুলোর দিকে চাইল রক। চমৎকার দৃশ্য। এমন সুন্দর সকালে মরণের কথা ভাবতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু আজ সকালেই ওদের একজন, কিংবা দুজনই মারা পড়বে।

হার্ডি শহরে ঢুকে আস্তাবলে ঘোড়া রেখে রকের কাছে এসে দাঁড়াল। ওর সাথে এত অস্ত্র রয়েছে যে রীতিমত একটা যুদ্ধ চালানো সম্ভব।

'পুরো তৈরি হয়ে এসেছি। আর সবাই একঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাবে। হ্যারি শহরেই আছে।'

দোতালার জানালা দিয়ে একজন মহিলা ওদের দেখছিল। ভিতর থেকে ডাক শুনে সরে গেল।

'রেড যদি এতে অংশ নেয় তবে সে আমার,' বলল হার্ডি।

'ঠিক আছে, ওকে তুমি নিতে পারো।'

একটা লোক দু'বালতি পানি নিয়ে রাস্তা পার হলো। তাড়াহুড়ায় প্রতি পদক্ষেপে বালতি থেকে পানি ছলকে পড়ছে।

শেরিফ পিয়ারসন ফেরেনি। গ্রিফিথ, রাসেল বা লাকিরও কোন দেখা নেই।

টেবিলের উপর সাদা টেবিল ক্লথ বিছিয়ে রক আর হার্ডিকে নাস্তা পরিবেশন করল ম্যাগি।

'তোমার লজ্জা হওয়া উচিত,' বলল সে। 'মেয়েটা সারারাত জেগে তোমার জন্যে দুশ্চিন্তা করেছে।'

'আমার জন্যে?'

'তোমার আর লাকির ব্যাপারে দুশ্চিন্তায় চোখের পাতা এক করতে পারেনি বেচারি।'

এই সময়ে দরজা খুলে লুসি ঘরে ঢুকল। কালো চুলে আলগা ভাবে খোঁপা বেঁধেছে। চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকম বড় দেখাচ্ছে—মুখটা রক্তশূন্য। রকের দিকে তাকাল না সে। হয়তো এটা রকের জন্য ভালই হলো—আজকের দিনে মনে কোন দুর্বলতাকে ঠাঁই দিতে চায় না সে।

মন্টি ঢুকল। পিছনে লিও ওটুল। ঠিক তার পিছনেই নিক। ওর চোখের কোণে তৃপ্তির ছাপ।

সবাই স্থির হয়ে বসার আগেই ডেজ গ্রিফিথ ঢুকল।

'তোমাকে দেখে খুশি হলাম, ডেজ,' বলল রক। 'আমরা এতদিন আর একজনের লড়াই লড়েছি।'

কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে ঘরের সবাইকে একবার দেখে নিল ডেজ। মন্টিকে সে চেনে, লিও ওটুলের কথাও সে শুনেছে। নিককে সে চেনে কিনা তা ওর চেহারা দেখে ঠিক বোঝা গেল না।

ঘুরে নিকের দিকে চাইল রক। 'আজ এখানে সবকিছুর মীমাংসা হবে, নিক। এই এলাকায় আজ থেকে লড়াই শেষ।'

পিটপিট করে রকের দিকে চেয়ে আছে নিক। ওর গালের চামড়া টানটান হয়ে আছে। একটু বিব্রত বোধ করছে সে। কী ঘটছে ঠিক বুঝতে পারছে না–অথচ পরিস্থিতি নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতেই সে অভ্যস্ত।

'আপোষের কোন কথা আমি বলিনি,' সোজাসাপ্টা গলায় ঘোষণা করল ডেক্স। 'তুমি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছ মনে করে আমি এসেছি।'

'না, বিক্রি করছি না। র‍্যাঞ্চটা আমার–যেভাবে হোক ওটা রক্ষাও করব আমি। কিন্তু আমরা এই এলাকায় স্থায়ী শান্তির একটা ব্যবস্থা নিতে চাই। মন্টি বারলো আর শেরিফ পিয়ারসনও এতে একমত। শহরের সব ব্যবসায়ীদের সাথেও মন্টি এ ব্যাপারে কথা বলেছে। চাইলে তুমিও এতে যোগ দিতে পারো কিংবা বাইরে থাকতে পারো। তবে বাইরে থাকলে তোমার দরকারী জিনিসপত্র তোমাকে সিলভার রীফ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। এই শহর তোমার জন্যে বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা যারা লড়াই-এ জড়িয়ে আছি তারা প্রত্যেকে এই মর্মে একটা শান্তি চুক্তি সই করব যে আগামীকাল সকাল থেকে আমাদের মধ্যে আর কোন লড়াই চলবে না।'

'আমার ভাইকে মেরেছ তুমি।'

'সেই আমাকে মারতে এসেছিল। সুতরাং আমি যা করেছি সেটা আত্মরক্ষার খাতিরেই। শোনো, ডেক্স, এই লড়াই-এ তোমার কোন লাভ হয়নি। চুক্তিতে না এলে তোমার ক্ষতিই হবে–গরু বিক্রি করতে অসুবিধায় পড়বে। সবাই জানে আমার মুখোমুখি দাঁড়াবার মত তেজ তোমার আছে–কিন্তু তাতে কী প্রমাণ হবে? কী লাভ হবে?'

জেদি ভঙ্গিতে টেবিলের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল ডেক্স। যা বলা হয়েছে সেটা যে ঠিক এটা সে হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছে। শেষে সে বলল, 'ব্যাপারটা আমি ভেবে দেখব।'

'ইচ্ছা করলে দুমিনিটেই তুমি সিদ্ধান্ত নিতে পারো।'

কঠিন চোখে রকের দিকে চাইল ডেক্স। দুজনের মধ্যে রকই পিস্তলে বেশি ওস্তাদ। কিন্তু রকই শান্তির বাণী নিয়ে এসেছে। রক জানে এই লড়াই-এ ডেক্সের অনেক ক্ষতি হয়েছে। লড়াই টিকিয়ে রাখতে সেও চায় না।

ডেক্সের ঠোঁটের ফাঁকে হঠাৎ একটা শুকনো হাসি ফুটে উঠল। 'মানুষকে আর "না" বলার সুযোগ দাও না তুমি। ঠিক আছে, ব্যানন, আমিও শান্তি চাই।'

'ধন্যবাদ।' হাত বাড়িয়ে দিল রক। হাতটার দিকে এক সেকেন্ড চেয়ে দেখে গ্রহণ করল সে। ম্যাগি ওর কফির কাপটা ভরে দিল।

কফির দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রকের দিকে চোখ ফেরাল ডেক্স। 'আমার কিছু গরু বিক্রি করতে নিয়ে যাওয়া দরকার। তোমার জমির ওপর দিয়ে নিলে পানির অভাব হবে না।'

'তাতে আমি কোন অসুবিধা দেখি না। পার করতে এক সপ্তাহের বেশি সময় লাগার কথা নয়।'

দরজা খুলে বেন ভিতরে ঢুকল। অ্যালকে ধরে নিয়ে আসছে। অ্যালের চেহারা পাণ্ডুর দেখালেও চোখ দুটো সতর্ক। পরিবেশটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা

করছে।

'মিস সেলবি আমার হয়ে সই করুক,' সব শুনে বলল অ্যাল 'আমি শান্তিই চাই।'

'তুমিও সই করো। কিছুই বাদ রাখতে চাই না আমি,' বলল রক।

সবই দেখছে নিক; শুনছেও, কিন্তু এসবের পরিণতি ঠিক বুঝতে পারছে না। এবার সে মুখ খুলল। 'এগুলো সবই বৃথা,' বলল সে। 'তোমরা সবাই জানো ওই দুটো র‍্যাঞ্চই আমার। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই আমি দখল নেব।'

নিক কথা বলার সময়ে শেরিফ পিয়ারসন রেস্টুরেন্টে ঢুকল। অবসর সময় কাটাবার জন্যই যেন পাইপে তামাক ভরতে শুরু করল সে।

'আমরা লড়ছি না, নিক। আমাদের লড়াবার সাধ্য তোমার নেই।'

'হুমকি দিচ্ছ?' নিকের গলায় খুশি খুশি ভাব। কথাটা শেরিফের সামনে বলা হয়েছে।

কফির কাপ ভর'র জন্য একটু সময় নিয়ে রক প্রশ্ন করল, 'কীসের ভিত্তিতে বক্স এস দাবি করছ তুমি?'

'বিক্রির রসিদ আছে আমার কাছে,' সাথে সাথেই জবাব দিল নিক। 'র‍্যাঞ্চটা জে কলিনস নামে একজন পিস্তলবাজের নামে লিখে দেয়া হয়েছিল। কলিনসের মৃত্যুর পর তার ভাগনা মালিক হয়েছে। ওর থেকেই কিনেছি আমি। সব কাগজ-পত্র আছে।'

রকের দিকে চাইল অ্যাল। একটু হাসল। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'বুঝেছি, এই কারণেই।'

'নিক,' বলল রক, 'এসো তোমার সাথে জে কলিনসের পরিচয় করিয়ে দিই।'

রকের হাতের ইশারায় অ্যালের দিকে চেয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল নিকের মুখ। কথা বলতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু কিছুই বলতে পারল না। কিন্তু সবার কাছেই এটা প্রমাণ হয়ে গেল যে রক যা বলেছে তা সত্যি। সন্দেহ নেই কলিনসের ব্যাপারে নিক যা শুনেছে তা অ্যালের ব্যাপারেও খাটে।

বড়বড় চোখ করে অ্যালের দিকে চেয়ে আছে লুসি। ওর দিকে চেয়ে হাসল অ্যাল। 'এই জন্যেই তোমার মায়ের ব্যাপারে আমি এত জানি। তোমার আগে ওকেই আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসতাম।'

'মাও তোমার কথা অনেক বলত, কিন্তু আমি কখনও ভাবিনি–'

চোখ ফিরিয়ে নিকের দিকে চাইল রক। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে ওর অর্ধেক প্ল্যান ভেস্তে গেছে। কিন্তু এতক্ষণ মোটামুটি সব কিছুই বেশ শক্ত কাঠামোর উপর ছিল।

কিন্তু এবার?

তেইশ

মোকাবিলা বটে, কিন্তু এখন অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছে রক। আশা করছে একটা ধাক্কা দেওয়া গেছে, হয়তো এতে কাজ হতে পারে।

'ডাবল ডায়মন্ডের ব্যাপারে,' বলল রক, 'আমার সাক্ষী রয়েছে, আমার দাবি কোর্টেও গ্রাহ্য হবে। কিন্তু এসব কোন কিছুতেই তোমার কোন লাভ নেই নিক।'

বিব্রত বোধ করছে নিক। রক কতটা জানে বুঝতে পারছে না সে। জে কলিনস যে জীবিত থাকতে পারে এটা ভাবতেও পারেনি ও।

চোখ তুলে রকের দিকে তাকাল সে। কিন্তু চোখের কোণে সংশয়।

'কী বলতে চাচ্ছ তুমি?'

'খুনের দায়ে ফাঁসিতে ঝুলবে তুমি।'

কেউ কোন কথা বলল না। লম্বা শ্বাস নিল নিক—কিন্তু আর কিছু না বলে অপেক্ষা করছে সে।

'তুমি কেভিন সেলবিকে হত্যা করেছ, কারণ রাসেলের পদ্ধতি তোমার জন্যে খুব স্লো ছিল। জাজি দলের একজনকেও তুমি খুন করেছ। তোমার ঘোড়ার চিহ্ন অনুসরণ করে সেটা প্রমাণ করা সম্ভব। তুমি যদি মনে করে থাকো পশ্চিমের জুরি একজন অ্যাপাচি ট্র্যাকারের কথা অবিশ্বাস করবে, তবে ভুল করবে।'

কামরার সবার দিকে চাইল নিক। কিন্তু কারও মধ্যে কোন সহানুভূতির চিহ্ন দেখতে পেল না।

'মিথ্যা। সব মিথ্যা। কেভিন সেলবিকে আমি ভাল করে চিনতামও না। তাকে আমার মারার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ওকে মারার আমার কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে?'

অ্যাল সন্দিগ্ধ ভাবে রকের দিকে চাইল। শেরিফ পিয়ারসন অস্বস্তি বোধ করছে। পুরো কামরায় একমাত্র হার্ডিই সম্ভবত রকের কথাটা বিশ্বাস করল।

ঘরের সবাই স্তব্ধ হয়ে আছে। ম্যাগি স্মিথ রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে কথা শুনছে।

সবার চোখ এখন রকের উপর। সে বুঝতে পারছে সবাইকে বোঝাতে হলে এটাই তার উপযুক্ত সময়। এই ঘর থেকে নিক একবার বেরোতে পারলে ওকে আর ধরা যাবে না।

'নিক কীভাবে কেভিন সেলবিকে ঘর থেকে বের করেছে তা আমি জানি না। হয়তো কোন ছুতো ছিল। হয়তো রুপা দেখাতে চেয়েছিল—কিংবা অন্য কিছু। কিন্তু কেভিন সেলবির জন্য তিনি যাকে ভাল করে চেনেন না সে এতদূর এসে তাঁর সাথে দেখা করতে চাওয়াটাই দেখা করার একটা বড় কারণ।

'কোন ছুতো সে ব্যবহার করেছে সেটা বড় কথা নয়। নিক তাঁকে গুলি করে হত্যা করে তার মৃতদেহ আমার ওখানে নিয়ে আবার গুলি করে ফেলে রেখে

এসেছিল। ভেবেছিল গুলির শব্দে আমি ওখানে হাজির হব, আর মৃতদেহের পাশে আমার পায়ের ছাপ পাওয়া যাবে।'

রকের মুখের দিকে চেয়ে আছে লুসি। রকের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বেন। নিকের দিকে চেয়ে আছে সে। বক্স এস-এর দুজন কর্মচারী সরে গিয়ে একজন বাইরে বেরোবার দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, অন্যজন দাঁড়িয়েছে নিকের পিছনে।

ঘটনাটা রক আর নিক ছাড়া আর কেউ লক্ষ করেনি। নিকের ভুরু ঘেমে উঠেছে। শেরিফ পিয়ারসনের দিকে চাইল সে। শেরিফের চেহারা দেখে সে লক্ষ করেছে কিনা বোঝা গেল না।

'পিটার ওট্‌ল রুপা পেয়ে একটা ক্লেইম ফাইল করেছিল। রাসেল ওকে খুন করার জন্যে ওর পিছু নেয়। রাসেল জানত ওকে দেখে কোন এক সময়ে সে ঠিকই চিনতে পারবে।'

'পিটারকে অনুসরণ করতে গিয়ে রাসেল রুপার খোঁজ পায়। ওকে খুন করার পর অনেক টাকার মালিক হয়ে দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়ে ঠাটের সাথে বাস করার সুযোগ এল তার।

'কিন্তু সে বুঝতে পেরেছিল সরাসরি ওটা হাতাতে গেলে তার নামের সাথে পিটার ওট্‌লের নাম জড়িয়ে যাবে। কারণ পিটার ইতিমধ্যেই ক্লেইম ফাইল করে দিয়েছে।'

রক যা বলছে তার বেশির ভাগই কল্পনা। কিন্তু এসবের পিছনে যুক্তি রয়েছে যা বাস্তবের সাথে মেলে। সোজাসুজি তার এই আবিষ্কারের মুনাফা লুটতে গেলে বিপদ আছে বলেই নিকের সাহায্য নিয়েছিল রাসেল। রেকর্ড ক্লার্ককে ঘুষ দিয়ে রুপা আবিষ্কারের কথাটা ধামা চাপা দেওয়া হয়েছে।

কেভিন সেলবির সাথে ভাব রেখেছিল কারণ তার ধারণা ছিল শেষ পর্যন্ত সেই জিতবে। কিন্তু পুরোটা ভাগ্যের উপর ছেড়ে না দিয়ে ডেজ গ্রিফিথের সাথেও সে যোগাযোগ রেখেছিল।

রক ব্যানন ডাবল ডায়মন্ডে গিডোর সাথে যোগ দেওয়ায় ওর সব প্ল্যান ওলট-পালট হয়ে গেল। রাসেল ভাবতেই পারেনি ডাবল ডায়মন্ড আর কারও হাতে চলে যেতে পারে।

'সব মিথ্যা।' নিক নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে এখন। সে বুঝতে পারছে রক তাকে কোণঠাসা করে ফেলছে—কিন্তু উকিল হিসাবে এটাও বুঝছে রকের হাতে কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই।

মেদহীন শক্ত গড়নের মানুষ বেন স্লো। টেবিলের উপর ভর দিয়ে নিকের দিকে ঝুঁকে সে বলল, 'আমরা কেউ কেউ ওতেই সন্তুষ্ট, নিক। নিজেকে ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচাতে হলে স্বপক্ষে কিছু বলার থাকলে বলো।'

মুখ শুকিয়ে গেল ওর। 'আইনই আমাকে রক্ষা করবে। শেরিফ পিয়ারসন রয়েছে...পৃথিবীর কোন জুরিই আমাকে প্রমাণ ছাড়া মুখের কথায় সাজা দেবে না। আর তোমরা যে ট্র্যাকের কথা বলছ, কী করে জানো সেগুলো এতদিনে মুছে যায়নি?'

রক তা জানে না। কেউই জানে না। ওর কথার জবাব দিতে পারল না কেউ।

'কথা বলে লাভ নেই, ওকে আমার হাতে ছেড়ে দাও,' বলে উঠল বেন। 'আমরা সবাই জানি লোকটা পাজি আর অসৎ। কেভিন সেলবি ভাল বস ছিল। অ্যাল যখন পায়ের ছাপগুলো দেখে তখন আমি ছিলাম ওর সাথে। অ্যাপাচি না হলেও ট্র্যাক চিনতে আমার ভুল হয় না। কোন সন্দেহ নেই আমার—বাইরে রাস্তার মাথায় ওই পিন ওক গাছটাতেই কাজ সারব।'

টেবিলের উপর নিকের আঙুলগুলো ছড়িয়ে রয়েছে। ভীষণ ভয় পেয়েছে লোকটা। যুক্তি আর সাক্ষী-প্রমাণ শেরিফ পিয়ারসন, মন্টি, অ্যাল বা রকের কাছে চলে—কিন্তু বেনকে সে কোন যুক্তিতে বোঝাবে?

দরজার কাছে লোকটার দিকে চেয়ে বেন বলল, 'জো, যাও, একটা বাড়তি ঘোড়ার ব্যবস্থা করো—দরকার পড়বে।'

পিয়ারসন তার পাইপে তামাক ভরছে। কেউ কোন কথা বলছে না।

দুষ্ট বুদ্ধিতে পাকা হলেও সাহসী লোক নয় নিক। বেনের দিকে চেয়ে সে বুঝতে পারছে লোকটা মিথ্যা হুমকি দেয়নি। ওর মুখটা ঘেমে উঠেছে—ডান গালটা আপনা-আপনি লাফাচ্ছে।

'না...না।' সবার মুখের দিকে একবার করে চেয়ে রকের উপর নিকের চোখ স্থির হলো। 'বিনা বিচারে আমাকে এভাবে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারো না তোমরা!'

'কেভিন সেলবিও বিচার পাননি।'

টেবিলের উপর হাতদুটো একটু সরাল নিক। সে জানে তার পিছনে একজন দাঁড়িয়ে আছে—টেবিলের ওপাশে রয়েছে বেন। কেউ ওদের ঠেকাবার চেষ্টা করছে না।

'আমি না! রাসেল ট্র্যাভার্স সেলবিকে মেরেছে,' বলল সে।

একবার বলা শুরু করলে অনেক কথাই বলবে লোকটা। কিন্তু ওরা সবাই জানে সেলবিকে রাসেল খুন করেনি।

'রাসেল কোথায়?'

'মারা গেছে...বেশি জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে পালাতে গিয়ে ঘোড়াটাকে কাহিল করে ফেলেছিল রাসেল। গ্রিফিথের অ্যাপাচি লোকটার সাথে এই সময়ে ওর দেখা হয়। একটা ভাল কালো ঘোড়ার পিঠে ছিল অ্যাপাচি লোকটা। ঘোড়া বিক্রি করতে রাজি না হওয়ায় ধাক্কা দিয়ে ওকে ফেলে দেয় রাসেল...ইন্ডিয়ান লোকটা ওকে গুলি করে মেরে ফেলেছে।'

'ঘটনা তুমি নিজে দেখেছ?' লিও ওটুল প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ...বিটার ফ্ল্যাটসের পশ্চিমে একটা গর্তের মধ্যে পড়ে আছে ওর লাশ। সিলভার রীফের দিকে যাচ্ছিল ট্র্যাভার্স।'

স্থির হয়ে বসে আছে নিক। কে কী বলে শোনার অপেক্ষায় আছে। কিন্তু কেউ কিছুই বলল না। পিয়ারসনও চুপ করে রয়েছে। নিক বুঝতে পারছে শেরিফ কিছুই বলবে না। রেস্টুরেন্ট ছেড়ে বেরোলেই বেনের লোকজন ওকে ধরে নিয়ে সোজা গাছে ঝোলাবে।

শেষ পর্যন্ত মন্টি মুখ খুলল। 'সত্যি কথাটা বলে ফেলো, নিক। আইনের

বিচার চাইলে সত্যি কথা বলো।'

'যদি স্বীকার করি তা হলে তো আমার আর কোন সুযোগই থাকবে না।'

'অন্তত কয়েক সপ্তাহ তো বাঁচবে?' কঠিন গলায় বলল রক। 'এখন তো সে চান্সও নেই।'

চেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে বসল নিক। 'আমার স্বীকার করার কিছুই নেই—রাসেলই খুন করেছে।'

শেরিফ পিয়ারসন চেয়ার ছেড়ে উঠল। 'তোমরা আমাকে আপোষ মীমাংসার সাক্ষী হিসাবে ডেকেছিলে। বক্স এস, ডাবল ডায়মন্ড আর এল জেড সবাই শান্তি বজায় রাখতে রাজি—ঠিক তো?'

সবাই মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল। সন্তুষ্ট হয়ে সেও একবার মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'খুব ভাল...এখন আমার উত্তর এলাকায় কিছু কাজ রয়েছে, আমি ওখানেই যাচ্ছি। কাজ সেরে ফিরতে দিন তিনেক লাগবে।'

এক মিনিটেই নিক বুঝে নিল সে এবার পরিত্যক্ত হতে চলেছে। তাড়াতাড়ি চোখ তুলে চাইল সে। ওর পিছনে দাঁড়ানো লোকটা ভার অন্য পায়ে নেওয়ায় কাঠের বোর্ডটা ককিয়ে উঠল।

মন্টিও উঠল। অ্যালের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'চলো তোমাকে বাকবোর্ডে তুলে দিয়ে আসি।' তারপর লুসির দিকে ফিরে বলল, 'চলো?'

উঠল লুসি। ম্যাগি স্মিথ আগেই রান্নাঘরে চলে গেছে। ডেক্স গ্রিফিথও বাঁকা হাসি হেসে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। দরজার দিকে রওনা হলো ওরা।

পাগলের মত এদিক ওদিক চাইল নিক। সামনে দাঁড়িয়ে ওর দিকেই চেয়ে আছে বেন। পিছনে বক্স এসের আরও লোক জড়ো হয়েছে। বাড়তি একটা ঘোড়া নিয়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে জো।

'দাঁড়াও!' চিৎকারে লাফিয়ে উঠল নিক। 'পিয়ারসন! এটা কী করছ? এভাবে আমাকে একা ফেলে যেয়ো না!'

'কেন? তোমার সাথে আমার কোন কাজ নেই।'

'কিন্তু...বিচারের কী হবে?'

'কীসের বিচার?' কাঁধ ঝাঁকাল শেরিফ। 'তোমাকে গ্রেফতার করার মত প্রমাণ আমাদের হাতে নেই—তুমি নিজেই বলেছ। তোমার সাথে এখন আর আমার কোন কাজ নেই।' ঘুরে রওনা হলো শেরিফ।

পিস্তল বের করেছে বেন। পিছনের লোক দুটো নিককে দুদিক থেকে চেপে ধরল। রক পিছিয়ে গেল।

'এক মিনিট দাঁড়াও। পিয়ারসন—'

বাইরে চলে গিয়েছিল শেরিফ। ডাক শুনে দরজা ঠেলে ফাঁক করে ভিতরে চাইল।

'পিয়ারসন! আমিই ওকাজ করেছি। স্বীকার করব।'

ওর দিকে ম্যাগির অর্ডার লেখার খাতা আর কলম এগিয়ে দিল রক। 'লেখো। লিখে সই করো।'

কাগজ-কলমের দিকে চেয়ে ইতস্তত করছে নিক। হাত দুটো থরথর করে

কাঁপছে। অসুস্থ দেখাচ্ছে ওকে। 'ঠিক আছে,' বলল সে।

বক্স এসের লোক দুজন ছেড়ে দিতেই ধপ করে চেয়ারে বসল নিক। পিয়ারসন ফিরে এসেছে ঘরে। সবার উৎসুক দৃষ্টির সামনে কাগজ টেনে নিয়ে লিখতে শুরু করল নিক।

হ্যারি এসে ঢুকল। 'লাকি থমসন শহর ছেড়ে চলে গেছে,' জানাল সে।

লুসি বাইরে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে। আর সবাই চলে গেছে। দরজা খুলে বেরিয়ে এল রক।

'তুমি কি ডাবল ডায়মন্ডে ফিরে যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল লুসি।

'খুনীরও থাকার জন্যে একটা বাড়ি দরকার হয়।'

চট করে মুখ তুলে চাইল সে। 'রক, এভাবে আমাকে লজ্জা দিও না।'

'তুমি যা ভেবেছিলে, সেটাই মুখে বলেছ—তাই না?'

ঘোড়ায় চড়ার জন্য পাদানিতে পা রাখল রক। কিন্তু লুসিকে শাসন করা ছোট বাচ্চার মত দেখাচ্ছে। 'তুমি কি আদৌ বিয়ের জামাটা বানাতে শুরু করেছিলে,' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল রক।

'হ্যাঁ, কিন্তু—'

'তা হলে ওটা ছাড়াই আমরা বিয়ে করব।'

হঠাৎ দুজনেই একসাথে হেসে উঠল। হাসি আর থামতে চায় না। কাছে এগিয়ে এসে রাস্তার উপরই লুসিকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলো রক। হ্যাটানস পয়েন্টের সবাই ওদের দেখছে। সেলুন আর দোকান থেকে সব লোক বেরিয়ে এসেছে দেখার জন্য। সবার মুখেই হাসি। আবার লুসিকে চুমো খেলো সে।

তারপর ওকে ছেড়ে দিয়ে ঘোড়ায় উঠল রক। 'আগামীকাল দুপুরে আমি আবার আসব,' বলে ডাবল ডায়মন্ডের পথ ধরল রক।

চব্বিশ

রকের আজ এত ভাল লাগছে মনে হচ্ছে যেন গোটা পৃথিবীটাই সে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছে।

তিন র‍্যাঞ্চের মধ্যে আপোষ মীমাংসা হয়ে গেছে, এখন মিলে মিশে একত্রে শান্তিতে বাস করতে পারবে ওরা।

বাড়ি ফিরে বউ ঘরে তোলার উপযোগী করে গুছিয়ে ফেলতে হবে বাড়িটাকে। আগামীকাল বর সেজে শহরে যাবে।

একটা খরগোশ ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে ছুটে পালাল। রাস্তার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে লাকি থমসন!

কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে সে। ওর চোখের ভিতরে যেন শয়তান বাসা বেঁধেছে। রাস্তার একপাশে রেড ঘোড়া দুটোকে ধরে অপেক্ষা করছে।

অনেকদিন চুল কাটায়নি লাকি। শার্টের কলার ছাড়িয়ে নেমেছে চুল। উপরের ঠোঁটে গোঁফের ক্ষীণ কালো আভাস দেখা যাচ্ছে। পিস্তলের খাপ দুটো উরুর সাথে বাঁধা।

'খুব খারাপ, সাফল্যের শিখরে পৌঁছার মুহূর্তে তোমাকে মরতে হচ্ছে।'

যে ঘোড়াটা চালাচ্ছে, সেটা রকের অপরিচিত। একটু অস্থির ভাব ওর মধ্যে লক্ষ করেছে রক। গোলাগুলি হলে ঘোড়াটা কেমন ব্যবহার করবে জানে না। মোকাবিলার সময়ে মাটির উপর থাকতে চায় সে। কিন্তু সময় খুব অল্প! লাকি থমসনকে খুব আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে।

গেল্ডিঙের পেটে হঠাৎ স্পারের খোঁচা দিল রক। ঘোড়াটা লাফিয়ে লাকির দিকে এগোতেই উল্টো পাশে নেমে পড়ল। মাটিতে পড়ে দু'পা এগোনোর আগেই পিস্তল বের করে ফেলল। বিদ্যুৎ বেগে লাকির হাত অ্যাকশনে গেল।

ওর পিস্তল উঠে আসতে দেখল রক। ততক্ষণে রকের হাতে পিস্তলটা লাফিয়ে উঠেছে। গুলি দুটো পরস্পরকে ক্রস করল। নিশ্চিত নিশানা করার জন্য রক একটু দেরি করলেও ওর গুলিটাই যেন একটু আগে গেল।

লাকির গুলিটা রকের কাঁধ চিরে বেরিয়ে গেল। মনে হলো এক হাজার সুঁই একসাথে ফুটল ওর দেহে। রকের বুলেটটা ওর বুকে লেগেছে। টলতে টলতে পিছিয়ে গেল লাকি। অবিশ্বাসে ওর চোখ দুটো বিস্ফারিত।

হঠাৎ ক্ষেপে উঠল রক। পিস্তল তুলে গুলি করতে করতে লাকির দিকে এগিয়ে গেল সে।

'কী হলো? পছন্দ হচ্ছে না?' তারস্বরে চিৎকার করল রক। প্রতিটা গুলি ওর দেহকে ছিন্নভিন্ন করছে।

'এখন বুঝছ অন্যদের কেমন লেগেছিল? নিজেকে বড় আর শক্তিশালী প্রমাণ করার জন্যে মানুষ খুন করা ঠিক নয়, লাকি। নাম লাকি হলেও তুমি হচ্ছ বখে যাওয়া একটা বখাটে আনলাকি ছোকরা।'

দাঁড়িয়ে টলছে লাকি। রক্তাক্ত—শেষ হয়ে গেছে ও। মুখের গর্তটা বুলেটের আঘাতে আরও বড় হয়ে গেছে। শার্টটা রক্তে লাল। রকের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে, কিন্তু কিছু বলছে না। নিছক জিদের বশেই দাঁড়িয়ে আছে। রক বুঝতে পারছে খতম হয়ে গেছে লাকি। মরার আগে রকের চেহারাটাই সে শেষবারের মত দেখে নিচ্ছে।

'আমি দুঃখিত, লাকি। তুমি র‍্যাঞ্চ কর্মচারী হয়ে থাকলেই ভাল করতে।'

এক পা পিছিয়ে গেল লাকি। পিস্তলটা আঙুলের ফাঁক থেকে খসে পড়ল। কী যেন বলার চেষ্টা করল সে, কিন্তু গলা দিয়ে কোন শব্দ বেরোল না। হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল।

লাকির লাশের কাছে দাঁড়িয়ে রেডের দিকে চাইল রক। লোকটা নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। একদৃষ্টে লাকির মৃতদেহটার দিকে চেয়ে আছে।

এবার চোখ তুলে রকের দিকে চাইল রেড। 'আমি এই এলাকা ছেড়ে চলে যাব…একটা সুযোগ আমাকে দাও।'

'ঠিক আছে, যাও।'

ঘোড়ার পিঠে উঠে আর একবার লাকির দিকে ফিরে চাইল রেড। খুঁটিয়ে দেখল, যেন স্বপ্ন দেখে এইমাত্র জেগে উঠেছে।

'ও যতটা বলত তত টাফ ছিল না—ছিল?'

'গুলি খাওয়ার পর কেউই আর টাফ থাকে না।'

রওনা হয়ে গেল রেড। পড়ন্ত বিকেলে লাকির মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে আছে রক।

এভাবে ওকে ফেলে রেখে যেতে মন সরছে না। কাছেই ঝরনার ধারে একটা গর্তের ভিতর ওকে রেখে মাটি আর পাথর চাপা দিল রক। জুনিপারের ছায়ায় বসে একটা ভাঙা ওয়্যাগনের পিছনের ডালায় ছুরি দিয়ে কয়েকটা কথা খোদাই করল:

মিছে বড়াই করে অকালেই ঝরে গেল
আনলাকি লাকি

একটা মানুষের জন্য এটা সত্যিই দুঃখজনক পরিণতি। তবে, মানুষের মত মানুষ ছিল না লাকি।

কোথাও ক্যাম্প-ফায়ারের ধারে বসে একদিন হয়তো রেড এই গল্প বলবে। সময়ে গল্পটা ছড়িয়ে পড়বে—কিন্তু কিছুটা সময় নেবে। গানফাইটার হিসাবে নাম কিনতে চায় না রক। ফাইটিঙ যথেষ্ট হয়েছে।

কাঁধটা জ্বলছে। কিন্তু ক্ষত গভীর নয়—কিছুটা চামড়া গেছে মাত্র। র‍্যাঞ্চে ফিরেই ওটার দিকে নজর দেওয়া যাবে। এবার ফেরা দরকার।

রকের সামনে করাতের মত খাঁজ কাটা পাহাড়ের সারিটা পড়ন্ত বিকেলে গাঢ় আর নিঃসঙ্গ দেখাচ্ছে। হেলে পড়া সূর্য বিদায় নেওয়ার আগে পাহাড়ের মাথায় সোনালী পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে। বিকেল ফুরিয়ে আসছে, র‍্যাঞ্চের পথ ধরল রক।...আগামীকাল ওর বিয়ে।

***